প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

বালকেরা ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোলাদি সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হয়, এজন্য Novel অর্থাৎ রূপক-ইতিহাস পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। এক্ষণে কামিনীকুমার, রসিকরঞ্জন, চাহারদরবেশ, বাহারদানেশ প্রভৃতি যে সমুদয় রূপক ইতিহাস প্রচারিত আছে, সে সমুদায়ই অশ্লীল ভাব ও রসে পরিপূর্ণ। তৎপাঠে উপকার না হইয়া বরং সর্ব্বতোভাবে অনর্থের উৎপত্তি হয়। এই সমুদায় অবলোকনে বালকদিগের রূপক-পাঠের নিমিত্ত কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমি বিজয়-বসন্ত নামক এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। ইহা কোন পুস্তক হইতে অনুবাদিত নহে, সমুদয় বিষয়ই মনঃকল্পিত। ইহার আদ্যন্ত কেবল করুণ-রসাশ্রিত ও নীতিগর্ভ বিষয়ে পরিপূর্ণ। এতদ্দ্বারা বালকগণের চিত্তরঞ্জন ও নীতিশিক্ষা বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ উপকার হইবার সম্ভাবনা। এই গ্রন্থ রচনা করিতে আমি সাধ্যানুরূপ পরিশ্রম ও যত্ন করিতে ক্রটি করি নাই, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, কলিকাতা ফ্রী চর্চ্চ স্কট্‌ল্যাণ্ডস্‌ ইনস্‌টিটিউশনের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উপাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া একবার পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন।

কুমারখালী }
১৭৮১ শক }

শ্রীহরিনাথ মজুমদার।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

বিজয়-বসন্ত দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই পুস্তক যে পাঠশালার পাঠ্যরূপে পরিগণিত হইবে, পূর্ব্বে আমার মনে এপ্রকার আশা ছিল না। কিন্তু অনেকানেক ইংরেজি ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হওয়ায়, প্রথম বারের মুদ্রিত পুস্তকগুলি নিঃশেষ হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা পঞ্চ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ থাকায় কোন কোন বিষয় অস্পষ্ট ছিল। এইবারে সেই সমুদায়ের প্রকাশের নিমিত্ত একটী অধ্যায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এবং কোন কোন স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত ও দুরূহ শব্দগুলিও সহজ করা হইয়াছে। গ্রন্থ-মুদ্রাঙ্কন-কালে সংস্কৃত কালেজের দ্বিতীয় সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বিশেষ পরিশ্রমপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ইহার আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

কুমারখালী
১৭৮৪ শক

শ্রীহরিনাথ মজুমদার।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

বিজয়-বসন্ত তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল। এ বারেও অনেক স্থান সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কুমারখালী
১৭৮৭ শক

শ্রীহরিনাথ মজুমদার।

চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন।

বিজয়-বসন্ত চতুর্থ বার মুদ্রিত হইল। এ বারেও ইহার অনেক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া পরিবর্দ্ধনের সহিত সংশোধন করিয়াছি।

কুমারখালী
১৭৯২ শক

শ্রীহরিনাথ মজুমদার।

বিজয়-বসন্ত।

উপক্রমণিকা।

একদা পরীক্ষিৎ রাজেন্দ্র সসৈন্যে মৃগয়ায় গমন করিয়া অরণ্য অবরোধ করিলে, বিপিনবিহারিগণ ভয়াকুল হইয়া ইতস্ততঃ নিবিড়ারণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। রাজানুচরেরা অনেকক্ষণ মৃগের অনুসন্ধানে ও অনুসরণে ক্লান্ত হইয়া, বিস্তৃত তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিল। রাজা অশ্বারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক হরিণ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি শরাসনে শরসন্ধান করিয়া মৃগপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। মৃগবর তাহাতে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া নক্ষত্র-বেগে ধাবিত হইল। রাজাও তাহার অনুগমনে ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু ঘোটক বন-পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া মৃগতুল্য-বেগে ধাবিত হইতে পারিল না। হরিণ এই অবকাশে নরেন্দ্রের দৃষ্টিপথাতীত হইল। রাজা অশ্ববেগ সংবরণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে-করিতে দেখিলেন, দিবাকর নভঃকোপরি উঠিয়া, অনলশিখাস্বরূপ কর প্রদান করিতেছেন।

অশ্ব অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত হইয়া সম্মুখে টলিত হইতেছে, এবং ফেনাক্ত-নাসিকায় সঘনে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। আপনার অবস্থাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। পরিধেয় দুকূল ও উত্তরীয় বসন স্বেদজলে একেবারে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, তথাপি মৃগান্বেষণে বিরত হইলেন না। অনন্তর তিনি অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণে সমীপস্থ এক তপোবনে প্রবেশ করিলেন এবং মৌনব্রত এক মুনির নিকটে কাতরস্বরে বারংবার জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মুনিবর অনির্ব্বচনীয় ভাবের প্রাদুর্ভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ছিলেন, রাজার বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল না; সুতরাং তিনি কোন কথার উত্তর দিলেন না। সম্রাট্ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিয়া, দৈব-দুর্ব্বিপাকে রাগান্ধ হইলেন, এবং মহর্ষিকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া কহিলেন, রে তাপস! রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী তোর সমক্ষে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান ও পিপাসু হইয়া বারংবার জল প্রার্থনা করিতেছেন; অভ্যর্থনা দূরে থাকুক, অহঙ্কার-বশতঃ তুই উত্তরদানেও বিরত হইলি। থাক্, ইহার উচিত প্রতিফল দিতেছি। এই বলিয়া তিনি চারি দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে এক মৃত সর্প দেখিতে পাইলেন। তাহাকে শরাগ্রে বিদ্ধ করিয়া মুনির কণ্ঠে অর্পণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

অপমানিত মুনির পুত্র শৃঙ্গী স্থানান্তরে বয়স্যের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। সন্দীপন মুনির পুত্র কৃশ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া বারংবার ক্রীড়ার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিলেন। শৃঙ্গী ক্রোধপরবশ হইয়া কহিলেন কৃশে! আত্ম-

গৌরব আর বৃদ্ধি করিস্ না, তোর পিতার যত বিদ্যা বুদ্ধি সকলই জানি, আমার পিতার সহায়তা ভিন্ন রাজ-সদনে যাইতে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ হয়। কৃশ সক্রোধে কহিলেন, অরে জানি রে জানি শৃঙ্গে! আর গৌরব করিস্ না, রাজার নিকটে তোর পিতার যত প্রভুত্ব ও মান সম্ভ্রম, অদ্য তাহা সকলই ভালরূপে প্রকাশ পাইয়াছে; গৃহে গিয়া দেখ্, রাজা পরীক্ষিৎ তোর পিতার কি দুর্দ্দশা করিয়া গিয়াছেন। শৃঙ্গী ঈদৃশ-বজ্রবৎ-বাক্যশ্রবণে এককালে ক্রোধসাগরে ও বিষাদনীরে নিমগ্ন হইয়া গৃহে গমন করিলেন; এবং দেখিলেন, তাঁহার পিতার কণ্ঠদেশে মৃত সর্প দুলিতেছে। তখন সর্পসদৃশ তর্জ্জন-গর্জ্জনে কহিলেন, "রে দুরাত্মন্ পরীক্ষিৎ! ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণকে যেমন অপমান করিলি, তেমনি সপ্তাহের মধ্যে তক্ষকদংশনে তোর প্রাণবিয়োগ হইবে।"

নির্ব্বাত সময়ে সরোবরের স্থির সলিলে অকস্মাৎ শিলাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে সমুদয় জল যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, শৃঙ্গিকর্ত্তৃক অভিসম্পাতে মহর্ষির অন্তঃকরণ তদ্রূপ বিচলিত হইয়া, তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ করিল। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হা বৎস! কি করিলে, যাঁহার শাসনে তপস্বিগণ নিরুদ্বেগে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, যাঁহার অসাধারণ পুণ্যবলে ধরণী প্রচুরশস্যশালিনী হইয়া প্রজাসকলকে সুখ সচ্ছন্দতা বিতরণ করিতেছেন, সেই মাদৃশজননাথ বন্ধুকে কেন এই নিদারুণ শাপে অভিশপ্ত করিলে। হাঁ রে নির্দ্দয়! ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ

ধর্ম্মকে এককালে কলুষিত করিলে! দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষমাগুণেই এ কুল জগদ্বিখ্যাত; বৎস! অদ্য তোমা হইতে সেই নিষ্কলঙ্ক কুল কলঙ্কিত হইল। শৃঙ্গী পিতার ঈদৃশ-বাক্য-শ্রবণে অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন, তাত! আমার কথাতে কি হইতে পারে? আমি কাহাকে কি না কহিয়া থাকি? করিশিশুর ক্রোধে কি কখন কেশরীর মন্দ হইতে পারে? মহর্ষি, বালকের বাক্য শুনিয়া, হাস্য করিয়া কহিলেন, বাছা! সর্পশিশু কি স্বধর্ম্ম অবলম্বন করে না? তুলসীপত্র-মধ্যে কি ইতর-বিশেষ আছে? তুমি কি কখন শুন নাই যে, মুনিতনয় দ্বন্দ্বপ্রিয়ের অভিসম্পাতে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বপতি সহোদর ও সহধর্ম্মিণীর সহিত মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কত কষ্ট পাইয়াছিলেন? আহা! তাঁহাদিগের সেই অপার দুঃখের কথা মনে হইলে, আমার হৃদয় অদ্যাপি বিদীর্ণ হইতে থাকে।

শৃঙ্গী পিতার প্রমুখাৎ শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব্বপতি প্রভৃতির দুরবস্থা শ্রবণে, তাহার আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত শুনিতে একান্ত উৎসুক হইয়া সবিনয়ে কহিলেন, তাত! সেই মহাপুরুষেরা কি অপরাধে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং কত দিনই বা মর্ত্ত্যলোকে দুর্গতি ভোগ করিয়া পুনরায় স্বধামে প্রতিগমন করেন, শুনিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। মহর্ষি কহিলেন, বৎস! তাঁহাদিগের সেই দুঃখের বৃত্তান্ত সামান্য নহে যে সঙ্ক্ষেপে বলিব। যদি শুনিতে নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তবে এক্ষণে ক্ষান্ত হও, দিনকর অস্তাচলে গমন করিলে, অবকাশসময়ে সমুদায় বর্ণন করিব। শৃঙ্গী পিতার এই আজ্ঞা পাইয়া, সূর্য্যের অস্তাচলাবলম্বন অপেক্ষা

উপক্রমণিকা।

করিতে লাগিলেন। মহর্ষি সায়ংকালীন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সমাধান্তে অবকাশাসনে আসীন হইলে, শৃঙ্গী ও অন্যান্য মুনিকুমারেরা ইতিহাস-শ্রবণোৎসুক হইয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। মহর্ষি কথা আরম্ভ করিলেন।

মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ! শ্রবণ কর। যে বিস্তৃত পর্ব্বতমালা ভারতবর্ষের উত্তর সীমা, সেই পর্ব্বতের নাম হিমালয়। অতিপূর্ব্বকালে ঐ পর্ব্বত গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরা প্রভৃতির নিবাসস্থান ছিল। চিত্ররথ নামে গন্ধর্ব্বরাজ পর্ব্বতের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার অনুজের নাম চিত্রধ্বজ। সেই দুই সহোদরের অকপট স্নেহের কথা কি কহিব; অনল অনিলের ন্যায়, তিলার্দ্ধকালও পরস্পরের বিচ্ছেদ ছিল না।

প্রসিদ্ধ প্রভাস নদের কূলবর্ত্তী কাম্যবনমধ্যে, গন্ধর্ব্বপতির বিশ্রামোদ্যান ছিল। সেই উদ্যানটী এমনি সুন্দর, যে, অমরগণ অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়াও তাহাতে বাস করিতে বাসনা করিতেন। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী সুরম্য সরোবর; তাহার চতুঃপার্শ্ব-ভূমি শ্বেত-শিলায় মণ্ডিত এবং সোপানগুলি নীলবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত; সুতরাং জলাহরণার্থ নিম্নে গমন করিয়া হঠাৎ দেখিলে বোধ হইত, যেন নীলগিরি-শিখরে রাশীকৃত তুষার পতিত রহিয়াছে। সরোবরের নির্ম্মল বারিপুঞ্জে কমল, কুমুদ, কোকনদ প্রভৃতি জলপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া, মধুমত্ত মধুকরের চিত্ত নিরন্তর আকর্ষণ করিত এবং মন্দ মন্দ সমীরণ-প্রভাবে দিবসে যখন তাহার তরঙ্গমালা আন্দোলিত হইতে থাকিত, তখন আতপ-

প্রভাবে বোধ হইত, নলিনীকান্ত নলিনীর বিরহানলে তপ্ত-ময় হইয়া নলিনী সহিত সরোবরে জলক্রীড়া করিতেছেন; হংস, চক্রবাক, সারস, সারসী প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সেই তরঙ্গোপরি ইতস্ততঃ সন্তরণ করিয়া নলিনীনাথের অনুচিত ব্যবহার অপলাপ করিতেই যেন পক্ষপুট বিস্তার করিতেছে। কদম্ব, চম্পক, বকুল, নাগকেশর, শেফালী প্রভৃতি তরু-মণ্ডলী; যূথী, জাতী, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি লতামণ্ডলী, যথানিয়মে শ্রেণীবদ্ধ থাকায়, তন্নিকটবর্ত্তী চতুঃপার্শ্ব-স্থল এরূপ সুরম্য হইয়াছিল যে, পরিশ্রান্ত জনগণ দর্শনমাত্রই বিশ্রামসুখে পরিতৃপ্ত হইত।

একদা গন্ধর্ব্বস্বামী সহোদর ও সহধর্ম্মিণী সহিত শকটা-রোহণে প্রভাস-তীর্থে যাত্রা করিলেন, এবং প্রভাস নদের সুস্নিগ্ধ সলিলে স্নানাদিক্রিয়া সমাধা করিয়া, চিত্তবিনোদনার্থ সেই বিশ্রামোদ্যানে উপস্থিত হইলেন। উদ্যান-পালক সহসা স্বামীকে সমাগত দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রণাম করিল। চিত্ররথ কহিলেন, উদ্যান-পালক, আমরা গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ পর্য্যন্ত এই স্থানেই অবস্থান করিব, এই সন্দেশ লইয়া তুমি রাজধানীতে গমন কর। উদ্যানপালক যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল। গন্ধর্ব্বপতি সহধর্ম্মিণী-সহবাসে দিন-যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

এক দিন প্রভাকরের প্রখর-কর-প্রভাবে উদ্যানস্থল অতিশয় উত্তপ্ত হইলে, গন্ধর্ব্বস্বামী সীমন্তিনী-সমভিব্যাহারে জলাশয়ে জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহারা মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় উন্মত্তপ্রায়

হইয়াছিলেন; সুতরাং তৎকালে তাঁহাদিগের হিতাহিত জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না। এমন সময়ে ঋষিতনয় দ্বন্দ্বপ্রিয় বনপর্য্যটনে তৃষ্ণাতুর হইয়া, সরোবরে নামিয়া করপুটে জলপান করিতে লাগিলেন। ক্রীড়াসক্ত গন্ধর্ব্বপতিদিগের পাদক্ষিপ্ত জল বারংবার তাঁহার গাত্রে পতিত হওয়ায়, প্রথমতঃ তিনি পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিলেন; পরিশেষে রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, "রে নির্লজ্জ ব্যলীক! ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসায় এককালে লজ্জাভয়কে বিসর্জ্জন দিয়াছিস্, এবং অবজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিতেছিস্। যদি ব্রহ্ম-বংশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হেতু নিশ্চিত তোদিগকে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এবং এখন যেমন তোদিগের অভেদ্য সৌহার্দ্দ দেখিতেছি, তদ্রূপ পরকালে ইহার বিপরীত বিচ্ছেদরূপ অনলে দগ্ধ হইতে হইবে।" ঈদৃশ অভিসম্পাত করিয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন। যেমন তক্ষক-দংশনে প্রাণিগণ ভূতলে পতিত হয়, গন্ধর্ব্বেরা শাপগ্রস্ত হইয়া তদ্রূপ পতিত হইলেন।

মহর্ষি গন্ধর্ব্বদিগের শাপবৃত্তান্ত এইমাত্র কহিয়া, নিস্তব্ধ হইলেন। ঋষিতনয়েরা সেই পুরাবৃত্ত শ্রবণোৎসুক হইয়া বিনয়বাক্যে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করাতে, তিনি অগত্যা সম্মত হইয়া পুনর্ব্বার কথা আরম্ভ করিলেন।

বিজয়-বসন্ত।

প্রথম অধ্যায়।

মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ! শ্রবণ কর। জয়পুর নামে যে মনোহর নগর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, সেই নগরে মহারাজ জয়সেন বসতি করিতেন। রাজার নামানুসারেই উক্ত নগরের নাম জয়পুর হইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ পরাক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। তিনি আপন অধিকারের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রতিপ্রদেশে বিদ্যালয়, ধর্ম্মালয় ও চিকিৎসালয়, যথানিয়মে স্থাপন করাতে, প্রজাবর্গ এরূপ সভারঞ্জক এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিল যে, রামরাজ্যও তদীয় রাজ্যের তুলনাস্থল হইতে পারে না। মহারাজের এক পট্টমহিষী ছিলেন, তাঁহার নাম হেমবতী। তিনি যেরূপ অলৌকিক-রূপবতী, তদনুরূপ অসামান্য গুণবতী ও সুশীলা ছিলেন। তিনি সাবিত্রী-তুল্য সতী, ছায়া-তুল্য পতির অনুগামিনী, ও সখী-তুল্য হিতৈষিণী ছিলেন। বস্তুতঃ মহিলারা যেরূপ সদাচার-গুণে গুরুজন-নিকটে প্রতিষ্ঠিতা ও আদরণীয়া হন, তাঁহাতে সে সকল গুণের অভাব কিছুই ছিল না। কিন্তু গগনমণ্ডল অসংখ্য

নক্ষত্র-মালায় খচিত হইয়াও যেমন একমাত্র চন্দ্র-বিরহে রমণীয় হয় না; এবং তরুগণ শাখাপল্লবে উল্লসিত হইয়া সুদৃশ্য ও মনোরম হইলেও ফলবান্ না হওয়ায় যেমন তৎস্বামীর ক্ষোভোৎপত্তি হয়; মহিষী এতাদৃশ উৎকৃষ্ট-গুণসম্পন্না হইয়াও যথাকালে পুত্রবতী না হওয়ায় সেইরূপ অশোভনীয়া ও মহারাজের বিমর্ষের কারণ হইয়াছিলেন।

একদা নরপতি শারদী পৌর্ণমাসীর সায়ংকালে মহিষী সমভিব্যাহারে প্রাসাদোপরি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন, এই কালে পূর্ব্বদিক আলোকময় করিয়া পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল; চকোর চকোরী সেই সুধাময় কিরণে ক্রীড়া করিতে করিতে শূন্যপথে উড্ডীয়মান হইল; কুমুদিনী প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে নিশানাথকে দর্শন করিতে লাগিল; বিটপিপুঞ্জের হরিদ্বর্ণ পল্লবে চন্দ্রের শুভ্র রশ্মি পতিত হওয়ায় এক আশ্চর্য্য মনোহারিণী শোভা প্রকাশ পাইল;—বোধ হয়, যেন তরুমণ্ডলী অগণ্য হীরকখণ্ডে ভূষিতা হইয়া পবনান্দোলিত শাখা-বাহু দ্বারা ঋতুরাজকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছে। রাজা ও মহিষী এইরূপ সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে সানন্দচিত্তে জগদীশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন।

এমত সময়ে রাজভবনের অনতিদূরে এক ব্রাহ্মণশিশু আঁখটি করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলে, তাহার মাতা তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া, অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা চন্দ্রমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন; "বাছা রে! চুপ কর, ঐ দেখ বুড়ী মা আসিতেছে, এখনি তোমাকে ধরিয়া লইবে।" বালক তাহাতে ভয় না পাইয়া বরং আরও ক্রন্দন করিতে

লাগিল। মাতা পুনরায়, "চাঁদ আয় চাঁদ আয়" বলিয়া, পুত্রললাটে অঙ্গুলিস্পর্শ করিতে লাগিলেন।

সন্তানবৎসলা ব্রাহ্মণপত্নীর বাৎসল্য-ভাবের এইরূপ মধুর বাক্য নরেন্দ্রের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, অপত্যস্নেহ-সাগর উদ্বেল হইয়া তাঁহার চিত্তক্ষেত্র এককালে প্লাবিত করিল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই হতাশবায়ু-প্রভাবে দুঃখের তরঙ্গ সমুদ্ভূত হওয়াতে, তিনি আপনার ইচ্ছাতরণীকে স্থির রাখিতে না পারিয়া, অমনি কহিয়া উঠিলেন,—"আহা! কি শুনিলাম, এত দিনে আমার শ্রুতিযুগল শ্রাব্যসুখে সুখী হইল। আমি অপুত্রক, যে স্থলে আমারই এরূপ হইল, সে স্থলে পুত্রবান্ ব্যক্তি, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত-সুকৃতি-ফলে এই অমূল্য পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইয়া, পুত্রের সুকোমল-অঙ্গ-স্পর্শ-সুখে এবং অর্দ্ধস্ফুট মধুর-বাক্য-শ্রবণে ও নবকুসুম-সদৃশ সুকুমার মুখচ্ছবিনিরীক্ষণে আপনাকে চরিতার্থ-বোধে কি না সুখ সম্ভোগ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষেরা কহিয়াছেন, এক-মাত্র পুত্রই কেবল জনক জননীকে পুন্নাম দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণকরণে সমর্থ। পুত্রহেতু রমণীরা পতিপ্রিয়া ও আদরণীয়া হন। সন্তান-শূন্য গৃহে আর শ্মশানে কিছুই বিশেষ নাই। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হইয়াছে, সেই গৃহ জনশূন্য অরণ্য, দীপশূন্য কুটীর, ও তারকশূন্য চক্ষুঃ স্বরূপ। সমুদ্র যেমন সকল রত্নের আকর হইয়াও লবণাম্বু-দোষে মনুষ্যের পানযোগ্য নহে; গৃহী ব্যক্তি ধনে মানে কুলে শীলে সুসম্পন্ন হইয়া, পুত্রবিহীন হইলে তদ্রূপ পিতৃবাসের অযোগ্য হন। গন্ধহীন পলাশ পুষ্প, অসার

ফলশস্য, নির্ব্বাতায়ন অট্টালিকা এবং মূর্খ মনুষ্য শোভনতম হইলেও যেমন গ্রাহ্য নহে; স্ত্রীরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ হইয়াও পুত্রবতী না হইলে, সেইরূপ অনাদৃতা এবং ভর্ত্তৃ ও পিতৃ উভয় কুলের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া উঠে।" রাজা এই মাত্র কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

সহসা নৃপেন্দ্রের মুখ হইতে এতাদৃশ ক্ষোভসূচক দুঃখদ বাক্য নির্গত হইয়া রাজদারার সুকোমল সরল হৃদয়ে তীক্ষ্ণাস্ত্রস্বরূপ বিদ্ধ হইল। তখন তিনি, একবারে দুঃখের সাগরে নিমগ্না হইয়া অন্তর্বাষ্পভরে কণ্ঠাবরুদ্ধাপ্রায় হইলেন, এবং রাজাকে একটী কথাও না কহিয়া নির্জ্জন নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। রাজা অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাঁহার বাক্যে মহিষী মনঃপীড়া পাইয়াছেন এই অনুশোচনা করিতে করিতে, শয়নালয়ে প্রবেশ করিলেন।

মহিষী ধরাসনে বসিয়া বাম করে কপোল বিন্যস্ত করিয়া, আপনার দুরদৃষ্টের বিষয়ে ভাবনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধারা নির্গত হইয়া বামভুজ বহিয়া চলিল। সেই সময়ের ভাব ভাবনা করিলে বোধ হয়, যেন পদ্মাসনা মন্দাকিনী মৃণাল-বাহিনী হইয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি ধরা-শয্যায় নিদ্রাগত হইলেন, এবং যামিনী অবসান হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে স্বপ্নে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। এক মহাতেজস্বী তাপস যেন তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া মধুরসম্ভাষণে কহিতেছেন, "বৎসে! আর বিলাপ করিও না, আমি তোমার মনোদুঃখ দূরীকরণাভিলাষে নর-দুর্লভ দুইটী মনো-

হর ফল আনিয়াছি, গ্রহণ কর;” এই বলিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহার করে ফল অর্পণ করিতেছেন, এই কালে মহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

স্বপ্নে এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়া রাজ-জায়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল প্রাতঃসময়ের শীতল সমীরণ সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুশীতল ও রোমাঞ্চিত করিতেছে অনুভব করিলেন, এবং নিকটে কেহই নাই, পূর্ব্বের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এইমাত্র দেখিতে পাইলেন। অমনি ব্যস্তত্রস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া, দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী প্রিয়তমা শান্তা দাসীকে নিকটে ডাকিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কহিলেন। শান্তা অতিবৃদ্ধা ও বুদ্ধিমতী, সুতরাং স্বপ্নের মর্ম্ম অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া, সহাস্যবদনে কহিলেন, ঠাকুরাণি! ভগবান্ আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ফলপ্রদানে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, এ ক্ষণে ষষ্ঠী দেবীর স্থানে গলবস্ত্রে প্রার্থনা করুন, তিনি আপনার স্বপ্ন সমূলক করিবেন।

অন্তঃপুর-মধ্যে পরস্পর এই কথার আন্দোলন হওয়ায় রাজার কর্ণ-গোচর হইল। যেমন অনাবৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র মেঘবারি পতিত হইলে, চাতকের নিরাশ চিত্তে আশালতা অঙ্কুরিত হইতে থাকে, তদ্রূপ মহারাজের হতাশ চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র আশার সঞ্চার হইল।

বাপু সকল! সুখ দুঃখের অবস্থা চিরকাল সমান যায় না। দুঃখান্তে সুখের উদয় এবং সুখান্তে দুঃখের ভার অবশ্যই বহন

করিতে হয়। অতএব অতিমাত্র বিপদ উপস্থিত হইলেও ধৈর্য্যাবলম্বনে কালপ্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য। দেখ, মহারাজ জয়সেনও একালপর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বনে সময় প্রতীক্ষা করিয়া বিলম্ব-বৃক্ষে মানবদুর্লভ ফল প্রাপ্ত হইলেন, কেননা কিয়-দ্দিবসান্তে রাজাঙ্গনা হেমবতী গর্ভবতী হইলেন *।

গর্ভাধানে শশিকলা-সদৃশ রাজ-ললনার মুখশ্রী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি মধুর-রসাস্বাদ-বিরতা হইয়া দগ্ধ মৃত্তিকা ও অম্লরসাস্বাদে অধিক ইচ্ছাবতী হইলেন, অপূর্ব্ব পল্যঙ্কোপরিভাগ পরিত্যাগ করিয়া, ধরাতলে অঞ্চল-শয্যা সুখকর বোধ করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে পূর্ণগর্ভা হই-লেন।

মহিষীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত, রাজা এইমাত্রশ্রবণে প্রমোদ বাটিকা প্রবেশপূর্ব্বক অন্যমনস্কের মত, কখন বাহিরে কখন অন্তরে গমনাগমন করিতেছেন। ইতিমধ্যে ব্যজ-নিকাকে অদূরে ত্রস্তগামিনী দেখিয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যজনিকে! সমাচার কি? অতিবেগে গমন করাতে সে ত তখন কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল "মহারাজ!" এই সম্বোধনে সঘনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। স্নেহের ধর্ম্মই অনিষ্টাশঙ্কা, ইহাতে রাজা একে আর বিবেচনা করিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকি-লেন। পরে সে গতক্লম হইয়া কহিল, "আপনার একটী সুকুমার হইয়াছে।" রাজা আশানুরূপ শুভ সংবাদ শ্রবণে

* চিত্ররথ গন্ধর্ব্বপতি সেই অসামান্য দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কঠোর হৃদয়-কারাবাস করিতে লাগিলেন।

সন্তুষ্টচিত্তে আপনার কণ্ঠস্থিত বহুমূল্য মণিময় হার সংবাদ-দায়িনীকে পুরস্কার করিয়া অবিলম্বে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। কুমারের সুকুমার মুখ-চন্দ্রমা-নিরীক্ষণে তাঁহার হৃদয়-কুমুদ প্রফুল্ল হইল। তখন তিনি নিমেষশূন্যলোচনে বারংবার সেই চন্দ্রাস্য অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার নেত্র-পিপাসা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। যতবার দেখেন ততই অভিনব বোধ হয়, এবং সেই সুকুমার সৌন্দর্য্য-মালা নূতন নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত হইতে থাকে। রাজা আনন্দে বিহ্বল হইয়া কহিতে লাগিলেন, সংসারীরা সংসার-ভারে অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া যে পুত্রের মুখাবলোকনে সকল দুঃখ দূর করেন, যে পুত্র কৃমিষ্ঠ হইলে পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হন, আমি আজি সেই পুত্রের মুখচন্দ্র অবলোকন করিতেছি, অতএব আমার ন্যায় ভাগ্যবান্ কে আছে?

পৈতৃকরীত্যনুসারে শুভ কর্ম্মে যে ক্রিয়া-কলাপ করিতে হয়, কালক্রমে তাহার কিছুরই অন্যথা হইল না। কুলাচার্য্য নৃপসুতের অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিয়া বিজয়চন্দ্র নাম রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে পুত্র বিদ্যাভ্যাসোপযুক্ত-বয়স্ক হইলে, নৃপতি সুমন্ত-নামা প্রধান মন্ত্রীকে উদ্যানমধ্যে এক বিদ্যামন্দির প্রস্তুত করাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। মন্ত্রিবর স্থপতিকে ডাকাইয়া, প্রসিদ্ধপ্রণালীমত বিদ্যা-নিকেতন নির্ম্মাণ করিতে কহিলেন। স্থপতি অত্যল্প দিনের মধ্যেই এক অট্টালিকা প্রস্তুত করিল। অনন্তর রাজা ধৈর্য্যশীল, শ্রদ্ধাযুক্ত, ঋজু-স্বভাব, রীতিনীতিজ্ঞ, দূরদর্শী, কুসংস্কার-বিরহ

শমদমাদি-বিশিষ্ট এক আচার্য্য নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সন্নিধানে পাঠার্থে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। নগরস্থ অন্যান্য বিদ্যালয়ও তৎসঙ্গেই মিলিত হইল।

বাছা সকল! শুনিলে ত, শিক্ষাচার্য্যের কত গুণ থাকা আবশ্যক। উক্তরূপ আচার্য্য না হইলে, সুকুমার-হৃদয় শিশুগণের শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না; কেননা পরিণামে শিষ্যগণ শিক্ষকের প্রকৃতির অনুকরণ করে। যেমন তাম্রপাত্রে স্বর্ণ রাখিলে স্বর্ণ তাম্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিক্ষকের প্রকৃতি হীন হইলে শিষ্যগণেরও চরিত্র হেয় হয়, সন্দেহ নাই। রাজা জয়সেনের স্থাপিত বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী এখন পর্য্যন্ত আমার মনে জাগরূক আছে। একদা আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বালকগণ একাবলী-হার-স্বরূপ বৃন্ধিকামালায় * বসিয়া আছে, শিক্ষকগণ বেত্র-সিংহাসনে † বসিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। সহসা আমাকে সমাগত দেখিয়া তাঁহারা সমুচিত সম্মান-পূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বালকগণও বিদ্যালয়ের প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে সম্ভ্রমসূচক-বাক্য-প্রয়োগে দণ্ডায়মান হইল। আমি সহাস্যমুখে তাহাদিগকে বসিতে বলিলাম। সকলে উপবেশন করিল। অনন্তর ক্রমে প্রতি শ্রেণীতে গমন করিয়া দেখিলাম বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, ভূগোল, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যাদি নানাপ্রকার শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে। প্রাসাদের ভিত্তিতে চিত্র-ভূগোল ও চিত্র-খগোল

* বেঞ্চ। † চেয়ার।

প্রভৃতি বিচিত্র চিত্র-ফলকে চিত্রিত রহিয়াছে। জগদ্‌বিখ্যাত মহামান্য পণ্ডিতগণের প্রতিমূর্ত্তি, দেশ-বিদেশীয় নানাজাতীয় জীব জন্তুর অবিকল চিত্র সকল, স্বচ্ছাদর্শে আবৃত রহিয়াছে; এবং শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত ভগবান্ বাল্মীকি, ব্যাস, পরাশর প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রতিকৃতি দ্বারা বিদ্যালয় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে;—হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাঁহারা জীবিত থাকিয়া বালকবৃন্দের বিদ্যা-বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থসমুদায় গ্রন্থাগারে পুস্তকতক্তাবলীতে * স্তরে স্তরে স্থাপিত রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রান্তরে এক ব্যায়ামালয়, দক্ষিণাংশে সঙ্গীতশালা, উত্তরাংশে শিল্পালয়, যথানিয়মে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিজয়চন্দ্র পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া অত্যল্প দিনেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুদীক্ষিত হইলেন। আচার্য্যেরা তাঁহাকে কৃতবিদ্য দেখিয়া উপযুক্ত প্রশংসাপত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া রাজনিয়ম ও রণকৌশল শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজাঙ্গনা হেমবতী পুনর্গর্ভবতী হওয়ায় চিত্রধ্বজ গন্ধর্ব্ব তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইলেন। গ্রহণোন্মুক্ত পূর্ণেন্দু বিমান-মণ্ডলে প্রকাশিত হইয়া বিমল প্রভা বিস্তার দ্বারা দিঙ্মণ্ডলীকে আলোকময়ী করিলে যেমন রমণীয় হয়, সদ্যোজাত সুত সেইরূপ সূতিকাগৃহকে রমণীয়

---

* বুক-সেল্‌ফ।

করিল। ক্ষুৎপিপাসু দীনজনের অন্নজললাভের সহিত স্বর্ণলাভ হইলে যেমন পরিতৃপ্তি ও আনন্দ জন্মে, এই শুভ সংবাদ শ্রবণে রাজারও তদ্রূপ প্রীতি ও আনন্দ হইয়াছিল। সময়োচিত প্রসব-সংস্কার একে একে সমাধা হইতে লাগিল। কালক্রমে যে যে ক্রিয়াকলাপ আবশ্যক, সে সমুদায়ই সম্পন্ন হইল। রাজা পুত্রের সুকুমার মুখশ্রী অবলোকনে বসন্তকুমার নাম প্রদান করিলেন। বসন্তকুমার মাতার হৃদয়-সরোবরে পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া পিতার নেত্রানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। নৃপাল এইরূপে পুত্র-কলত্রাদি লইয়া নিরুদ্বেগে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

বৎস সকল! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই পৃথিবীতে সুখ দুঃখের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। যেমন দিননাথ অস্তগত হইলে, তামসময়ী যামিনীর আগমন হইয়া থাকে, সেইরূপ সুখের অবসানে দুঃখের উদয় হয়। রাজা জয়সেন নিরুৎকণ্ঠে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ মহিষীর হৃৎপিণ্ড বিকৃত হওয়ায় এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি দিনদিন কৃশা ও মলিনা হইতে লাগিলেন। তাঁহার অপরূপ লাবণ্য আর কিছুই থাকিল না, দুর্জ্জয় ব্যাধিরাহু পূর্ণশশীকে যেন এককালে কবলিত করিল। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ আনুপূর্ব্বিক চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উত্তরোত্তর ব্যাধির আতিশয্য হইয়া, মহিষী অগ্নিতাপিত পুষ্পের ন্যায় মলিন ও শয্যাগত হইলেন। এবং আসন্নকালে প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়কে নিকটে বসাইয়া, বসন্তকুমারের হস্ত ধরিয়া বিজয়-

চন্দ্রকে কহিলেন, বাছা বিজয়! দুরন্ত কাল ব্যাধিরূপে আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহার কঠিন হস্ত হইতে আর আমার অব্যাহতি নাই। বাছা রে! আমার মনের ব্যথা মনেই থাকিল। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। তোমরা দুটী ভাই চাঁদমুখে একবার মা বলিয়া ডাক, শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হই। এই কয়েকটী কথা কহিবামাত্র, অন্তর্বাষ্প-ভরে কণ্ঠাবরোধ হইলে, তিনি চিত্র-পুত্তলীর ন্যায়, পুত্রদিগের পানে চাহিয়া রহিলেন। বিজয়-চন্দ্র মাতার এতাদৃশ বিলাপবাক্যশ্রবণে ও তৎকালঘটিত ভাব নিরীক্ষণে অপার বিষাদ-সাগরে পতিত হইলেন, নয়ন-যুগলের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। বসন্তকুমার নিতান্ত শিশু, মা বা কি জন্য কাঁদিতেছেন এবং দাদাই বা কেন কাঁদিতেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, কেবল তাঁহারা কদিতেছেন, অতএব মা মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

আহা! অপত্যস্নেহের কি আশ্চর্য্য ভাব! মহিষীর ত আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা নাই, ক্রমে মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল; তথাপি প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়ের ব্যাকুলাবস্থা, উপস্থিত কষ্ট অপেক্ষা সমধিক বোধ হইল। তিনি রোদন-বদনে কহিলেন, বাছা বসন্ত! এস আমার কোলে এস, আর কাঁদিও না, তোমার ভয় কি? অনন্তর বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, বাছা! তুমিও কি পাগল হইলে! কোথায় বসন্তকে সান্ত্বনা করিবে, না আপনিই অধৈর্য্য হইলে! ছি ছি! ক্ষান্ত হও, বসন্তকে কোলে লইয়া অভাগিনীকে

চরিতার্থ কর। এই বলিয়া বসন্তকুমারকে বিজয়চন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, আমার জীবনের জীবন অঞ্চলের ধন তোমাকে দিলাম। তোমার ছোট ভাই বটে, তথাপি মায়ের মাথায় হাত দিয়া শপথ করিয়া বল, ইহাকে কখন কিছু বলিবে না, সর্ব্বদা নিকটে রাখিবে। বিজয়-চন্দ্র অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, মা! বসন্তকে কাহার নিকটে রাখিয়া যান, এ রোদন করিলে আমি কি বলিয়া বুঝাইব। এইমাত্র কহিয়া উত্তরীয়বসনাঞ্চলে মুখাচ্ছাদন-পূর্ব্বক হুহুশব্দে রোদন করিয়া উঠিলেন। রাজা মহিষীর বিলাপে ও পুত্রদ্বয়ের ক্রন্দনে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

শান্তা অকস্মাৎ দূর হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া দৌড়াদৌড়ি আসিয়া কহিল, আ! তোমরা কি সকলেই ক্ষিপ্ত হইয়াছ। মা ঠাকুরাণী একে ব্যাধির জ্বালায় অস্থির, তাহাতে আবার তোমরা কান্নাকাটি করিয়া আরও ব্যাকু-লিতা করিতেছ; ইহারা ত ছেলে মানুষ, কাঁদিতেই পারে; মহারাজ ইহাদিগকে সান্ত্বনা করিবেন, না আপনিও ছেলের মত হইয়াছেন। এইরূপ কহিতে কহিতে ষাট্ ষাট্ বলিয়া বসন্তকুমারকে ক্রোড়ে কহিয়া কহিল, বাছা রে! চুপ কর, আর কাঁদিও না, তোমার মা এখনি ভাল হই-বেন। পরে বিজয়চন্দ্রের হস্ত ধরিয়া কহিল, বাছা বিজয়! তুমি ত অবোধ নও, তোমাকে আর কি বুঝাইব, এখন তোমার কাঁদিবার সময় নয়, দেখিতেছ না তোমার মা কেমন সঙ্কটে পড়িয়াছেন, কাঁদিলে আর কি হইবে বল,

এক্ষণে পুত্রের যে কর্ত্তব্য তাহাই কর। শান্তা এইরূপে একে একে সকলকেই সান্ত্বনা করিল।

রাণী শান্তা আসিয়াছে জানিতে পারিয়া, নিকটে বসিতে কহিলেন। শান্তা নিকটে বসিলে, কাতরস্বরে কহিলেন, শান্তে! আমি সংসারের তাবৎ ভার হইতে অবসৃত হইলাম। তোমাকে যদি কখন কিছু বলিয়া থাকি, সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া, জন্মের মত বিদায় দাও। অধিক আর কি বলিব, আমার বিজয়-বসন্ত আজি হইতে তোমার হইল। এই সংসারে, আমার বলিয়া, উহাদিগের মুখপানে চায় এমন কেহই নাই, তুমি মা হইয়া পালন কর। এইরূপ কহিতে কহিতে রাজার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়ায় কহিলেন, মহারাজ! এ অভাগিনী আপনার দাসী হইয়া অনেক সুখসম্ভোগ করিয়াছে, সেজন্য কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই; এক্ষণে আমার আসন্ন কাল উপস্থিত, যদি কখন কোন অপরাধ করিয়া থাকি, দাসীকে অভয়দানে মার্জ্জনা করুন। আপনি ভূপতি, মনে করিলে আমা হইতে শত গুণে গুণবতী পাইতে পারিবেন; কেবল আমার বিজয়-বসন্তই মাতৃহীন হইল, তাহারা আর মা পাইবে না; আপনি পাছে তাহাদিগকে বিস্মৃত হন, আমার এই আশঙ্কা হইতেছে। দেখা সাক্ষাৎ যা হইবার জন্মের মত হইল। এই বলিয়া রাণী নিস্তব্ধ হইলে, রাজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজ্ঞীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে প্রাণবায়ু বায়ুর সহিত মিলিত হইল; কেবল

মায়াময়ী ছবিমাত্র ধূলায় ধূসরিত হইতে লাগিল। পুরবাসিনীগণ, কেহ বা হা মাতঃ! কেহ বা হা রাজলক্ষ্মি! কেহ কেহ প্রিয়সখি! সম্বোধনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। কেহ বা তাঁহার মৃত-শরীরোপরি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিয়া অঙ্গের ধূলা ধৌত করিতে লাগিল। এইরূপে সকলের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার মা, মা, শব্দ করিয়া তাহাতে রোদনাহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

প্রজেশ্বর প্রণয়িনীর বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া দশ দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি, সুখের অবস্থায় কি দুঃখের দশায়, লোকালয়ে কি বিজন বনে, নিদ্রাবস্থায় কি জাগ্রৎ-অবস্থায়, শূন্যপথে কি ধরাতলে, আছেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। কখন কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! কোথায় যাও, আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না; যদি নিতান্তই যাবে, তবে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমিও তোমার অনুগমন করিতেছি। কখন, হা সতি! তুমি কি নিষ্ঠুর, আমাকে প্রণয়পাশে বদ্ধ করিয়া এখন কোথায় যাইতেছ? আমি তোমা বই জানি না, চিরকাল একত্র ছিলাম, যাইবার সময় অপরিচিতভ্রমে কিছুই বলিলে না, আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আর, যদি অপরাধী হইয়া থাকি, তাহা হইলে প্রেমাধীনকে এরূপ দুঃসহ যাতনা দেওয়া উচিত নয়। ভাল, আমাকেই যেন বিশেষ অপরাধী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলে, বল দেখি, তোমার পুত্রেরা কি অপরাধ করিয়াছে? তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেন যাই-

তেছ? তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ, তথাপি তাহারা দীননয়নে তোমাপানেই চাহিয়া আছে। নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক একবারও দেখিলে না?

মহারাজ করুণস্বরে এবংবিধ নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজার অমাত্যবর্গ মহিষীর শব লইয়া যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। ভূপতি প্রণয়িনীর বিয়োগে শোকাগারে শয়ন করিলেন, এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত যতই তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল, ততই ব্যাকুলিত হইয়া শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন।

প্রধান মন্ত্রী নরনাথকে শোকাগারে শয়ান নিরীক্ষণ করিয়া, প্রাঞ্জলি-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—মহারাজ! সাংসারিক অসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেন শোক-সন্তাপ বিস্তার করিতেছেন? এই যে সংসার, কেবলই সং-সার। যেমন নাট্যশালায় সূত্রধার শৈলূষগণকে নানাপ্রকার কৌতুকাবহ বেশ-ভূষণ ধারণ করাইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী দর্শকদিগের চিত্তবিনোদনার্থ নাটকের ভাবানুসারে অভিনয়ারম্ভ করে, অভিনয়কারীদিগের কেহ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের একাধীশ্বর হইয়া মণিময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়, কেহ জনশূন্য-উপদ্বীপ-বাসীর ন্যায় সন্তাপ প্রকাশ করে, কেহ পুত্রশোকে কাতর হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতে থাকে, কেহ চিত্ততোষিণী প্রণয়িনীর বিরহ-বেদনায় ব্যাকুল হইয়া উন্মত্তপ্রায় হয়, এবং কেহ বা হৃদয়শোক-বিনোদন সুখ-বর্দ্ধন বন্ধুর সম্মিলনে চিত্তানন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে; এইরূপে নিরূপিত সময় অতিবাহিত

হইলে যাত্রা-ভঙ্গ হয়। তখন কোথা রাজা, কোথা প্রজা, কোথা শোক, কোথা হর্ষ, কিছুই থাকে না। বিবেচনা করিলে এই সংসারও তদ্রূপ নাট্যশালা। আপন আপন কর্ম্ম-বেশ ধারণ করিয়া জীবগণ নিরন্তর নাট্য-ক্রীড়া করিতেছে, সুতরাং কার্য্যান্তে প্রস্থান করিবে; এজন্য শোক-হর্ষে প্রয়োজন কি?

হে মনুজেশ্বর! আপনি জ্ঞানী হইয়া কিহেতু বিরহ-বিকারে বিচলিতচিত্ত হইতেছেন, এবং অপ্রয়োজন শোক ও অনর্থক অবসাদ প্রকাশ করিতেছেন? এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনি কার, আপনার কে, আপনা আপনি আপনাকে অপদার্থ বিবেচনায় শোক-সাগরে নিপতিত করিতেছেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, যে কালে এই পঞ্চ বিকৃত হইবে, সেই কালে এই প্রপঞ্চময়ী পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া সকলেই করাল-কাল-কবলে পতিত হইবেন। তন্নিমিত্ত অহরহঃ বিরহদুঃখ প্রকাশ অতি অকর্ত্তব্য।

হে সার্ব্বভৌম! সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, পৃথিবী এই ত্রিগুণাধার; এবং পরিবর্ত্তন তাহার স্বভাব। সুতরাং জরাজীর্ণতা দূরীভূত হইয়া, যাবতীয় জীব জন্তু এবং বৃক্ষলতাদি অভিনব রূপ ধারণ করিতেছে। বাস্তবিক, অনন্তব্রহ্মাণ্ডপতির সুকৌশল-সম্পন্ন পরমাশ্চর্য্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-বিষয়ে চিন্তা করিলে, একবারে নির্ম্মল আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতে হয়, এবং তদ্বিবর্ত্তন অনুধাবনপূর্ব্বক অবলোকন করিলে, বিস্ময়াপন্ন না হন, এরূপ ব্যক্তিই বিরল। মহারাজ! সহসা সকলেরই অন্তঃকরণে বিবেক বৈরাগ্য উদিত হইয়া থাকে।

কিয়ৎক্ষণ স্থিরান্তঃকরণে বিবেচনা করিলে, দেদীপ্যমানবৎ প্রকাশিত হইবে যে, এই মহীমণ্ডলে সকলই পরিবর্ত্তন-পরতন্ত্র ও সকলই অনিত্য। হাব ভাব রূপ লাবণ্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে। ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সুখ স্বচ্ছন্দতা বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে। মান বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, এবং প্রেমবিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে।

উষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া কুসুম-বনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে, মকরন্দে পরিপূরিত প্রফুল্ল কুসুম-কলিকা সকল দৃষ্ট হয়। মধুব্রতকুলের মধু-মিশ্রিত আনন্দধ্বনিতে পরমানন্দরসে চিত্ত অভিষিক্ত হইতে থাকে। সুবাস-কুসুম-বাসিত-সুশীতল-সমীরণ-সেবনে সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইলে, কৃতজ্ঞচিত্তে জগদ্বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে হয়। কিন্তু সেই পরমরমণীয় শ্রান্তিহর প্রসূনারণ্যে মধ্যাহ্নকালে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রচণ্ড তেজোময় প্রভাকরের করে সমগ্র কুসুমের মলিনত্ব, ষট্‌পদের ভগ্ন-চিত্ততা, মন্দ মন্দ মারুতের উষ্ণত্ব, ব্যতীত আর কিছুই অনুভূত হয় না। এবং সেই প্রচণ্ড তেজোময় রবি মধ্যাহ্নকালে যেপ্রকার জ্যোতিষ্মান্ দৃষ্ট হন, সায়াহ্নে তাঁহারই বা সে প্রখর ময়ূখমালা কোথায় থাকে, ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া তিরোহিত হয়। শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে শশিকলা প্রত্যক্ষ ও ক্রমশঃ পৌর্ণমাসীতে ষোড়শ কলা পরিপূর্ণ হইয়া, নির্ম্মল জ্যোতিঃ বিকিরণ দ্বারা ধরণীকে কি রমণীয় শোভায় শোভিত করে, এবং সেই সুচারু-চন্দ্রিকা-ধ্যানে কাহার অন্তঃকরণে ঈশ্বরানন্দ-রসের প্রবাহ প্রবাহিত না হইতে থাকে। অনন্তর অংশ-পরম্পরায় ধ্বংস হইলে,

ঘোর-তিমিরাবৃত অমাবস্যাতে সেই নির্ম্মল দ্যুতির আর কিছুই নিদর্শন থাকে না।

মনুষ্যেরও বাল্যাবস্থার সহিত কৈশোর, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থার তুলনা করিলে, বোধ হয়, বিশ্ববিধাতার বিশ্বরাজ্য কেবলই পরিবর্ত্তনশীল। মনুষ্য প্রথমে সংজ্ঞাবিহীন পঙ্গু ও পরাধীন্ থাকেন। পরে ক্রমে প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইলে বোধ হইতে থাকে, এরূপ সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্যের মধুর মাধুর্য্য কখনই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় যৌবনাবস্থার সেই সুন্দর রূপ লাবণ্যের সুদৃশ্যতা আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। শ্যামবর্ণ কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে; কপোল-কণ্ঠ-পিশিত লোলিত হয়; শক্তি-অভাবে তৃতীয়পদতুল্য-যষ্টি-ধারণ আবশ্যক হইয়া উঠে। দশনাভাবে রসনা স্পষ্ট বক্তৃতা করিতে সমর্থ হয় না। এবম্প্রকার সজীব ও নির্জীব সকল পদার্থেরই নিরন্তর পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে। অতএব অনিত্য প্রাণী ও অপ্রাণী পদার্থের বিয়োগে বিচ্ছেদদুঃখাপন্ন হওয়া বিজ্ঞ লোকের উচিত নয়।

যদি বলেন, নিয়মকাল প্রাপ্ত না হইতে কালপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ কি? মহারাজ! এ বিষয় কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিলে, দেদীপ্যমানরূপে প্রকাশিত হইবে যে, পরম-কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে বহুবিধ মনোবৃত্তি প্রদান করিয়া, বুদ্ধিবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তুসমুদায়ের সম্বন্ধ রাখিয়া, সুচারু-কৌশল-প্রদানে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎস্বরূপ এই অভিপ্রায় বিধান করিয়াছেন,—মার্জ্জিত-বুদ্ধিসহকারে সমগ্র মনোবৃত্তি সঞ্চালিত করিয়া, সচ্ছন্দাবস্থায় সুন্দররূপে সুখসম্ভোগ করা

কর্ত্তব্য। আমরা মনোবৃত্তি সকল পরিচালন করিয়া ভোজ্য, ব্যবহার্য্য সমগ্র সামগ্রী প্রস্তুতকরণপূর্ব্বক বিবিধপ্রকার সুখ সম্ভোগ করিতেছি; হিমাগম-কালে বিচিত্র পট্টবস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া হিমের হিমত্ব হইতে শরীর রক্ষা করিতেছি, এবং বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিভিন্ন বীজ রোপণ বা বপন করিয়া, বহুপ্রকার সুস্বাদ উদ্ভিদ্ প্রাপ্ত হইতেছি। তুঙ্গ-শৈলারূঢ় হইয়া কাষ্ঠাদি কর্ত্তন করিয়া, তরণীগঠনদ্বারা ভূরি ভূরি ঊর্ম্মিমতী স্রোতস্বতীর পারাবতীর্ণ হইতেছি; এবং বিকটাকার মত্ত মাতঙ্গ, তূর্ণগতি তুরঙ্গ, বলিষ্ঠ বৃষভ, শ্রমশীল উষ্ট্র, সহিষ্ণু গর্দ্দভাদি পশুকে যৎসামান্য বোধে বশীভূত করিয়া, স্বস্বমনোনীত কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছি। আমরা অসাধারণ-বুদ্ধিবলে পরমমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের পরমমঙ্গলপ্রদ ভৌতিক নিয়ম সকল এরূপে অবগত হইতেছি যে, অনল-জলাদির নিকট হইতে মানবজাতির অতীব সাবধানতা আবশ্যক, কারণ ইহার দ্বারা মনুষ্যের জীবন অনায়াসে নষ্ট হইতে পারে। আবার এই বুদ্ধি দ্বারা শারীরিক নিয়ম অবগত হইতেছি।

দূষিত বায়ু সেবন করিলে এবং আহার-বিহারাদি প্রাত্যহিক ক্রিয়ার যথানিয়মের কিঞ্চিৎ বৈপরীত্য ঘটিলেই রোগগ্রস্ত হইতে হয়। সেই রোগ উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা শান্ত না হইলে, সুতরাং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার কারণ হইয়া উঠে। আর, সেই যে ভয়ঙ্কর মৃত্যু—যাহার নাম শুনিলে জীবমাত্রেরই হৃৎকম্প হইতে থাকে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিলে জাজ্বল্যমানবৎ প্রতীত হইবে, যে সেই মৃত্যুকে

জগদ্বিধাতা সৃজন করিয়া জগতের প্রতি অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন। কারণ, অচিকিৎস্যরোগগ্রস্ত, ও জলে পতিত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ, হইলে যে প্রকার অসহ্য যাতনা উপস্থিত হয়, সেইরূপ যাতনা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত থাকিলে, কি কষ্টের বিষয় হইত, তাহা বচনাতীত। অতএব করুণাময় পরমেশ্বর মৃত্যু সৃষ্টি করিয়া এই সকল দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে জীবগণকে পরিত্রাণ করিবার উপায় করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া বিজ্ঞ মনুষ্যের কখন উচিত নয়।

মন্ত্রীর প্রবোধবাক্যে রাজার অন্তঃকরণ অনেক সুস্থির হইল। তখন তিনি শান্তাকে ডাকাইয়া কহিলেন, শান্তে! আমার বিজয়-বসন্ত তোমার হইল। তুমি একালপর্য্যন্ত পালন করিয়াছ, এইহেতু ইহারা তোমাকে 'আরি' সম্বোধন করিয়া থাকে; এ ক্ষণে প্রতিপালিত ধন প্রতিপালন কর। আমার বলা বাহুল্য।

শান্তা কহিল, মহারাজ! বিজয়-বসন্তের জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। এ ক্ষণে এই প্রার্থনা, আপনি সুস্থ হইয়া রাজ-কার্য্য করুন। শোক করিলে আর কি হইবে, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কখন খণ্ডন হয় না। এ ক্ষণে প্রায় সকল ঘরেই এইরূপ হইতেছে।

অনন্তর শান্তা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারকে লইয়া বহির্বাটীর এক প্রকোষ্ঠে বাস করিতে আসিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

একদা ভূপতি বিচারাসনে আসীন হইয়া ন্যায়ান্যায় বিবেচনা-পূর্ব্বক বাদী ও প্রতিবাদীর অভিযোগের বিচার করিতেছেন, এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া অবনতশিরে নিবেদন করিল—মহারাজ! আপনার কুলপুরোহিত ভগবান্ ধৌম্য বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন, আদেশ হইলে আসিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। মহীপাল সম্মান-পূর্ব্বক আনিতে আজ্ঞা করিলেন। পুরোহিত রাজ-সন্নিহিত হইয়া আশীঃপুষ্প প্রদান করিতে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। রাজা প্রণিপাত-পূর্ব্বক কুসুম গ্রহণ করিয়া, আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন। ঋষিবর মণিময়-চতুষ্কোপরি উপবিষ্ট হইলেন। এই কালে সভা-ভঙ্গ-সূচক দুন্দুভি-ধ্বনি হইল, পাত্র-মিত্র প্রশ্নকর লেখক প্রভৃতি কর্ম্মকর ও কর্ম্মচারিগণ প্রস্থান করিলেন।

ধৌম্য ঋষিবর রাজার অবকাশ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; এ ক্ষণে তাঁহাকে নির্জনে পাইয়া কহিলেন, মহারাজ! লক্ষ্মী-স্বরূপিণী রাজ্ঞীর পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায়, আমি জীবন্মৃতবৎ হইয়া আছি। সাধ্য কি, সকলই ঈশ্বরের নিয়মাধীন, চিন্তা করিলে আর কি হইবে, উপায়ান্তর নাই। সর্ব্বদা শোকে মগ্ন থাকিলে নৃপতিরা সুচারুরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা

করিতে পারেন না, সুতরাং রাজ্যমধ্যে অবিচার হইয়া উঠে। অনর্থক চিন্তা, শরীরের লাবণ্য ও মনের সুস্থতা বিনাশ করিয়া মনুষ্যকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে; অতএব এরূপ চিন্তা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু মনুষ্য বিষয়-কর্ম্মাদি হইতে অপসৃত হইয়া একাকী থাকিলে চিন্তা স্বভাবতই সহচরী হয়। এরূপ অবস্থায় কেবল প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীই মধুর বাক্যালাপে চিত্ততোষণ করিয়া চিন্তা দূর করিতে সমর্থ। সহধর্ম্মিণীর সহিত সতত বাস করিলে পুরুষ কখনই ব্যভিচার আশ্রয় করে না। অতএব এ ক্ষণে এই অনুরোধ, পুনর্ব্বার পাণিগ্রহণ করুন। রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনার বাক্য শিরোধার্য্য; কিন্তু অনেক কাল গত হইয়াছে, বৃদ্ধকালে এমত অনুমতি করিবেন না; পুত্র-প্রয়োজনে ভার্য্যা; ঈশ্বরেচ্ছায় আমার দুইটী পুত্র জন্মিয়াছে, এক্ষণে আর পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ নহে।

পুরোহিত কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা কহিতেছেন যথার্থ, কিন্তু গৃহা-শ্রমীর এ নিয়ম অবলম্বন করা উচিত নয়; কারণ, সংসারা-শ্রমে নারী শ্রেষ্ঠতরা, স্ত্রীহীন গৃহ শ্মশানতুল্য। স্ত্রীরা গৃহের শ্রীস্বরূপা; বিবেচনা করিলে, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। পুরুষ নিজ পুণ্যবলে যদি সাধ্বী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরিণামে বিপন্ন হন না। অগ্রে পতির মৃত্যু হইলে, সতী তাঁহার অনুগা-মিনী হইয়া অভয় প্রদান করেন। পতি অতিঘোর কলুষে কলুষিত হইলে, সতী স্বকৃতপুণ্যার্দ্ধপ্রদানে পতিত পতিকে

পাপপঙ্ক হইতে পরিত্রাণ করেন। বিশেষতঃ মৃতদার ব্যক্তির সাংসারিক কোন ক্রিয়াকলাপে অধিকার নাই।

হে সার্ব্বভৌম! সতীর গুণে কত শত মহাপরাক্রমশালী মহাত্মারাও আত্মরক্ষা করিয়াছেন! মহাবীর্য্য সত্যবান্ নরেন্দ্র বিজন বনে প্রাণত্যাগ করিয়াও কেবল পতি-প্রাণা সতী সাবিত্রীর গুণেই পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্র সীতা সতীর অসামান্য শক্তিসাহায্যে দুর্জ্জয় দশস্কন্ধ রাবণকে পরাজয় করেন। মহাধনুর্দ্ধর পার্থ কেবল বলভদ্রের অনুজা সুভদ্রার শকটপরিচালন-কৌশলে সমুদ্র-সদৃশ যাদব-সৈন্য-দলে জয়ী হইয়াছিলেন। পুরুষ মহারোগাক্রান্ত হইলে, বন্ধু প্রতারণা-পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করেন, পুত্র নিকটে আসিতে বিরক্ত হন, কন্যা দূরে থাকিয়াই ক্রন্দন করিতে থাকেন, কিন্তু পতী-প্রাণা সতী প্রাণকে পরিত্যাগ করেন, তথাপি পতিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি পতির জীর্ণ দেহ ক্রোড়ে করিয়া শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করেন। অতএব স্ত্রী সম্পদের শ্রী, বিপদের আশ্রয় এবং আর্ত্তজনের জননীস্বরূপা। মহারাজ! এমন স্ত্রী-গ্রহণে আপনি কখন অসম্মত হইবেন না।

পুরোহিতের এতাদৃশ-বাক্য-শ্রবণে রাজা দার-পরিগ্রহে সম্মত হইলেন, এবং ধৌম্যও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শান্তা তাঁহার পরিণয়সূচক কথার আন্দোলন জানিতে পারিয়া, একদা বিজন নিকেতনে বিষণ্ণবদনে কহিল, মহারাজ! অশীতি বর্ষে কি আবার আপনার বিবাহ দেখিতে হইবে? এখন কি আপনার আর ইহা সাজে? ঈশ্বরেচ্ছায় বিজয়চন্দ্র

বিবাহের যোগ্য হইয়াছেন, আপনি তাঁহার বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্তে অবশেষ কাল যাপন করিতে পারেন। আপনার পক্ষে এখন ত ইহা ভাল দেখায় না। লোকে শুনিলেই বা কি কহিবে। ছি ছি! আপনি কখন এমন কর্ম্ম করিবেন না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, মৃতদার হইলেই কি বিবাহ করিতে হয়? কালাকাল কি কিছুই বিবেচনা করিতে হয় না? আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, আপনাকে আর অধিক কি বলিব। যাহা করিলে ভাল হয়, তাহাই করুন। শাস্ত্রী এইরূপ কহিলে, রাজা মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। কিছুদিন পরে পুরোহিত রাজসন্নিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এ ক্ষণে কেবল আপনার আগমনাপেক্ষা, আর সকল উদ্‌যোগ হইয়াছে, শুভ কর্ম্মে আর বিলম্ব কি? সেই স্থলে গমন করিতেও অন্ততঃ দুই দিবস হইবে, রথ প্রস্তুত, আরোহণ করুন। রাজা পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, অগত্যা পরিণয়সূচক পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক শকটারোহণে গমন করিলেন।

কন্যাকর্ত্তার নিকেতনে নিরূপিত দিনে উপনীত হইলে সকলে স্ব স্ব যোগ্যাসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা দেশব্যবহারের বাধ্য হইয়া স্ত্রী-আচার জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন। মহিলাগণ মহীপালকে দর্শন করিয়া কৌতুকচ্ছলে কহিতে লাগিলেন, আঃ! ঈশ্বরের কি বিড়ম্বনা, আমাদের দুর্জ্জময়ী কোমলাঙ্গী, নবীনা, যুবতী, এ দিকে ত বরের বয়স শেষ। অজের গলায় কি গজমুক্তা সাজিবে? এক দুর্ম্মুখ রমণী অমনি কহিয়া উঠিল, বিমলে! তুমি মিছে কেন

রাজাকে ব্যঙ্গ করিতেছ, রাজার দোষ কি? অর্থলোভে ধর্ম্ম ব্যর্থ হইল। দুর্জ্জময়ীর পিতা দুর্জ্জয় ও তাহার মাতা দুর্নাম্নী গোপনে কিছু অর্থ পাইয়াছেন, নহিলে কেন বৃদ্ধ পাত্রে সাধের কন্যা সম্প্রদান করিবেন? অতি সুশীলা, জ্ঞানবতী এক যুবতী কহিল, হেমলতে! তুমি কেন দুর্জ্জয়ের দুর্নাম রটাইতেছ, লোভে শাস্ত্রলোপ হইল। ধৌম্য মুনি লোভে পড়িয়া শাস্ত্রলোপের কারণ হইয়াছেন। আমি পতির মুখে শুনিয়াছি, ভগবান্ মনু কহিয়াছেন—উন্মত্ত, বধির, খঞ্জ, অন্ধ, বাল, বৃদ্ধ প্রভৃতির বিবাহ করা অকর্ত্তব্য; রাজারা এ নিয়মের পালন করিয়া থাকেন; কিন্তু ঔষধ রোগনিবারণ করিবে কি, নিজেই রোগগ্রস্ত হইয়াছে। ললনাগণ কৌতুক-চ্ছলে ভূপতিকে এইরূপ ভৎর্সনা করিয়া গমন করিল। রাজা অতিশয় লজ্জিত হইয়া, "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন" এই প্রবোধে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। পরে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, রাজ্যশাসনে ও প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বাছা সকল! শেষ সংসারের কি অলঙ্ঘনীয় বশীকরণ-শক্তি! অতিমাত্র সদ্বিদ্বান্ ও জ্ঞানশীল ব্যক্তিও, যেমন রসে মীন, স্বরে হরিণ, গন্ধে ভৃঙ্গ, রূপে পতঙ্গ, হতজ্ঞান হয়, তদ্রূপ নবপ্রণয়িনীর প্রেম-পাশে বদ্ধ হন। রাজা জয়-সেনও তরুণ তরুণীর লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া পুত্রদ্বয়ের প্রতি ক্রমশঃ ভগ্ন-স্নেহ হইতে লাগিলেন।

বিজয়চন্দ্র, জনকের স্বভাব এরূপ বিপরীত-ভাবাবলম্বন করিয়াছে, জানিতে পারিয়া, অতিশয় ক্ষোভযুক্ত হইলেন,

কিন্তু তজ্জন্য বাক্যস্ফোটও করিলেন না। এক দিন তিনি সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সহোদর-সমভিব্যাহারে প্রাসাদোপরি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, রাজমহিষী অন্তঃপুর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া শান্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শান্তে! বিজয়-বসন্তের অন্তঃপুরে না আসিবার কারণ কি? আমি যে অবধি এ খানে আসিয়াছি, তাহারা সেই অবধি বহির্বাটীতেই থাকে, এক দিনের জন্যেও অন্তঃপুরে আইসে না। আমার ইচ্ছা, অন্তঃপুরে আনিয়া লালন পালন করি। শান্তা কহিল, ঠাকুরাণি! আপনি আপন পুত্র পালন করিবেন, কাহার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন? আমি যাই, বিজয়-বসন্তকে অন্তঃপুরে আসিতে কহি গিয়ে। এই বলিয়া শান্তা গমন করিল।

মহিষী পিত্রালয় হইতে দুর্লতানাম্নী এক পরিচারিকাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুর্লতা অন্তরালে থাকিয়া, মহিষী আর শান্তা দাসীতে যে কথা বার্ত্তা হইতেছিল, সমুদায় শুনিতে পাইয়া, নির্জ্জনে রাণীকে কহিল, ওলো দুর্জ্জয়ি! শান্তার সঙ্গে গলাগলি হইয়া কি কথা কহিতেছিলে? মনে বুঝি করেছ সতিনীপুত্র পালন করিবে? রাণী কহিলেন, দুর্লতে! তোমার এমন দুর্ম্মতি দেখিতেছি কেন? এমন কথা, কহিও না, আমি মনে ব্যথা পাই। বিজয়-বসন্তের মা নাই, আমি তাদের মা হই।

দুর্লতা মুখ বাঁকাইয়া কি কথায় রাণীর মন ফিরাইবে, এই চিন্তাই করিতে লাগিল। এবং কিয়ৎক্ষণ মৌনবতী থাকিয়া কহিল, ওলো দুর্জ্জয়ি! একটী বিচার করিয়া দেখ, বিজয়চন্দ্র

রাজা হইলে তোমার কি দশা হইবে। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় তোমার দুই একটী পুত্র হয়, তাহারা বিজয়-বসন্তের ক্রীত দাস হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ, সাপিনীর সন্তানকে দুগ্ধ দিয়া পালন করিলে কালে আপন ধর্ম্মই প্রকাশ করে। কণ্টক-বৃক্ষ উদ্যানে রোপণ করিলে সকল উদ্যান কণ্টকময় হয়। যেমন এক গাছের বাকল অন্য গাছে লাগে না, সেইমত সতিনীর পুত্রও কখন আপন হয় না।

বৎস সকল! দুঃশীলা রমণীগণের কথার ছন্দোবন্ধ বিবেচনা করা যোগী জনেরও দুঃসাধ্য। একে স্ত্রীজাতি, তাহাতে অল্পবয়স্কা, সুতরাং মহিষী দুর্লতার দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, দুর্লতে! আমি এ ক্ষণে বুঝিলাম বিজয়-বসন্ত আমার পুত্র নহে, শত্রু। যাহাতে শীঘ্র বিনাশ পায়, তাহার উপায় কর। দুর্লতা হাস্য করিয়া কহিল, হাঁ বাছা! এখন পথে এস। বুঝেছ ত, তাহারা তোমার শত্রু কি না? আমি কাহারও মন্দ করি না, সকলেরই হিত করিতেই আমার চিরকালটা গেল। আর ব্যস্ত হইতে হইবে না, আমার কথা শুন, সত্বরেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে। শান্তা বিজয়-বসন্তকে অন্তঃপুরে আনিতে গিয়াছে, তাহারা আসিয়া যখন প্রণাম করিবে, তুমি সম্ভাষণ করিও না, কাজেই অন্তরের শত্রু অন্তর হইবে। পরে অঙ্গাভরণ পরিত্যাগ করিয়া ধূলায় শয়ন করিবে। রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে রোদন-বদনে কহিবে, কুপুত্র বিজয়-বসন্ত অন্তঃপুরে আসিয়া আমাকে যেপ্রকার প্রহার করিয়াছে, তাহাতে ক্ষণকালের জন্য বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তাহা

হইলেই ইষ্ট দেবতা ইষ্টসিদ্ধির পথ করিয়া দিবেন। দুর্লতা এইরূপ কহিয়া প্রস্থান করিল।

মহিষী দুর্লতার দুষ্প্রবৃত্তির বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময় বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার শান্তার সঙ্গে আসিয়া প্রণাম করিলেন। রাণী কিছুই কহিলেন না, বরং যেপর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহার নিকটে থাকিলেন, কেবল দ্বেষ-ভাবেরই চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শান্তা, রাণীর স্বভাব বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়াছে, বুঝিতে পারিয়া দুটী সহোদরকে সঙ্গে লইয়া প্রতিগমন করিল। তাহারা গমন করিলে, রাজ্ঞী পরিধেয় নীল বসন খণ্ড খণ্ড করিয়া অঙ্গাভরণ পরিত্যাগ করিলেন, এবং স্ব-করাঘাতে নিজ অঙ্গে প্রহার-চিহ্ন করিয়া ঈষদ্বক্রভাবে অবস্থানপূর্ব্বক বাম করতলে কপোল সংলগ্ন ও গৃহভিত্তি অবলম্বন করিয়া অর্দ্ধশয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। মুক্ত কবরী ও স্খলিত বেণী, জলদজালের ন্যায়, তাঁহার মুখচন্দ্রকে আংশিক আবৃত করিল। মহিষীর অনলঙ্কৃত অঙ্গ পতিবিয়োগ-বিধুরা রতির তনুতুল্য হইল। পরিচারিকাগণ কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি কাহারও কথার উত্তর দিলেন না।

রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া, মহিষীকে ঐরূপ নিরাসনে নিরীক্ষণ করিয়া, কিঞ্চিৎক্ষণ চিত্রার্পিতপ্রায় দণ্ডায়মান থাকিলেন। পুরুষ বৃদ্ধকালে সহজে নারীর বশীভূত হয়। রাজা তদপেক্ষাও স্ত্রৈণ, সুতরাং ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, প্রিয়ে! কি-নিমিত্ত চন্দ্রমা বায়ে হেলিত হইয়া কমলদলাশ্রয় করিয়াছে? মেঘমালা ধরা চুম্বন করিতেছে? মন্দাকিনী সুমেরু-শিখর

লঙ্ঘন করিয়া বেগবতী হইয়াছে? নীলাম্বরী জীর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে? ভূষণ সকল তোমার অঙ্গ-বিরহে ধূলায় পড়িয়া রোদন করিতেছে? রাণী কিছুই উত্তর দিলেন না, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজা হস্ত ধরিয়া পল্যঙ্কে বসাইলেন, এবং পরিধেয় বসনাঞ্চলে গাত্রের ধূলা ও চক্ষের জল মোচন করিতে যত্ন করিলেন একে স্ত্রীজাতি, তাহাতে স্বামীর সোহাগ, যেন উত্তপ্ত স্বর্ণে সোহাগা পতিত হইল। রাজা পুনর্ব্বার কহিলেন, প্রিয়ে! অকস্মাৎ কেন এমন হইলে? তোমার কোন প্রিয়তমের কি অমঙ্গল হইয়াছে, অথবা কোন্ ব্যক্তি নিরঙ্কুশ মাতঙ্গে আরোহণ ও সর্পবিবরে হস্তার্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে? প্রকাশ করিয়া বল, তাহার প্রতিফল উত্তমরূপে দিতেছি। সত্য করিতেছি, পুত্র হইলেও ক্ষমাযোগ্য হইবে না।

মহিষী রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া কপট-রোদন-বদনে কহিলেন, মহারাজ! আপনার দুটী কুপুত্র বিজয়-বসন্ত অকস্মাৎ অন্তঃপুরে আসিয়া আমাকে অনেক অযোগ্য কথা কহিল। পরে যেপ্রকার প্রহার করিল তাহা আর কি বলিব, প্রত্যক্ষই দেখিতেছেন। তিলার্দ্ধকাল আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। মনে হইতেছে অনলে প্রবেশিয়া সকল দুঃখ নির্ব্বাণ করি, আপনি পুত্র লইয়া সুখে রাজ্য করুন। আমি ত প্রিয় জন নহি, আমাকে আর কি প্রয়োজন? রাজা মহিষীর কপট বাক্যে সুরা-সেবকের ন্যায় একবারে হতবুদ্ধি হইলেন এবং নগরপালকে ডাকাইয়া কহিলেন, নগরপাল! বিজয়-বসন্ত দুই দুর্ব্বৃত্তকে অদ্য রজনীতে কারাবদ্ধ করিয়া রাখ, প্রভাতে

উপযুক্ত দণ্ড বিধান করা যাইবে। নগরপাল অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজাজ্ঞা-পালনে তৎপর হইল।

বৎসগণ! রাজা কোপাবিষ্ট হইয়া পুত্রদিগকে বন্ধন করিতে আদেশ করিলেন। এক শান্তা ভিন্ন তাহাদিগের মুখপানে চায়, এমন দ্বিতীয় জন ছিল না। সেই শান্তা কার্য্যান্তরে গিয়া রাজা ও মহিষীর কথোপকথন-শ্রবণার্থ অন্তরালে দণ্ডায়মান ছিল। যখন রাজার মুখ হইতে "বিজয়-বসন্ত দুই দুর্বৃত্তকে কারাবদ্ধ কর" এই নিদারুণ বাক্য নির্গত হইল, তখন শান্তা হা ঈশ্বর! বলিয়া ভূতলে মূর্চ্ছা গেল। পরে চৈতন্য পাইয়া কহিতে লাগিল, হা নিদারুণ বিধাতঃ! এত দিনে কি এই করিলে? হা ধর্ম্ম! তুমি কোথায়? সময়ে কি তুমিও অন্ধ হইলে? অরে নির্দ্দয় পক্ষপাত! তুই ত সামান্য নহিস্, এমন গম্ভীরাকৃতিকেও গুণশূন্য করিলি? আহা কি পরিতাপ! সাগর লঙ্ঘন করিয়া আসিলাম, তটে প্রাণ যায়! বিধাতার কি দোষ, আমি অতি অভাগিনী, চিরকাল পরের জ্বালায় জ্বলিতেছি। পরের ছেলে মানুষ করিলে আপনার প্রাণ হইতে অধিক হয়, লোকে তাহা বুঝে না। হা বিধি! বড় আশা করিয়া দুটী ভাইকে একালপর্য্যন্ত পালিতেছিলাম, আমার সে আশা একেবারে নির্ম্মূল হইল।

শান্তা এইরূপ বিলাপ-বদনে বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের নিকটে গেল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়ি! তুই কাঁদিস্ কেন? তোর কি হইয়াছে? কে তোরে আজি এমন করে কাঁদাইল? শান্তা কহিল, বাছা রে! আমার মনের

ব্যথা বলিবার নহে। বলিতে বাক্য সরে না। বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তোদের বিমাতা-সাপিনী অজ্ঞাতসারে তোদিগকে দংশন করিয়াছে, আর উপায় নাই। আমি তোদের পিতাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলাম, তিনি তাহা না শুনিয়া ডাকিনীকে বিবাহ করিলেন। সেই অবধি আমার মনে সর্ব্বক্ষণ যে আশঙ্কা হইত, আজি তাহাই ঘটিয়াছে। কালিনী রাজাকে যে কথা কহিল, তাহা অকথ্য। রাজা বিচার না করিয়া তোদিগকে বাঁধিতে কহিলেন। কালি প্রভাতে প্রাণনাশ করিবেন। হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ! অকস্মাৎ কেনই বা এমন হইল, এ বিষম সঙ্কটে কে তোদের পক্ষ হইবে? এখানে ত সকলেই রাজার তোষামোদ করে। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই বিচার-সঙ্গত হইবে। কাল রজনী প্রভাত হইলে আর দেখিতে পাইব না। চাঁদ-মুখে সুধামাখা কথা আর শুনিব না। তোদিগকে আর কোলে লইতে পারিব না। আয় রে বিজয়! আয় রে আমার নয়নপুত্তলি বসন্ত! আয়, এ জন্মের মত একবার কোলে করি।

শান্তা এইরূপ কহিতে কহিতে দুটী ভাইকে বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরিল, এবং সকরুণস্বরে কহিতে লাগিল, অরে বিজয়! তোদের মা ত ভাগ্যবতী, পুত্র রাখিয়া অগ্রে গমন করিয়াছেন। কেবল আমাকেই দুঃখের ঘরে চাবি দিয়া পূর্ব্ব-জন্মের সাদ সাধিলেন। হা সতি! তুমি কোথায়! তোমার বিজয়-বসন্ত কালিনীর মায়াজালে বদ্ধ হইয়া বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছে, এ ঘোরাপদের সময় একবারও দেখিলে না? হা

মৃত্যু! তুমি কোথায়, এখনও আমাকে লইলে না? আমি বারংবার তোমাকে স্মরণ করিতেছি, তুমিও কি দুঃখিনী বলিয়া আমাকে স্পর্শ করিলে না! পৃথিবি! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তবু তুমি বিদীর্ণ হইলে না! একবার কৃপা করিয়া বিদীর্ণ হও, তাহাতে প্রবেশ করি। হে বজ্র! তোমার প্রবল প্রতাপে কত কত পর্ব্বতের চূড়া চূর্ণ হইতেছে, আমার বক্ষে পতিত হইয়া কিছুই করিতে পারিলে না? সময়ে কি তোমারও প্রতাপ খর্ব্ব হইল! অরে নিষ্ঠুর প্রাণ! লৌহ হইতেও কি তুই কঠিন, এখনও বাহির হইলি না? আর কি সুখে দেহে রহিয়াছিস্? হায় কি হল রে! ইহা ত আমি স্বপ্নেও জানি না যে, আমার বিজয়-বসন্তের এমন বিপদ হইবে! হা কালিনি! তোমার মুখে মধু অন্তরে গরল, ইহা ত আগে জানিতে পারি নাই। হা দুর্বৃত্তে! রাজবংশধ্বংস-কারিণি! ধর্ম্মপথে একেবারে জলাঞ্জলি দিলি। শান্তা এই-রূপ নানাপ্রকার বিলাপ-বাক্যে রোদন করিতেছে, এমন সময়ে নগরপাল যমদূতের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেশ ধরিয়া তর্জন-গর্জনে দ্বারে দণ্ডায়মান হইল।

নগরপালের শরীর যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ, তেমনি স্থূল ও দীর্ঘ। দুই চক্ষু জবাপুষ্পের ন্যায় আরক্ত, গণ্ড অবধি নাসিকাতল পর্য্যন্ত দীর্ঘ শ্মশ্রু। পরিধান রক্তবস্ত্র, পৃষ্ঠদেশে ঢাল, কক্ষ-স্থলে তরবারি, এবং হস্তে বন্ধনরজ্জু। কথাগুলা অতি কর্কশ, হঠাৎ শুনিলে পিশাচ-শব্দ বোধ হয়। মনুষ্য দূরে থাকুক, তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে, সিংহ ব্যাঘ্রও প্রাণভয়ে পলায়ন করে। নগরপালেরা স্বভাবতঃ নির্দ্দয়,

তাহাতে আবার রাজার আজ্ঞা, অতএব গভীরস্বরে কদর্য্য-বাক্যে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। তাহার তর্জনে বিজয়চন্দ্র প্রবাহস্থিত সুকোমল তরু-তুল্য কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার দুটী নয়নে বাষ্পবারি-সঞ্চার হইয়া আসিল, বাক্‌শক্তি রোধ হইল, এবং প্রফুল্ল মুখচন্দ্র রাহুভয়ে এককালে মলিন হইয়া গেল। তিনি দুঃখ কাহাকে বলে তাহার কিছুই জানিতেন না। অকস্মাৎ এই আসন্ন বিপদ্‌ দেখিয়া, একেবারে হতজ্ঞান হইলেন, দুরন্ত নগরপালের কথার কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। কেবল চিত্রপুত্তলিপ্রায় দণ্ডায়মান থাকিলেন।

নগরপাল আর বিলম্ব না করিয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং বন্ধন করিতে উদ্যোগ পাইল। তখন বিজয়চন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, নগরপাল! তুমি কি দোষে আমাদিগকে বন্ধন করিতে আসিয়াছ? আমরা ত কোন অপরাধ করি নাই। পিতা অকারণে ক্রোধ করিয়া যদি কারাবদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া থাকেন, তবে চল, যে খানে রাখিবে সেই খানেই থাকিব, বন্ধন করিয়া কেন অধিক ক্লেশ দাও। নিশা প্রভাতে তোমার হস্তে আমাদের নিশ্চয় মরণ, তবে কেন বন্ধন করিয়া অগ্রেই প্রাণনাশ কর। না হয়, এখনি কেন প্রভাত-কালের কর্ম্ম সমাধা কর না। তাহা হইলে বন্ধন-যাতনা আর সহ্য করিতে হইবে না। নির্দ্দয় নগরপাল বিজয়চন্দ্রের বিনয়-বাক্যে কর্ণপাতও করিল না, তাঁহার হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া কসিতে লাগিল। বিজয়চন্দ্রের শরীর নবনীত-স্বরূপ সুকোমল। কঠিন বন্ধনের ক্লেশে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে

লাগিল, এবং নয়নে অবিশ্রান্ত অশ্রু নির্গত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল।

নগরপাল বিজয়চন্দ্রকে বন্ধন করিয়া বসন্তকুমারকে বন্ধন করিতে উপক্রম করিল। বসন্তকুমার অতি শিশু; নগরপালকে দেখিবামাত্রই ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল; তখন তিনি আতঙ্কে বিজয়চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, দাদা! ও কে? উহাকে দেখিয়া ভয় হইতেছে, আমাকে কোলে কর।

বিজয়চন্দ্র বসন্তকুমারকে ব্যাকুল দেখিয়া শোকার্ত্ত হইয়া বক্রভাবে হৃদয় দ্বারা আবৃত করিলেন। হস্ত-বন্ধন জন্য ক্রোড়ে করিতে পারিলেন না। কেবল নয়ননীরে অনুজের শিরোদেশ সিক্ত করিতে লাগিলেন। নগরপাল অন্ত্যজ জাতি, সহজে নির্দ্দয়, বিজয়চন্দ্রের ক্রোড় হইতে অন্তর-করণেচ্ছায় বসন্তকুমারকে বারংবার আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিজয়চন্দ্র নিরুপায় হইয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, নগরপাল! তোমার দুটী পায় ধরি, ক্ষান্ত হও, বসন্তকে কিছু বলিও না। এই দেখ, বসন্ত তোমার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, বায়ুচালিত কদলী-পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছে, ইহার চাঁদমুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, নয়নে নিরন্তর বারি-ধারা বহিতেছে, দেখিয়া দয়া হয় না? তোমার হৃদয় কি এমন কঠিন?

নির্দ্দয় নগরপাল তথাপি নিবৃত্ত হইল না; এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিজয়চন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, নগরপাল! তোমার কঠিন বন্ধনে আমার হৃদয়

বিদীর্ণ হইতেছে, বসন্তের অঙ্গ নিতান্ত কোমল, কখন সে বন্ধন-যাতনা সহ্য করিতে পারিবে না, প্রাণে মরিবে। বসন্তকে বন্ধন করিতে যদি নিতান্তই প্রয়াস হইয়া থাকে, তবে তোমার শাণিত তরবারে অগ্রে আমার প্রাণদণ্ড কর; পশ্চাৎ যেরূপ অভিরুচি করিও। আমার সাক্ষাতে বসন্তকে কিছু বলিও না, উহার যাতনা আমি কদাচ দেখিতে পারিব না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নগরপাল বিজয়চন্দ্রের অনুনয়ে কর্ণপাতও করিল না, প্রত্যুত তাঁহার ক্রোড় হইতে বসন্তকুমারকে আকর্ষণপূর্ব্বক বন্ধন করিতে উদ্যত হইল। বসন্তকুমার একে শিশু, সহজেই ভীরু, কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, নগরপাল! আমি কিছুই দোষ করি নাই, আমাকে বেঁধ না, তোমার দুখানি পায় ধরি, ছেড়ে দাও, আমি আয়ির কাছে যাই। নগরপাল নিবৃত্ত না হওয়ায়, বসন্তকুমার বালক-স্বভাব-বশতঃ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, যাও নগরপাল! তুমি বড় খারাপ, আমার হাতে ব্যথা দিও না, ছেড়ে দাও। যদি না দাও, তবে বাবার কাছে সব কথা বলে দিব, দাদাকে মেরেছ আবার বেঁধেছ, তাও বলে দিব, তা হলে তুমি আচ্ছা জব্দ হবে।

নগরপাল বসন্তকুমারের এই সকল করুণ-বাক্য শ্রবণ করিল, কিন্তু তাহার পাষাণ-হৃদয়ে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না; অনায়াসে বসন্তকুমারের সুকুমার করদ্বয় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। বসন্তকুমার বিপরীত বন্ধন-যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

নগরপাল সে আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া দুই সহোদরের বন্ধন-রজ্জু ধারণপূর্ব্বক গৃহের বাহিরে লইয়া যাইতে উপক্রম করিল।

শান্তা রোদন করিতে করিতে নগরপালের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিল, নগরপাল! আমি অতিবৃদ্ধা, চিরকাল তোমাদের মহারাজের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছি, এইজন্য দুটো কথা বলি, আমার কথা রাখ, দুটী ভাইয়ের বন্ধন-দড়ী খুলিয়া দাও। উহাদিগের দুঃখ আর দেখিতে পারি না, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আমি অতি দুঃখিনী, ইহারা ভিন্ন আর আমার কেহই নাই। তোমার পায় ধরি, আমার দুটী নয়ন পুত্তলিকে আঘাত করিও না। ইহারা রাজার ছেলে, অতি যতনের ধন, সুখ বিনা কখন দুঃখের বেদনা জানে না। তুমি চোরের মত বাঁধিয়াছ, বল দেখি কেমন করিয়া সহ্য করিবে।

নগরপাল শান্তার এইরূপ কাতর-বাক্যে অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া তাহার গলদেশে ধাক্কা মারিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল এবং দুটী সহোদরকে লইয়া নিবিড়ান্ধকার কারায় রুদ্ধ করিল। আহা! সেই সময়ের ভাব কি হৃদয়বিদীর্ণকর! যেন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত রাবণপুত্র দুর্জ্জয় মহীরাবণের কারাবাসে নিক্ষিপ্ত হইলেন!

বসন্তকুমার বন্ধন-যাতনায় কাতর হইয়া বিজয়চন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, দাদা! আমি আর সহিতে পারি না, আমার হাতের দড়ী খুলিয়া দাও; আপনি কোথায় আছেন

আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, আমার বড় ভয় হই-তেছে, শীঘ্র আমার নিকটে আসুন, আমাকে কোলে করুন। বিজয়চন্দ্র অনুজের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কহিলেন, বসন্ত! আমি কি করিব, আমার হস্ত পদ শৃঙ্খলে বদ্ধ, আমি উঠিতে পারি না। তুমি পরম করুণাময় পরমেশ্বরকে স্মরণ কর, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন। বিজয়চন্দ্র এইরূপ কহিতে কহিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিভাবরী অবসান হইল, প্রভাতে বিহঙ্গমদল সুললিতস্বরে জগদ্বিধাতাকে স্মরণ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন বিজয়-বসন্তের দুঃখমোচনার্থ একান্তমনে পরম পিতাকে ডাকিতেছে।

রাজা প্রাতঃসময়ে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ নগরপালকে কহিলেন, নগরপাল! বিজয় ও বসন্ত দুই দুর্বৃ-ত্তকে শীঘ্র আমার নিকটে লইয়া আইস। আমি রাজা, অন্য দুর্বৃত্ত হইলে যথোচিত দণ্ড করিয়া থাকি; আমার গৃহে এমন নরাধম জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি ইহার সমুচিত দণ্ড অবশ্য দিব। এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইল। সভ্যগণ ভূপতিকে অত্যন্ত কোপাবিষ্ট ও ক্ষিপ্তপ্রায় দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। নগরপাল হস্ত-পদবদ্ধ দুটী ভাইকে আনিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল। রাজা পুত্রদ্বয়কে সক্রোধনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বিন্দু-পরিমাণেও দয়ার সঞ্চার হইল না, বরং তিনি সাতিশয় তর্জন গর্জন করিয়া কহিলেন, ওরে নগর-পাল! এই দুই দুর্বৃত্তকে হত্যালয়ে লইয়া শীঘ্র নিপাত

ঙ্কর; আমার সম্মুখে আর রাখিস্ না; ইহাদিগকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণের অনল আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। নগরপাল রাজাজ্ঞাপালনে উদ্যত হইল।

বিজয়চন্দ্র সবদ্ধকরপুটে রাজার চরণ ধরিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমরা কি উৎকট অপরাধ করিয়াছি? কি অপরাধে আমাদিগকে নগরপালের হস্তে জন্মের মত সমর্পণ করিলেন? এইমাত্র কহিতে কহিতে তাঁহার বাক্য-শক্তি রুদ্ধ হইল, এবং নয়নদ্বয়ে বাষ্পবারি সঞ্চারিত হইয়া অবিশ্রান্ত নির্গত হইতে লাগিল। বিজয়চন্দ্রের বাক্য সমাপ্ত না হইতে হইতেই রাজা গভীরস্বরে কহিয়া উঠিলেন, ও রে নগরপাল! এ পাপ আমার সম্মুখে কেন রাখিয়াছিস্। বিজয়চন্দ্র রাজার তর্জ্জনে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, পিতঃ! আমিই যেন আপনার চরণে অপরাধী হইয়াছি, আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন; কিন্তু বসন্ত অতিশিশু, সে কোন অপরাধ করে নাই, তাহার প্রাণদণ্ড করা কখন বিচারসঙ্গত হইতে পারে না। একবার সদয়নয়নে দেখুন, বসন্ত ভয়ে ভীত হইয়া গাভীহারা বৎসের ন্যায় চতুর্দ্দিকে কেমন করিয়া চাহিতেছে; নগরপালের কঠিন বন্ধনে উহার দুটী হস্তের চর্ম্ম ভেদ হইয়া রক্তধারা নির্গত হইতেছে, যাতনায় চাঁদমুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, দুটী চক্ষে সঘনে ধারা বহিতেছে। পিতা হইয়া সন্তানের দুঃখ কেমন করিয়া দেখিতেছেন! আপনার কিঞ্চিৎ দয়াও হয় না? সেইরূপ সদয় হৃদয় কি এক্ষণে পাষাণে বাঁধিয়াছেন? নতুবা পিতা হইয়া কিরূপে নিরপরাধ সন্তানের প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইতেছেন?

বিজয়চন্দ্র এইরূপ সকরুণবাক্যে রোদন করিতেছেন; বসন্তকুমার সহসা রাজার সন্নিহিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, বাবা! ঐ নগরপাল আমাকে বেঁধেছে, দেখ বাবা! আমার হাত দিয়া কেমন করে রক্ত পড়িতেছে। উহারা কেহই খুলে দিল না, আপনি শীঘ্র খুলে দিন। নগরপাল আমাপানে বারে বারেই কেমন করে চাচ্চে, ও বুঝি আমাকে আবার বাঁধিবে, আপনি শীঘ্র কোলে করুন, তা হলে ও আর বাঁধিতে পারবে না। এইরূপ কহিয়া রাজার কোলে উঠিতে চাহিলে, রাজা হস্ত ধরিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিলেন। বসন্তকুমার পিতার নিকটে অনাদৃত হইয়া ছল-ছল-চক্ষে সভ্যগণের প্রতি ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সভ্যগণ অতিশয় দুঃখিত হইয়া রাজার ভয়ে অশ্রুজল অম্বরে সংবরণ করিতে লাগিলেন; এবং রুদ্ধ-বাক্য-প্রায় হইয়া পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন।

প্রধান অমাত্য বসন্তকুমারের মধুময় কাতর বাক্যে স্নেহার্দ্র হইয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! বিজয়-বসন্ত যদিও আপনার নিকটে অপরাধী হইয়াছেন, তথাপি পুত্রহত্যা করা কখন উচিত হয় না। পুত্রহত্যা মহাপাতক; পারত্রিকে ঈশ্বর-সমীপে কখন ক্ষমাযোগ্য হইবেন না, এবং ঐহিকেও অনুতাপ-জনিত অসহ্য যাতনা পাইবেন ও লোকালয়ে অশেষরূপে অপবাদিত হইবেন।

রাজা কহিলেন, অমাত্য! উহারা মাতৃহত্যাকারী মহাপাতকী। আমি উহাদিগের মুখ আর দেখিব না এবং

উঁহাদিগকে আমার রাজ্যেও বাস করিতে দিব না। অদ্য হইতে উহারা আমার ত্যাজ্য পুত্র হইল। এ ক্ষণে তোমার যেরূপ অভিরুচি তাহাই কর। রাজা এই বলিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

অমাত্য রাজার আশ্বাস পাইয়া, দুটী সহোদরের বন্ধন-রজ্জু স্বহস্তে খুলিয়া দিলেন এবং মন্দুরা হইতে দুইটী অশ্ব আনিয়া বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, যুবরাজ! সহোদরের সহিত ঘোটকারোহণে রাজ্যান্তরে প্রস্থান করুন। নতুবা রাজা যেরূপ বিপরীত স্বভাব আশ্রয় করিয়াছেন, কখন কি করেন বলা যায় না। মন্ত্রীর বাক্যানুসারে দুই সহোদর অশ্বা-রোহণে গমনোন্মুখ হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার রাজার নিকট চির-বিদায় হইয়া দেশান্তরে গমন করিতেছেন, শান্তা এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া দৌড়াদৌড়ি রাজপথে আসিল এবং পথ আগুলিয়া সজলনেত্রে কহিতে লাগিল, আহা! আমি মনে মনে কত আশা করিয়াছিলাম, বিজয়চন্দ্রকে বিবাহ দিয়া বধূর সহিত একত্র লালন পালন করিব। বিজয় রাজা হইবে, দেখিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব। হায় হায়! আমার সে আশা একবারে নির্ম্মূল হইল! কোথায় রাম রাজা হইবেন, না বনবাসে গমন করিলেন! উঃ! কি নিদারুণ কথা! এতাবৎ কহিতে কহিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতল-শায়িনী হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য পাইয়া কহিল, বসন্ত! বাছা তুমি কেমন করিয়া বিদেশে যাইবে? সূর্য্যো-দয় না হইতেই ক্ষুধায় কাতর হও, আমার বক্ষঃস্থল না হইলে নিদ্রা যাইতে পার না, তিলার্দ্ধকাল আমাকে না দেখিলে তোমার বিধুবদন নয়নজলে ভাসিতে থাকে। হা পরমেশ্বর! ঘুমাইলে যাহাকে চিয়ান যায় না, আদর্শে আপনার মুখ দেখিয়া যে আপনি ধরিতে চায়, আপনার বস্ত্র-ফাঁদে যে আপনি বন্দী হয়, আপনার উচ্ছিষ্ট যে গুরু-জনের মুখে দেয়, আপন পর যাহার কিছুই বিবেচনা নাই, অরণ্যে এই অবোধ শিশু পশুসমাজে কিরূপে রক্ষা পাইবে। হে বিধাতঃ! তুমি শিশুরক্ষক; পশুপতি, মহাদেব! তুমিই

পিতা, তুমিই মাতা, এই বিষম সঙ্কটে আমার বিজয়-বসন্তকে রক্ষা কর।

শান্তা এইরূপ খেদ করিয়া, বিজয়চন্দ্রকে কহিল, বিজয়! যদি তোমরা গমন করিলে, তবে এই প্রাণশূন্য দেহে আমার কি ফল। আমি তোমাদের সঙ্গে যাইব, আমাকে লইয়া চল। বিজয়চন্দ্র সজলনয়নে কহিলেন, আয়ি! আপনি অতি বৃদ্ধা। কেমন করিয়া গমন করিবেন? আপনার বিপদ হইলে আমরাও বিপদে পড়িব। এ ক্ষণে গৃহে গমন করুন, জীবিত থাকিলে অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে। বসন্তকুমার কহিলেন, আয়ি! তুই কাঁদিস্ কেন? আমরা যাই, এখনি আসিব। এই বলিয়া শান্তার গলদেশ ধরিয়া ঘোটক হইতে নামিলেন, এবং উত্তরীয় বসনে শান্তার চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন। শান্তা এইরূপ অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত বক্ষঃস্থলে রাখিয়া রাজার ভয়ে বিদায় করিল। দুটী সহোদর গমন করিলেন, কিন্তু শান্তা যেপর্য্যন্ত অদৃষ্ট না হইল, সেপর্য্যন্ত এক এক বার পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিলেন। শান্তাও যতক্ষণ দেখিতে পাইল, একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল; অবশেষে একবারে অদৃশ্য হইলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

শুন বৎসগণ! তাঁহারা রাজপুত্র, কখন গৃহের বাহির হন নাই। কোন্ পথ অবলম্বনে কোন্ দিকে গমন করিতে হয়, সে বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না; অশ্বদ্বয় যে-পথাবলম্বনে ধাবমান হইল, অগত্যা সেই পথেই গমন

করিলেন। ঘোটকদ্বয় কত রাজধানী, কত শত গ্রাম, নগর, উদ্যান, নদ, নদী, দীর্ঘিকা, সরোবর ও পল্বল প্রভৃতি পশ্চাৎ করিয়া, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় এক নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। সেই বনটী ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর নিবাসস্থান। তথায় মনুষ্যের সমাগম নাই। দুই সহোদর সেই ভয়ঙ্কর বন দর্শনে অতিশয় ভীত হইলেন। অশ্বদ্বয়, দিনমান তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয় এই কালে, এক-পর্ব্বত-সন্নিহিত হইয়া গমনে নিবৃত্ত হইল।

ঐ পর্ব্বতের উপত্যকা অতিশয় সুদৃশ্য ও মনোরম, কেননা অপরিচ্ছন্ন তরুমাত্রই তাহার নিকটে ছিল না। কেবল কতকগুলি তাল, তমাল, বকুল প্রভৃতি প্রাচীন বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ থাকায়, পথশ্রান্ত পথিকের বিশ্রাম-নিকেতনস্বরূপ হইয়াছিল, এবং তন্মধ্যে একটী বৃক্ষমূল মণ্ডলাকারে শ্বেত-শিলা-মণ্ডিত; বোধ হয়, যেন পথ-শ্রান্ত পর্য্যটকগণের শ্রমাপনোদন-জন্য জগৎপিতা অপূর্ব্ব সিংহাসন সন্নিবেশ করিয়া রাখিয়াছেন। একটী অনতিদীর্ঘ জলাশয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ অত্যাশ্চর্য্য শোভায় শোভিত করিতেছে। তাহাতে নিরন্তর নির্ঝর-বারি ঝর্ ঝর্ শব্দে পতিত হওয়ায় সহস্র সহস্র বিম্ব এককালে বিকীর্ণ হইয়া আদিত্যাভায় নানা বর্ণে অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; এবং সেই জলাশয়ের এক পার্শ্ব ভেদ করিয়া একটী প্রবাহ বনান্তরে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার এক দিকে পাষাণময় কৃত্রিম সোপান নির্ম্মিত থাকায়, অতিরমণীয় শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে।

বিজয়চন্দ্র এতাদৃশী মনোমোহিনী ভূমি নিরীক্ষণে বিশ্রাম-প্রত্যাশায় অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং হস্ত ধরিয়া বসন্তকুমারকে নামাইয়া সোপানোপরি বসাইলেন। রাশরজ্জু মুক্ত হইলে, অশ্বদ্বয় ইতস্ততঃ নবদূর্ব্বাদলাদি ভক্ষণ করিতে লাগিল। সহোদরদ্বয় সোপান-শয্যায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, হস্ত পদ মুখ প্রক্ষালন-পূর্ব্বক করপুটে জল পান করিলেন; তাহাতে অনেক শ্রান্তির অন্ত হইল।

পুনর্ব্বার সোপান-শয্যায় উপবিষ্ট হইলে, বসন্তকুমার কহিলেন, দাদা! আমাকে কোথায় আনিলে? এখানে ত একটী লোকও নাই, চারি দিকে জঙ্গল দেখিতেছি। আমাদের বাড়ীর কোটা কই? শান্তা আয়ি কই? কিছুই না দেখে আমার বড় ভয় হইতেছে। আমাকে বাড়ী লইয়া চলুন। আমি শান্তা আয়ির কাছে যাই। আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে। বিজয়চন্দ্র বসন্তকুমারের এইরূপ বাক্য শ্রবণে অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, বসন্ত! আর কি আমাদের সে দিন আছে! আমরা সকল বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া অপার দুঃখসাগরে ঝাঁপ দিয়াছি। শান্তা আয়িকে আর কেন মনে করিতেছ? আমরা তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছি। আর রোদন করিও না, আমার কোলে এস। এই বলিয়া ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে রোদন সংবরণ করিয়া কহিলেন, বসন্ত! তুমি এই স্থানে বসিয়া থাক, বন হইতে ফল লইয়া আমি শীঘ্র আসিতেছি। এই প্রকারে তিনি বসন্ত

কুমারকে সান্ত্বনা করিয়া ফলচয়নার্থ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

বৎসগণ! বিপদ্ কখন একাকী আসে না, সঙ্কর-ব্যাধির ন্যায় অনুচরদিগকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়া থাকে; একের সহিত সাক্ষাৎ করিলে অপরের সহিত অগৌণে সাক্ষাৎ করিতে হয়। শিলাবৃষ্টি ঝড় ও বজ্রপাতের ন্যায় ক্রমে ক্রমে সকলপ্রকার বিপদ্ই উপস্থিত হইয়া থাকে। বিজয়চন্দ্র গমন করিলে, বসন্তকুমার একদৃষ্টে তাঁহার প্রবেশ-পথ-পানে চাহিয়া থাকিলেন। এই সময় সন্নিহিত বৃক্ষ হইতে রক্তবর্ণ একটী মনোহর ফল ভূমে পতিত হইয়া ক্রমে নিম্নে যাইতে যাইতে বসন্তকুমারের সম্মুখে অবস্থিত হইল। বসন্তকুমার অতি ক্ষুধাতুর হইয়াছিলেন, ঐ ফল ভক্ষণ করিবামাত্র অচেতন হইয়া সোপান-শয্যায় শয়ন করিলেন। বিষমবিষের জ্বালায় তাঁহার সুবর্ণ-বর্ণ বিবর্ণ ও শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইল, এবং বিম্বাধরে অনবরত বিম্ব উঠিতে লাগিল।

এ দিকে বিজয়চন্দ্র নিবিড় কাননে ফল চয়ন করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নয়ন-যুগলে বাষ্প-বারি পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। ছিন্ন ফল হস্ত হইতে ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল এবং অন্তঃকরণে কত অশিব ভাবের উদয় হইল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই অপার দুঃখের উপর আবার কি দুঃখ উপস্থিত। রাজ্যসুখপ্রত্যাশা-লতা একবারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন অমঙ্গল হইলে আমার মন এরূপ ব্যাকুল হইবে কেন। বুঝি প্রাণা-

শিক বসন্তের কোন বিপদ্ হইয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া তিনি দ্রুত প্রত্যাগমন করিলেন এবং কিঞ্চিৎ দূর হইতে বসন্তকুমারকে সোপান-শয্যায় শয়ান নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে হৃদয়! তুমি যে আশঙ্কা করিয়া বিদীর্ণ হইতেছিলে, আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। আবার মনে করিলেন, বসন্ত ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া বুঝি সোপান-শয্যায় নিদ্রা যাইতেছে, আমি কেন তাহার অমঙ্গল চিন্তা করিতেছি। অন্তঃকরণে এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী হইয়া, সচেতন-বোধে কহিলেন, বসন্ত! উঠ উঠ এত কাতর কেন? নিদ্রালস্য ত্যাগ কর। আহা! সমুদয় দিন গত হইয়াছে, কিছুই খাও নাই। সূর্য্যের খরতর কিরণে চাঁদমুখ আরক্ত হইয়া ক্রমে মলিন হইয়া গিয়াছে। আমি অনেক আয়াসে তোমার জন্য ফল আনিয়াছি, এই ধর, উঠিয়া ভক্ষণ কর। এইরূপ উত্তরোত্তর ডাকিতে ডাকিতে চৈতন্যাভাব-বিবেচনায় বসন্তকে ক্রোড়ে করিতে উদ্যত হইয়া দেখিলেন, সর্পদংশন-সদৃশ তাঁহার বিম্বাধরে বিম্ব উঠিতেছে, শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে। এই অমঙ্গলঘটনা-দর্শনে বিজয়চন্দ্র, সর্পদংশনে অনুজের মৃত্যু বিবেচনায়, বসন্ত রে—বসন্ত! এই শব্দ করিয়া উন্মূলিত কদলীতরুর ন্যায় সোপানোপরি পতিত হইলেন। অনেক ক্ষণ পরে উঠিয়া বসন্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া কহিলেন, বসন্ত! তুমি নগরপালের ভয়ে পিতার কোলে উঠিতে গিয়াছিলে; পিতা অনাদর করিয়া তোমাকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; বুঝি সেই অভিমানে প্রাণ-ত্যাগ করিলে? তোমা

বিনা আমার আর কেহই নাই। মাতা ত্যাগ করিয়াছেন, পিতা ত্যাগ করিলেন, ভাই তুমিও কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে? আমার গতি কি হইবে? আমি কাহার মুখপানে চাহিয়া দুঃখানল শীতল করিব? দাদা বলিয়া কে আমার কোলে উঠিবে? কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া, শোকে বিহ্বল হইয়া পুনরায় কহিলেন, বসন্ত! এত নিদ্রালস কেন? তুমি না এখনি বলিয়াছ, 'দাদা, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে।' আমি অনেক পর্য্যটনে ফল আনিয়াছি, এই ধর, ভক্ষণ কর। আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে, বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, দুটী বাহু প্রসারিয়া আমার কোলে উঠিয়া একবার চাঁদমুখে দাদা বল, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক। কিঞ্চিৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া কহিলেন, বসন্ত! তুমি উঠিলে না, তবে এই খানেই থাক, আমি চলিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কহিলেন, বসন্ত! আমি তোমাকে একা রাখিয়া কোথায় যাইতেছি। আমার হৃদয় বড় কঠিন, তুমি বুঝি ভয় পাইয়াছ, এস তোমাকে কোলে করি। তদনন্তর বসন্তকুমারকে বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক শান্তাকে উদ্দেশিয়া কহিলেন, শান্তে! তুমি যাহাকে কখন কোল হইতে নামিতে দাও নাই, যাহার মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ ঘর্ম্মাক্ত হইলে অঞ্চলের দ্বারা বাতাস করিয়াছ, যাহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ঔষধ-অন্বেষণে ব্যগ্রা হইয়াছ, এবং সুস্থ হইলে পরম সুখে কালাতিপাত করিয়াছ; তোমার অঞ্চলের নিধি, যতনের ধন, সেই বসন্তকুমার আজি ধূলায় লুণ্ঠিত

হইতেছে, শীঘ্র আসিয়া কোলে কর। বিজয়চন্দ্র এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া বিবেচনা করিলেন, যদি বসন্ত আমাকে নিতান্তই পরিত্যাগ করিল, তবে জীবিত থাকিয়া আমার আর কি সুখ আছে। এই জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া শোকানল নির্ব্বাণ করি। তিনি এই স্থির করিয়া জলমগ্ন হইতে উপক্রম করিলেন।

নিকটে এক পরমহংসের আশ্রম ছিল। সেই সাধু তখন বন-পর্য্যটনে গমন করিয়াছিলেন; ভাগ্যক্রমে তৎকালে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে বিজয়চন্দ্রের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, "সর্ব্বনাশ! ও কি! ও কি কর!" এই শব্দ করিতে করিতে ত্বরায় নিকটবর্ত্তী হইয়া বিজয়চন্দ্রের হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন, এ কি! এ কি কর! আত্মহত্যা মহাপাতক, বিস্মৃত হইয়াছ? তুমি কি জান না, আত্মহত্যা-কারী অপেক্ষা পাপাত্মা আর নাই। বিজয়চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমার জীবন অগ্রে যাত্রা করিয়াছে, এক্ষণে শূন্য দেহ জলমগ্ন করিতে যাইতেছি, ইহাতে আত্মঘাতী পাতকী হইব কেন? এইমাত্র কহিতে কহিতে শোকাচ্ছন্ন হইয়া ঝটিকোন্মূলিত-তরুতুল্য সোপানশায়ী হইলেন।

পরমহংস ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিজয়চন্দ্রকে হস্ত ধরিয়া তুলিলেন এবং অনেকপ্রকার সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎস! মৃত শিশুটীর লক্ষণ দেখিয়া আমার বিলক্ষণ অনুমিতি হইতেছে উহার মৃত্যু হয় নাই। তবে কি না বিষাক্ত ফল অথবা বিষপত্র ভক্ষণে এরূপ ঘটনা হইয়া থাকিবে, ইহার প্রতীকার সত্বরেই হইতে পারে। এনিমিত্ত এত ব্যাকুল

হইতেছ কেন? বোধ হয়, জগদীশ্বর অবিলম্বেই বিপদ ভঞ্জন করিবেন। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, এবং সত্বরেই ঔষধ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ঐ ঔষধ ফুৎকার দ্বারা বসন্তকুমারের কর্ণ ও নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করাইলে, তাঁহার কিঞ্চিৎ শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল। বসন্তকুমার কিয়ৎক্ষণান্তে নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন, এবং বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, দাদা! আমি ঘুমায়েছিলাম। আপনি ফল আনিতে গিয়াছিলেন, কৈ ফল কৈ, আমাকে দিন, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে। বিজয়চন্দ্র বসন্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া সজলনয়নে কহিলেন, বসন্ত! যথার্থ বটে, তুমি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলে, আমিও মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইতেছিলাম, ভাগ্যে এই ভগবান্ কৃপা করিয়া দুজনকেই চৈতন্য প্রদান করিলেন, নতুবা সাক্ষাৎ হইবার আর সম্ভাবনা ছিল না।

তদনন্তর বিজয়চন্দ্র সঞ্চিত ফলার্দ্ধ বসন্তকুমারকে ভক্ষণ করাইয়া, অবশিষ্টার্দ্ধ আপনি ভোজন করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের ক্ষুধা অনেক শান্ত হইল। পরমহংস দুটী সহোদরের আপাদ-মস্তক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, আমার বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে, তোমরা দুইজন কোন রাজকুল অলঙ্কৃত করিয়াছ, কিন্তু কিনিমিত্ত এই দুর্গম বনে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়াছ, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বিজয়চন্দ্র আদ্যোপান্ত সমগ্র বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, দিগম্বর কর্ণকুহরে হস্তার্পণপূর্ব্বক বিস্ময়োৎফুল্লান্তঃকরণে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, বিধাতঃ

মনুষ্যেরা, রিপুপরতন্ত্র হইয়া কি না ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়! অপত্যস্নেহ-সেতু ভঙ্গ করিয়া অপত্য-হত্যা করিতেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে! হা পরমেশ্বর! তুমি কি সহিষ্ণু!

তত্ত্বজ্ঞানী এইরূপ চিন্তা করিয়া বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! রজনী আগতা, হিংস্র জন্তু সকল জলপানাশয়ে এই নীরাশয়ে ধাবিত হইবে। অতএব এই স্থানে আর অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য নহে। অদ্য রজনীতে আমার আশ্রমে আতিথ্য-সৎকার গ্রহণ কর। বিজয়চন্দ্র "আপনার অনুমতি শিরোধার্য্য" বলিয়া, দক্ষিণ হস্তে অনুজের হস্ত, এবং বামহস্তে অশ্বদ্বয়ের রজ্জু, ধরিয়া তপোনিধির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

পরমহংস সেই পর্ব্বত-কঙ্কালে এক প্রশস্ত গুহায় বাস করিতেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া, দ্বারোদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক গুহা প্রবেশ করিলেন। দিঙ্মণ্ডল যতই অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল, কন্দর-স্থান দিনমানের ন্যায় ততই প্রদীপ্ত হইল। বিজয়চন্দ্র চমৎকৃত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, একখান প্রস্তরের জ্যোতিতে এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে। তদনন্তর গুহাদ্বারে দুটী অশ্ব বন্ধন করিয়া স-সহোদর গুহা-প্রবেশ করিলেন। পরমহংস আহারীয় নানাপ্রকার সুস্বাদু ফল মূল প্রদান করিলে, ভোজনান্তে বসন্তকুমার নিদ্রাগত হইলেন। বিজয়চন্দ্র পরমহংসের সহিত ধর্ম্মালাপে অধিকাংশ যামিনী অতিবাহিত করিয়া, পরে নিদ্রিত হইলেন।

পর দিন সহোদর-দ্বয় পূর্ব্ব দিকে দিননাথকে উদিত

দেখিয়া, পরমহংসকে প্রণাম-প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তুরঙ্গারোহণে যাত্রা করিলেন। অশ্ব-দ্বয় সেই পর্ব্বতের নিম্ন ভূমি দিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই পথ অতিশয় দুর্গম, সুতরাং বিজন। তাহার দক্ষিণ প্রদেশ পর্ব্বতময়, উত্তর প্রদেশে অরণ্য ব্যবধান, স্থানে স্থানে শিলাখণ্ড ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমুদায় পতিত হইয়া পথিকদিগের অতিশয় দুঃখদ হইয়াছিল। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের এই পথেই তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। তথাপি তাঁহারা তাহার অন্য কোন দিকে আর পথ পাইলেন না। পরিশেষে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ছিন্ন তরুপল্লবের ন্যায় এককালে মলিন এবং ক্রমে ক্রমে বাক্‌শক্তিহীন ও দুর্ব্বল হইলেন, তখন কেবল ঘোটকাবলম্বনে গমন করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় কিয়দ্দূর গমন করিলে, তুরঙ্গদ্বয় এক লতাঘলয়ে উপস্থিত হইয়া পথাভাবে দণ্ডায়মান হইল। সেই স্থানটী আবার এমনি ভয়ঙ্কর যে, তথায় দিবসেই রজনী বোধ হয়। তাহার দুই দিকে কণ্টকী বেণুবন, এবং মধ্যস্থলে নরকপাল ও বৃহৎ বৃহৎ পশ্বাদির অস্থি সকল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতকঙ্কালে এক বিস্তৃত সুরঙ্গ। তাহা হঠাৎ দেখিলে সাধারণ মনুষ্যগণ পাতালপ্রবেশের পথ অনুমান করে। বাস্তবিক ঐ সুরঙ্গটী তাড়কা রাক্ষসীর বাসস্থান ছিল। ত্রেতাযুগে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যখন মিথিলা-নগরে গমন করেন, এই স্থানে সেই দুরন্তা নরনাশিকা তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি সম্মুখ-সংগ্রামে তাহাকে বধ করিয়া,

মিথিলাগমনের সুলভ পথ নিষ্কণ্টক করেন। বিজয়চন্দ্র অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া বসন্তকুমারকে অভয় দিয়া কহিলেন, বসন্ত! এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? ভয় কি, আমি ত তোমার সঙ্গেই আছি। অনন্তর ইতস্ততঃ গমনে পথান্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন্ দিকে পথ থাকিল, অন্ধকার-প্রযুক্ত তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। সূর্য্যাস্তের কত বিলম্ব আছে, জানিবার জন্য এক সুদীর্ঘ বৃক্ষারোহণ করিলেন, দেখিলেন দিননাথ পশ্চিমাচলে লুকাইতেছেন এবং অন্ধকার তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, তিনি ক্রোধে আরক্তবর্ণ হইয়াছেন। বিজয়চন্দ্র বৃক্ষ হইতে শীঘ্র নামিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য এই স্থানে আমাদের প্রাণ যাইবে, সন্দেহ নাই; হয় ত এই সুরঙ্গ হইতে অজগর ভুজঙ্গ বাহির হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে, না হয় কোন করাল-বদন নরখাদক আসিয়া সংহার করিবে, এ বিষম সঙ্কটে আমাদের আর নিস্তার নাই। কালিনী মায়ের মনোবাঞ্ছা বুঝি আজি পূর্ণ হইল। হায়! মরণের সময় বন্ধু বান্ধব কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। হা শান্তে! তুমি কোথায়! বিজন বনে আমরা প্রাণত্যাগ করিলাম, তুমি ইহার কিছুই জানিতে পারিলে না। এইরূপ খেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বসন্ত পাছে ভয় পায়, এই ভয়ে মনের ভাব কিছুই প্রকাশ করিলেন না। নয়নে বাষ্পবারি সঞ্চার হইয়া আসিলে, পরিধেয়বস্ত্রাঞ্চলে সংবরণ করিতে লাগিলেন।

বসন্তকুমার অগ্রজের ভাব ভঙ্গিতেই বুঝিতে পারিয়া

কহিলেন, দাদা! ও কি, তুমি কাঁদ কেন? যদি ভয় পাইয়া থাক, তবে কেন শান্তা আয়িকে ডাক না? সে তোমার কথা শুনিতে পাইলে, অমনি দৌড়াদৌড়ি আসিবে। বিজয়চন্দ্র সহোদরকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া রোদন সংবরণ করিলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে এই কাল রজনী অতিবাহিত করিব; এরূপ ভয়ঙ্কর স্থানে অনল ব্যতীত থাকা উচিত নয়, যেহেতু অগ্নি দেখিলে সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লূকাদি হিংস্র জন্তু নিকটস্থ হয় না। এই জনশূন্য অরণ্যে বা কিরূপে অগ্নি প্রাপ্ত হইব। ক্ষণকালের পর দুইখান শুষ্ক বেণুদণ্ড আনিয়া পরস্পর ঘর্ষণ করিলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে তন্মধ্য হইতে ধূম ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। ইহাতে অনল উদ্দীপন করিতে তাঁহাকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইল না। অগ্নি সম্পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত হইলে, সেই স্থানটী কিঞ্চিৎ আলোকময় হইল। বিজয়চন্দ্র অশ্বদ্বয়ের পর্য্যাণ ও মুখবন্ধ খুলিয়া শয্যা প্রস্তুত করিলেন। বসন্তকুমার ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, সেই পর্য্যাণ-শয্যায় নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। ঘোড়া দুটী এদিক ওদিক লতা পত্র তৃণ খাইতে লাগিল।

বৎস সকল! সময়ে কি না করে। মণিময় পর্য্যঙ্কে কুসুমতুল্য সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া যে বসন্তকুমারের নিদ্রা হইত না, এক্ষণে সামান্য পর্য্যাণ-শয্যায় তাঁহার সুষুপ্তির অবস্থা হইল। বিজয়চন্দ্র কখন্ কোন্ বিপদ্ ঘটে এই আশঙ্কায় নিদ্রা না যাইয়া অনুজের নিকট বসিয়া থাকিলেন, এবং অনলের উত্তাপে তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইলে উত্তরীয়

বসনাঞ্চলে বাতাস করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় প্রায় সমস্ত রজনী গত হইলে বসন্তকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি অত্যন্ত পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া কহিলেন, দাদা! আমার বড় পিপাসা হইয়াছে, আমি কথা কহিতে পারি না, আমাকে শীঘ্র জল আনিয়া দাও। বিজয়চন্দ্র কহিলেন, বসন্ত! এমন সময়ে কোথায় জল পাইব বল, কিঞ্চিৎকাল সহ্য করিয়া থাক, প্রভাতে জল আনিয়া দিব।

পরে শর্ব্বরী অবসান হইল, বিহঙ্গকুল কলরব করিয়া উঠিল, তুষারবিন্দু মুক্তাহারের ন্যায় তরু-পল্লব-স্খলিত হইতে লাগিল, পূর্ব্ব দিক্ রক্ত বস্ত্র পরিধান করিল। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার তিরোহিত হইয়া, লতাবিতান অত্যল্প আলোকময় হইয়া আসিল। বিজয়চন্দ্র আর বিলম্ব না করিয়া, বসন্ত-কুমারকে হাত ধরিয়া অশ্ব-পৃষ্ঠে উঠাইয়া দিলেন, এবং আপনিও অশ্বাসীন হইয়া, ইতস্ততঃ পথান্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ মিথিলা-গমনের পথ দেখিতে পাইলেন। বসন্তকুমার ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, সুতরাং কিয়দ্দূর গমন করিয়া নিতান্ত অশক্ত ও অশ্বপৃষ্ঠে লুঠিত হইয়া পড়িলেন। না হইবারই বা বিষয় কি, একে ছেলে মানুষ, তাহাতে আবার দিবারাত্র নিরম্বু উপবাস। তখন তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, দাদা! আমি আর অশ্বে থাকিতে পারি না, আমার শরীর অবশ হইয়াছে, আমাকে ঘোড়া হইতে শীঘ্র নামাও, না হয় পড়িলাম। বিজয়চন্দ্র অমনি ব্যস্ত হইয়া ঘোটক হইতে অবরোহণপূর্ব্বক বসন্ত-কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া নামাইলেন, এবং সজল-নেত্রে

কহিলেন, বসন্ত! তুমি কিঞ্চিৎক্ষণ আমার অপেক্ষা করিয়া থাক, আমি জল লইয়া শীঘ্র আসিতেছি। এই বলিয়া জলান্বেষণে গমন করিলেন। বসন্তকুমার অনিমিষ-লোচনে তাঁহার পথপানে চাহিয়া থাকিলেন। এবং পীয়ূষ-পিপাসু আবদ্ধ গোবৎস যেমন ক্ষণে ক্ষণে শব্দ করে, তদ্রূপ তিনিও দাদা দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

বিজয়চন্দ্র প্রসিদ্ধ পথ ধরিয়া কতক দূর চলিয়া গেলেন, কিন্তু জল বা কোথায়, কোন্ দিকেই বা যান, কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, এক তমাল-তরু-তলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন একটী শশকী কতকগুলি শিশু সন্তান লইয়া তাহাদের গাত্র লেহন করিতে করিতে আসিতেছে। শশক-শিশুদিগের কাহারও গাত্রে কর্দ্দম-চিহ্ন, কাহারও সর্ব্ব শরীর জলার্দ্র। বিজয়চন্দ্র শশ-দর্শিত পথাবলম্বনে গমন করিয়া অনতিবিলম্বে একটী সুদীর্ঘ জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং "আমার সঙ্গে পাত্র নাই, কিপ্রকারে জল লইয়া যাইব" এই চিন্তা করিতেছেন, হঠাৎ পার্শ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটা দিগ্‌গজ মস্তকোপরি শুণ্ড তুলিয়া অতিবেগে ধাবিত হইতেছে। অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন। করিবর দূর হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, বিজয়চন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া সেই দিকেই ধাবিত হইল।

বিজয়চন্দ্র ভয়ে জড়ীভূত হইয়া কহিলেন, হা পরমেশ্বর! এবার এই হস্তীর হস্তেই আমার প্রাণ গেল। আমি মরিলাম সেজন্য দুঃখ নাই, কিন্তু বসন্তকুমার বিজন বনে পড়িয়া

জলাভাবে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, সেই জনশূন্য অরণ্য-মধ্যে জল-দানে কে তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে? হায় কি সর্ব্বনাশ! এ দিকে দুরন্ত বারণ আমাকে বিনাশ করিতে আসিতেছে, ও দিকে পিপাসায় বসন্তকুমারের ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছে। কি করি, এখানে এমন কেহ নাই, যে তাহাকে বসন্তের কথা বলিয়া দি। হে করুণাময় পরমেশ্বর! মৃত্যুসময়ে আমি কাতরে এই প্রার্থনা করিতেছি, সেই নিরাশ্রয় বালককে রক্ষা কর। বিজয়চন্দ্র এইরূপ কহিতে কহিতে আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পড়িলেন। মত্ত দন্তী তাঁহাকে কর-বেষ্টন-পূর্ব্বক মস্তকে তুলিয়া প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে ধাবিত হইল।

এ দিকে বসন্তকুমার ক্ষুধা তৃষ্ণায় একান্ত অস্থির হইয়া মৃতপ্রায় ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছেন, বাক্য-প্রয়োগের শক্তি নাই, তথাপি মৃদুস্বরে দাদা বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে মুখ-ব্যাদান করিতেছেন। তাঁহার বিম্বাধর বিবর্ণ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়াছে। এমন সময় সারদ্বাজ মুনি সেই পথে গমন করিতেছিলেন, বসন্তকুমারকে তদবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই বালকটী আকার প্রকারে রাজপুত্র অনুমান হইতেছে; কিন্তু কিজন্য এই বিজন বনে একাকী আসিয়া এইদশাগ্রস্ত হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা আর কেহ ইহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি, যেহেতু দুইটী ঘোটক দেখিতেছি। এ ক্ষণে ইহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিবার সময় নাই; অগ্রে জলদানে সুস্থ করি, পরে সবিশেষ

জিজ্ঞাসা করিব। তদনন্তর এক কমণ্ডলু-পরিপূর্ণ বারি আনিয়া প্রথমে বিন্দু বিন্দু পরিমাণে বসন্তকুমারের জিহ্বাগ্রে দিতে লাগিলেন। পরে তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, স্বহস্তে কমণ্ডলু-স্থিত সমুদয় জল পান করিয়া, মুনির মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি কে, আমার প্রাণ যাওয়ার সময় জল দিয়া বাঁচাইলেন? আপনি বলিতে পারেন, আমার দাদা কোথায় গেলেন? তিনি আমার জন্য জল আনিতে অনেক ক্ষণ গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসিলেন না। বসন্তকুমারের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে তপস্বী বুঝিতে পারিলেন, ইহার সঙ্গে ইহার অগ্রজ আসিয়াছে। বোধ করি তাহার কোন বিপদ্ হইয়া থাকিবে, নতুবা এ পর্য্যন্ত না আসিবার কারণ কি? সে যাহা হউক, এক্ষণে ইহাকে সান্ত্বনা করা আমার কর্ত্তব্য।

মুনিবর প্রবোধ-বাক্যে কহিলেন, বৎস! তোমার ভয় কি? বোধ করি তোমার দাদা এখনি আসিবেন। তিনি যে পর্য্যন্ত না আইসেন, আমি তোমার নিকটে থাকিব। বাছা রে! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল দেখি, তোমরা দুটী ভাই কিজন্য এই দুর্গম বনপথে আসিয়াছ? বসন্তকুমার কহিলেন, মহাশয়! আমি তা ভালরূপ জানি না, দাদা আসিলে তাবৎ বলিতে পারেন। এতৎ শ্রবণে মুনিবর বিবেচনা করিলেন, এ যেরূপ বালক, ইহাকে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা ভিন্ন ইহাদের এরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইবার কারণ জানিবার অন্য উপায় নাই; অতএব সেরূপই জিজ্ঞাসা করি। বৎস রে! তোমরা কার ছেলে? তোমা-

দের বাড়ী কোথায়? বসন্তকুমার কহিলেন, আমার পিতার নাম রাজা জয়সেন, দাদার নাম বিজয়চন্দ্র, আমার নাম বসন্তকুমার; বাড়ী জয়পুরে। তপোধন এই কয়েকটী কথা শুনিয়া অনুমান করিলেন, শুনিয়াছি জয়পুরাধিপতি রাজা জয়সেন প্রথম সংসার গত হওয়ায় পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। বোধ করি তাঁহাকর্ত্তৃক এই ঘটনা হইয়া থাকিবে। ভাল, বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করি। তপস্বী কহিলেন, বাছা বসন্ত! বল দেখি তোমার বিমাতা কি তোমাদিগকে কিছু বলিয়াছিলেন, না তোমাদের পিতা তোমাদিগকে মারিয়াছেন? বসন্তকুমার কহিলেন, না মহাশয়! মা কিছুই বলেন নাই। আমরা কোটার ভিতর বসিয়াছিলাম, শান্তা আয়ি আসিয়া দাদার কাছে কি বলিয়া যেন কাঁদিতে লাগিল। খানিক পরেই নগরপাল আমাকে আর দাদাকে দড়ী দিয়া বাঁধিয়া এক আঁধার ঘরে রাখিল। এই দেখুন তাহার দাগ এখনও আমার হাতে রহিয়াছে, বলিয়া তিনি তপস্বীকে হাত দেখাইতে লাগিলেন। মুনিবর দৃষ্টি করিয়া চমৎকৃত ও দুঃখিত হইয়া কহিলেন, হাঁ বাছা! তার পরে কি হইল? বসন্তকুমার কহিলেন, রাত্রি প্রভাত হইলে, নগরপাল আমাকে আর দাদাকে লইয়া পিতার সম্মুখে রাখিল। তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। দাদা তাঁহার দুখানি পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তবু তিনি শুনিলেন না। পরে মন্ত্রী মহাশয় আমাদের হাতের দড়ী খুলিয়া দিয়া এই ঘোড়া আনিয়া দিলেন; আমি একটায়, আর দাদা একটায় চড়িয়া চলিলাম।

দাদা আমাকে এ খানে আনিয়াছেন, আমি কত বার কহিলাম, দাদা, চল বাড়ী যাই, তিনি তা শুনিলেন না। ভাল মহাশয়! আপনি না বলিলেন, "তোমার দাদা এখনি আসিবেন"; কৈ তিনি ত এখনও আসিলেন না। আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে, আমি কার কাছে বলিব?

তাপসশ্রেষ্ঠ, বসন্তকুমারের এই সকল কথা শুনিয়া, তাঁহাদিগের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। তপস্বীদিগের চিত্ত স্বভাবতঃ দয়ার্দ্র, তাহাতে আবার এই সকল দুঃখজনক বাক্য শ্রবণ করায় একবারে দ্রব হইয়া গেল। তখন তিনি দুঃখগদ্‌গদ হইয়া কহিলেন, বাছা বসন্ত! তোমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে? তুমি এই খানে কিঞ্চিৎকাল বসিয়া থাক, আমি বন হইতে ফল আনিয়া দিতেছি। এই বলিয়া গমনোন্মুখ হইলেন। বসন্তকুমার অতি কাতরস্বরে কহিলেন, ঠাকুর মহাশয়! আপনিও কি আমাকে ফেলিয়া চলিলেন? আমার উপায় কি হবে? এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে নয়ন-জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। তপস্বী কহিলেন, বাছা রে! অমি আর তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। তুমি এ আশঙ্কা কেন করিতেছ? যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে আমার এই কাঁথা আর কমণ্ডলু রাখ। তাহা হইলে আমি আর যাইতে পারিব না। মুনি কাঁথা কমণ্ডলু বসন্তকুমারের নিকটে রাখিয়া ফলান্বেষণে গমন করিলেন এবং অনেক পর্য্যটনে আতা, পেয়ারা প্রভৃতি কতকগুলি পরিণত ও সুস্বাদু ফল আনিয়া দিলেন। বসন্তকুমার পরিতোষ-

পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। মুনিবর বিজয়চন্দ্রের আগমনাপেক্ষায় অনেক ক্ষণ তথায় অবস্থিতি করেন, এ দিকে বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়। বিজয়চন্দ্রের আর আগমনের সম্ভাবনা না দেখিয়া কহিলেন, বাছা বসন্ত! তোমার দাদা বুঝি আর আসিলেন না। যদি জীবিত থাকেন, তবে কোন সময়ে অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে। তুমি আমার সঙ্গে আইস। মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বসন্তকুমার দাদা, দাদা, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তপোধন প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন, বাছা রে! আর কাঁদিও না, চুপ কর, তুমি কি শুনিতেছ না, বনের মধ্যে বাঘ ডাকিতেছে। আর এ খানে থাকা হয় না, চল আমরা শীঘ্র শীঘ্র যাই। বসন্তকুমার ভয়ে অমনি চুপ করিলেন। তপস্বী তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া দিলেন এবং স্বহস্তে লাগাম ধরিয়া চলিলেন। দ্বিতীয় অশ্বটী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

মুনিবর সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমবাসিগণ, একে একে সকলেই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বসন্তকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে, তপস্বিসম্প্রদায় চমৎকৃত ও সাতিশয় দুঃখিত হইলেন।

সারদ্বাজ মুনি অনপত্য, এজন্য তদীয় পত্নী সুদক্ষিণা সর্ব্বক্ষণ পর-পুত্র-পালনে একান্ত ইচ্ছাবতী ছিলেন। বসন্তকুমারকে দেখিয়া, তাঁহার আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকিল না। আবার বসন্তকুমারের এমনি সুন্দর মুখশ্রী ছিল, যে শত-

পুত্রপ্রসৃতিও তাঁহার মুখপানে চাহিলে, লালন পালন করিতে ব্যগ্রা হইত। বিশেষতঃ মুনিপত্নী সন্তান-বিহীনা, সুতরাং তিনি আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্না হইয়া বাহুযুগল প্রসারণপূর্ব্বক বসন্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া কুটীরে গমন করিলেন। রজনী প্রভাতা হইল। মুনিকুমারেরা বসন্তকুমারের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি অপরিচিত হেতু কাহারও নিকট গেলেন না; রজনীতে কেবল ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখিয়াছেন, অতএব তাঁহারই নিকটে বসিয়া থাকিলেন। যখন তাঁহার অন্তঃকরণে বিজয়চন্দ্রের কথা জাগ্রৎ হইতে লাগিল, তিনি অমনি দাদা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দ্বিজরমণী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া হরিণ-শিশু ও করভ দেখাইয়া প্রবোধ-বচনে সুস্থির করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় দুই চারি দিন গত হইল। যখন তাপস-তনয়দিগের সহিত তাঁহার প্রণয়সঞ্চার হইল, এবং ক্রীড়া কৌতুকে অন্তঃকরণ সর্ব্বদা ব্যগ্র রহিল, তখন বিজয়-চন্দ্রের কথা ক্রমে অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল।

এতদবস্থায় কিছু কাল অতিবাহিত হয়। তাপসশ্রেষ্ঠ ভারদ্বাজ অন্যান্য মুনিকুমারের সহিত বসন্তকুমারের পাঠাভ্যাস করিতে সময় নিরূপণ করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ তাহাতে তাঁহার কিঞ্চিৎ কষ্ট ও বিরক্তি বোধ হইল বটে, কিন্তু যৎকালে কিঞ্চিৎ বোধ হইয়া উঠিল, তখন তিনি ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হইলেন। একে রাজপুত্র স্বভাবতঃ তীক্ষ্নবুদ্ধি, তাহাতে আবার তপস্বীদিগের উপদেশ, সুতরাং

অত্যল্প পরিশ্রমেই চিত্তোৎকর্ষ হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় বর্দ্ধিত হওয়ায়, নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি সকল তাঁহার ঘৃণার্হ হইল। ইহাতে আর বিদ্যাভ্যাসের ফল কি না দর্শিল?

বাছা সকল! সংসারী ব্যক্তিগণ নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইয়াও গ্রন্থবাহক-চতুষ্পদ-তুল্য। যে হেতু তাঁহারা কাপট্য, চপলতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি কৃত্রিম স্বভাবের বশবর্ত্তী হন। তপস্বীদিগের সেরূপ ব্যবহার কিছুই নাই। লোকালয়ে সুস্বভাব মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া সামান্য ব্যাপার নহে; সদ্যঃপ্রসূত শিশু মাতৃক্রোড় হইতে কৃত্রিম প্রকৃতি অবলম্বন ও চাতুর্য্য, বঞ্চকতা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, আর যাবজ্জীবন তদনুশীলনেই ব্যাপৃত থাকে। তপস্বিগণের বাল্যাবধি বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কেবল সত্যসূচনা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ, মনন, ধৈর্য্য ও ক্ষমা এই সকল সৎগুণেরই পরিচালনা হইয়া থাকে। ইহাতে আর তপোবন-বাসীরা কৃত্রিম স্বভাবের বশীভূত কেন হইবেন?

বসন্তকুমার আনুপূর্ব্বীক সকল শাস্ত্রে পারদর্শী, এবং ক্রমে কৈশোরাবস্থা পশ্চাৎ করিয়া যৌবনোদ্যানে উপস্থিত হইলেন। তাপসশ্রেষ্ঠ সারদ্বাজ, তাঁহার স্বাগত যৌবনা-বলোকনে নিকটে বসাইয়া, চরিত্রপরীক্ষার্থ গল্পচ্ছলে তাঁহাকে একটী প্রশ্ন করিলেন।

বাছা বসন্ত! মনুজনাম্না এক ব্রাহ্মণকুমারের কৈশোরা-বস্থা গত হইলে, তিনি যৌবনের প্রারম্ভে সন্দেহ-পন্থায় ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে, সম্মুখে এক চিন্তাশৈল

দেখিতে পাইলেন; সেই পর্ব্বতের শিখরদেশ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গগন স্পর্শ করিয়াছে। মনুজ তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে সমুৎসুক হইয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বন্ধুর ভূমি প্রযুক্ত বারংবার তাঁহার পদস্খলন ও গতিরোধ হইতে লাগিল; সুতরাং ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। তিনি বহুধা যত্নে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, সেই শৈলের শিখরদেশ হইতে দুইটী দিব্যাঙ্গনা বহির্গতা হইয়া তাঁহার নিকটে কুঞ্জরগমনে আসিতেছে। তন্মধ্যে একটী অঙ্গনা বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা ও চঞ্চলপ্রকৃতি। দ্বিতীয় অঙ্গনাটী অতি সুশীলা, সাধুমতি, সলজ্জবদনা এবং অঙ্গসৌষ্ঠবেই অলঙ্কৃতা হইয়াছেন।

এইরূপ দৃষ্টি করিতে করিতে প্রথমা রমণী দ্রুতগমনে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে কহিলেন, মনুজ! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? তোমার এত বিচারের প্রয়োজন কি? আমার এই সুগম পথে গমন কর। মনুজ আশ্চর্য্য ঘটনা নিরীক্ষণে চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, আপনি কে? কিনিমিত্ত আমার নিকটে আগমন করিয়াছেন?

স্বাগতা ললনা উত্তর করিলেন, আমি প্রেয়ঃ, তোমাকে উভয় পথের সন্ধিস্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া সুগম পথ দেখাইতে আসিয়াছি। আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তাঁহার নাম শ্রেয়ঃ। তাঁহার প্রদর্শিত পথ এমন দুর্গম যে, সে পথে যাত্রিগণ কিঞ্চিৎ গমন করিয়া প্রায়ই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উনি মনুষ্যদিগকে আনন্দ ও ভাবি সুখের প্রত্যাশা দিয়া থাকেন; সে কেবল আশামাত্র, তাহা কোন কালে

পরিপূর্ণ হয় কি না, সন্দেহ। সুতরাং মানবমাত্রই সেই পথের পান্থ হইতে ইচ্ছুক নহেন। আমার এই পথ সুগম জানিয়া এ ক্ষণে প্রায় সকলেই ইহার অনুবর্ত্তী হইতেছেন। অধিক কি বলিব, যাত্রিগণের সমাগমে সকল স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছে।

প্রেয়োঙ্গনা এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রেয়োঙ্গনা ধীরাগমনে মনুজের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া মৃদু মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, বাছা মনুজ! তোমাকে উভয় পথের সন্ধিস্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া সাধুপথ প্রদর্শন করাইতে আমি এ পর্য্যন্ত আসিয়াছি। এ ক্ষণে তুমি বিচার করিয়া সৎপথ অবলম্বন কর।

প্রেয়োঙ্গনা কহিলেন, মনুজ! তুমি শ্রেয়ের কথায় মুগ্ধ হইও না। উহাঁর প্রদর্শিত পথে সুখ পাওয়া বড় কঠিন। তুমি আমার প্রদর্শিত পথে চল, আমি এ পথের যে সমুদয় সুখ বর্ণন করিব, তাহার ফল প্রত্যক্ষই দেখিবে। আর, ও পথের পথিকদিগের যে দুর্গতি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার এ পথের পান্থদিগের যে কত সুখ, আহা! তাহা কি এক মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায়? দেখ, এক বসন্তকালেই বা কত সুখ; নব কুসুমিত তরু সকল দৃষ্টি করিলে অন্তঃকরণে কত নব নব ভাবেরই সঞ্চার হইতে থাকে, এবং প্রফুল্ল কমল-দলে মধুকরকে মধুপান করিতে নিরীক্ষণ করিলে পথিকের অন্তঃকরণে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবেরই উদয় হয়! আতপ-তাপিত ব্যক্তি যখন মলয় সমীরণের সুমন্দ সঞ্চারে সুশীতল-বকুল-মূলে উপবেশন করে,

সেই সময় অলিবৃন্দ গুণগুণ ধ্বনিতে, কোকিল কোকিলা কুহুরবে, কি আশ্চর্য্য সুখে তাহাকে সুখী করিয়া থাকে! আবার বিষয়বিলাসী মনুষ্যগণ, দ্বিতল, ত্রিতল, কেহ কেহ ততোধিকতল গৃহে মণিময় পর্য্যঙ্কে কুসুমতুল্য সুকোমল শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া, রতিরূপা কামিনী-সঙ্গে হাস্য কৌতুকে, তাহাদিগের নৃত্য ও অপাঙ্গ-ভঙ্গিমায় এবং সুরভি মুখচন্দ্রমা-ঘ্রাণে, কি না সুখ সম্ভোগ করেন? তাহার নিকটে শ্রেয়ের ভাবি সুখ কি সুখ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কোন্ মূর্খ ভাবি দুর্ল্লভ সুখ প্রত্যাশায় প্রত্যক্ষ সুলভ সুখ পরিত্যাগ করে?

শ্রেয়ঃ কহিলেন, বাছা মনুজ! প্রেয়ঃ যাহা কহিলেন, তাহা যথার্থ বটে, কেননা আমার এ পথ অবলম্বন করিলে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতীত এ পথের পান্থ হইতে কেহ সমর্থ হয় না। শম-বিশিষ্ট হওয়া মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ, কিন্তু মনুষ্য সকল ক্রমে কৃত্রিম ব্যবহার প্রণালীর বশবর্ত্তী হওয়ায়, আপন স্বভাবদোষে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ সহ্য করিয়া, অমূল্য শান্তি-সম্পত্তি হইতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন। এ ক্ষণে সকলেই তাহাকে কষ্টসাধ্য বোধ করেন। কিন্তু যে মহাত্মা কুজন-সহবাস বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-বশীকরণ দ্বারা সাধু-সঙ্গাবলম্বনে আমার এই নিত্যানন্দ পথের পথিক হইয়াছেন, তিনি জলে, স্থলে, লোকালয়ে, বিজনে, পূর্ব্বাহ্ণে, সায়াহ্ণে, নিশীথ সময়ে, সকলাবস্থায় সকল স্থানে সর্ব্বক্ষণ নিরুপমানন্দ ভোগ করিতেছেন। এরূপ একটী বাক্য নাই যে সে আনন্দ ব্যক্ত করি। যাঁহারা সেই সুখশৈলারোহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই

জানেন, সে কিরূপ আনন্দ। অন্যে তাহা প্রকাশ করিবে সাধ্য কি?

বাছা রে! তুমি বিচার করিয়া দেখ, প্রেয়ঃ যে সকল সুখ-ধারা বর্ণন করিলেন, সে সকল অস্থায়িনী ও আশুতোষিণী। ঐ আশুতোষিণী সুখধারা পরিণামে গরলময়ী হয়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রত্যক্ষ দেখ, প্রেয়ঃ যে পুষ্পের বর্ণন করিলেন, তাহা যে সময়ে প্রফুল্ল হয় তাহার পর ক্ষণেই মলিন হইয়া যায়। সুখবিলাসিনী ললনাগণের যৌবনাবস্থা পুষ্প হইতে আর অধিক কি? এই দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রেয়ঃপথের সমুদয় সুখ বুঝিয়া লও।

মুনিবর এই অবধি কহিয়া বসন্তকুমারকে জিজ্ঞাসিলেন, বাছা! বল দেখি, এই উভয়ের কোন্ পথ অবলম্বন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য? বসন্তকুমার কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া কহিলেন, তাত! প্রেয়ঃ-পদবী কেবল আশুতোষিণী। শ্রেয়ঃপথাবলম্বন করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। তপোধন প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া কহিলেন, হাঁ সত্য বটে, কিন্তু আধুনিক মনুষ্য সকল, বিশেষতঃ সংসারীদিগের মধ্যে বিদ্বান্ ও ধনবান্ মহাশয়েরা প্রেয়ঃপথের পথিকই অধিক, তবে যে বাহিরে সাধুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সে কেবল লোকে খ্যাতিপ্রত্যাশায়, কিন্তু অন্তরে অন্যপ্রকার-ভাবান্বিত। পরচিত্ত অন্ধকার, ইহাও যথার্থ বটে, আবার কার্য্য দ্বারাও কাহারও আন্তরিক ভাব গোপন থাকে না। যদি সকলে স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বলেন, তাহা হইলে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, কে কেমন সাধু।

বসন্তকুমার মুনির আশ্রমে এবংবিধ নানাপ্রকার শাস্ত্রালাপে বয়োবিদ্যায় বর্দ্ধিষ্ণু হইতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৎসগণ! বসন্তকুমার ভারদ্বাজ মুনির আশ্রয় পাইয়া বিবিধ বিদ্যায় বিভূষিত হইতে লাগিলেন। এ দিকে বিজয়-চন্দ্রকে করিবর করবেষ্টন করিয়া ধাবিত হইল, তোমরা এই-মাত্র শুনিয়াছ। পরে তাঁহার কি দশা হইয়াছিল, এ ক্ষণে বিস্তারিতরূপে তাহাই বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর। অন্যমনস্ক হইলে কিছুই স্মরণ থাকিবে না।

যে সরোবরের কূলে বিজয়চন্দ্রকে করিবর করাবদ্ধ করে, তথা হইতে ছয়-ক্রোশান্তর বায়ু-কোণে সুপ্রসিদ্ধ বিজয়পুর; উক্ত নগর অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা রাজা রমণী-মোহনের রাজধানী ছিল। নৃপতির যেরূপ পরমেশ্বর-পরায়ণতা ও উদার চরিত্র, তাদৃশ বিক্রম বা বিষয়-বুদ্ধি ছিল না। তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম সুশীলা। তিনি গুণানুরূপ রূপবতী ছিলেন না। কেবল বিবিধ বিদ্যা-ভূষণে ভূষিতা হওয়ায়, পতির মনোমোহিনী হইয়াছিলেন। মধুরস্বরের রূপ কুৎসিত হইলেও গুণে যেমন লোকে মোহিত হয়, রাজাও তদ্রূপ প্রিয়তমার গুণে একান্ত বশীভূত ও বিমুগ্ধ ছিলেন। বস্তুতঃ গৃহিণীগণের যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, রাজ্ঞী সে সমুদায়ের একাধার বলিলেও বলা যায়। রাজমহিষী বলিয়া তাঁহার কিছুমাত্র অভিমান ছিল না। তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পরিবার এবং পরিচারিকাদিগকে ভোজন করাইতেন।

পালিত পশু ও রোপিত বৃক্ষলতাদির তত্ত্বাবধান নিজে করিতেন। প্রতিবাসিগণের ভবনে উপস্থিত হইয়া দীনকে অর্থ, রোগীকে পথ্য, ভোগীকে উপদেশ, দিতেন। এইনিমিত্ত সকলেই তাঁহাকে জননীস্বরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। রাজ্ঞী অলীক গল্প করিয়া তিলার্দ্ধ সময়ও নষ্ট করিতেন না। অবকাশ সময়ে পতির সহিত সমবেত হইয়া রাজ্যের শুভাশুভ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তর্কবিতর্কপূর্ব্বক স্থিরীকৃত করিতেন। বাস্তবিক, তিনি সর্ব্ববিষয়েই পতির সহকারিণী ছিলেন।

মহিষী যথাসময়ে একটী কন্যাসন্তান প্রসব করেন। অনুক্রমে জাতকর্ম্মাদি সমুদয় সংস্কার সম্পন্ন হইলে, রাজা তনয়ার বিমল রূপলাবণ্য বিলোকনে বিমলা নাম রাখিলেন। বিমলা বৃদ্ধিশীল-বায়ু-বর্দ্ধিত তরঙ্গমালাতুল্য বৃদ্ধিশীলা হইতে লাগিলেন। রাজাঙ্গনা সুশীলা, কন্যাকে সুশীলা ও ঈশ্বরপরায়ণা করণাভিলাষে, পঞ্চবর্ষ বয়সে উপযুক্ত-আচার্য্য-হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই সময়ে সাম্রাজ্যের সামন্ত সমুদায়, ভূপতিকে নিতান্ত হীনবীর্য্য দেখিয়া, বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। চারি দিক হইতে এককালে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। রাজা দাবানল-বেষ্টিত দ্বিরদতুল্য ও বাড়বানল-বেষ্টিত সাগরবাসীর ন্যায়, একবারে ভয়ে বিহ্বল হইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে রণোৎস উৎসারিত না হইয়া বরং প্রস্থানস্রোত বহিতে লাগিল। বিপদে বিহ্বল হওয়া নাশের হেতু, ইহা বিবেচনা করিয়া রাজমহিষী নৃপতির নিকটবর্ত্তিনী হইলেন, এবং তাঁহাকে ধৈর্য্যশালী, সাহসী ও উৎসাহান্বিত করণার্থ, প্রিয়-

সম্বোধনে কহিলেন "মহারাজ! আপনি এত কাতর হই-তেছেন কেন? বিপদ ও সম্পদ উভয়ই মনুষ্যেরা ভোগ করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর জীবগণের মঙ্গলের নিমিত্তই অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন। দুঃখ না থাকিলে সুখানুভব কে করিত? অতএব তিনি যাহা করেন তাহাই আমাদের মঙ্গলের কারণ। পার-জিগমিষু যেমন তরণী অবলম্বন করে, তদ্রূপ বিপদ্‌কালে সাহসাবলম্বন করা উচিত। কাপুরুষেরাই বিপদে ভীত হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ধৈর্য্যাবলম্বনে কৌশলে কার্য্য সম্পন্ন করেন। বীর্য্যহীন লোকেরাই সময়ে সময়ে বিপদে বিহ্বল হয়, কিন্তু বীর পুরুষেরা আমোদ জ্ঞান করিয়া তাহাতে অগ্রসর হন। শিবাগণ গজগর্জ্জনে শঙ্কাতুর হইয়া বিবরান্তরে প্রবেশ করে, কিন্তু সিংহ তাহাতে আনন্দ জ্ঞান করিয়া সমরে উপস্থিত হয়। যেমন, সময় উপস্থিত হইলে, অনল দাহন করিতে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতে, কিরণমালী কিরণ অর্পণ করিতে, পবন গমন করিতে, দেবরাজ দৈত্য-দলন করিতে, বিরত হন না; তদ্রূপ ক্ষত্রিয়সন্তানগণ, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, যুদ্ধদানে কদাচ পরাঙ্মুখ হন না। রাজা যুদ্ধদানে বিরত হইলে ও ভয়প্রযুক্ত পলায়ন করিলে রাজশ্রীভ্রষ্ট এবং ইহলোকে অকীর্ত্তিমান্ ও পরলোকে পাপভাজন হন। বীর-পুরুষ যদি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সম্মুখ-সংগ্রামে তনুত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি ঐহিকে কীর্ত্তিশালী ও পারত্রিকে ধর্ম্মশিখরবাসী হন। অতএব মহারাজ! যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কদাচ পলায়ন করিবেন না।" রাজা প্রিয়বাদিনী প্রেয়সীর এরূপ উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত হইয়া সমরোদযোগ

করিতে লাগিলেন। রাজাজ্ঞায় অস্ত্র শস্ত্র পরিষ্কৃত ও শাণিত, সেনা গজ বাজী পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত, রথ সংস্কৃত এবং আহারীয় দ্রব্য সঞ্চিত হইয়া দুর্গ পরিপূরিত হইল।

দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া রাজা রমণীমোহন, দুর্গরক্ষক সৈনিক দ্বারা দুর্গ দৃঢ়তর বদ্ধ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পতিপ্রাণা সুশীলা পতির সাহস ও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাঁহার সহচরী হইলেন। বিপক্ষের সম্মুখস্থ উপযুক্ত স্থানে শিবির সন্নিবেশিত হইল। নৃপতি কেবল বনিতার বুদ্ধি-কৌশলে সেনাশ্রেণী সংস্থাপন করিয়া অভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। কালাগ্নিসদৃশ যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। কোন্ পক্ষে পরাজয় কোন্ পক্ষে বিজয় হইবে, তাহার কিছুই নির্দ্ধারণ হইল না। উভয় পক্ষের দলবলই অপরিমিত পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। সৈন্য-কোলাহলে, কোদণ্ড-টঙ্কারে, রথচক্র-শব্দে, গজগর্জনে এবং হ্রেষারবে, রণস্থলী ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। এই কালে বিপক্ষপক্ষ হইতে হঠাৎ এক সুতীক্ষ্ণ শায়ক আসিয়া রাজার ললাটদেশ একবারে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া বাত্যোৎপাটিত বনস্পতির ন্যায়, কেশরি-কর-বিদীর্ণ-শিরা করীর ন্যায়, রথোপরি পতিত হইলেন। সারথি তৎক্ষণাৎ রথপ্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শিবিরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ভারতবর্ষীয় সেনা ও সেনানায়কগণের চিরপ্রসিদ্ধ প্রধান দোষ এই যে, রাজা যুদ্ধে মৃত বা হীনবল হইলে সহস্র সহস্র যোধ সত্বেও তাহারা ভগ্নোৎসাহ ও শ্রেণীভঙ্গ হইয়া

পলায়নপরায়ণ হয়। রাজা রমণীমোহনের সেনামধ্যেও তদ্রূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল।

রাণী এই ঘটনায় নিতান্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন। এবং পতিবিয়োগ-শোকসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিলেও, তৎকালে দুঃখ সংবরণ করিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বনে যুদ্ধসজ্জায় রণক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তাঁহার তৎকালের ভীষণাকৃতি দেখিয়া সকলের বোধ হইতে লাগিল, যেন ভগবতী শ্যামাকৃতি হইয়া তুহিনাচলে দৈত্যদল দলন করিতে যাইতেছেন। রাজ্ঞী ব্যূহপ্রবেশপূর্ব্বক সৈন্যদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া কহিলেন, "আমি পতিহীনা হইয়াছি বটে, কিন্তু পুত্রহীনা হই নাই। এখনও আমার সহস্র সহস্র পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা কেহই হীনবীর্য্য নহে, সকলেই অপরিমিত-পরাক্রমশালী। হায়! এ কি সাধারণ দুঃখের বিষয়, আমি সহস্র-সহস্র-বীর-মাতা হইয়াও বিপক্ষের হস্তগতা হইব। আমার পুত্রেরা কি তাহা স্বচক্ষে দেখিবে! সংসারে যতপ্রকার সুখ আছে, স্বাধীনতা-সুখ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। সংসারে যতপ্রকার দুঃখ আছে, পরাধীনতা-দুঃখ সকল হইতে দুঃসহ। হায়! আমার বীর্য্যবান্ সন্তানেরা কি পরাধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে এবং দারুণ পরনিগ্রহ সহ্য করিবে! যে স্বর্ণময়ী বিজয়নগরী জয় করিতে ইন্দ্রসুত জয়ন্তও ভীত হইতেন, এ ক্ষণে কি সেই নগরী সামান্য সামন্ত-সমরে পরাজিত হইয়া অপহৃত হইবে! আমি সিংহপরাক্রমশালী এত অসংখ্য বীরের মাতা হইয়া এখন কি শৃগালভার্য্যা হইব।" মহিষীর এতাদৃশ খেদপূর্ণ উৎসাহ-বাক্য শ্রবণ

করিয়া চতুর্দ্দল সৈন্যগণ, পদদলিত ভুজঙ্গ, তিরস্কৃত মাতঙ্গ, ঘৃতলগ্ন বহ্নি ও মেঘান্তসূর্য্যের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বল বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। অতি অল্প ক্ষণেই বিপক্ষ-পক্ষ মহাভয়ে ভীত হইয়া স্থিরতরু-সদৃশ স্তব্ধ হইয়া রহিল। রাজ্ঞী পুনর্ব্বার সৈন্যদিগকে উৎসাহান্বিত করণাশয়ে বলিলেন, "ভগবান্ রামচন্দ্র একাকী দুর্জ্জয় রাবণকে পরাজয় করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। অজাতপ্রতিযোধ ধনঞ্জয় অসংখ্য নৃপকুল হইতে একাকী দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভগবান্ পরশুরাম পিতৃবৈরী ক্ষত্রিয়দিগকে একবিংশতি বার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নিহত করেন। তোমরা তত্তুল্য সহস্র সহস্র যোদ্ধা কি জননীস্বরূপা জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে পারিবে না? তোমাদিগের পিতৃবৈরী এখনপর্য্যন্তও জীবিত রহিয়াছে? প্রতিফল কিছুই প্রাপ্ত হইল না?"

পতিবিরহ-কাতরা মহিষীর এইরূপ খেদপূর্ণ উৎসাহবাক্য-শ্রবণে সৈন্যেরা, প্রবল পবনের ন্যায়, ধাবিত হইয়া বিপক্ষের দুর্ভেদ্য ত্রিভুজ-ব্যূহ ভেদ করিয়া ফেলিল। শত্রুরা অসহ্য পরাক্রম আর সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রেণীভঙ্গ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়িত-মৃগানুসরণে কেশরী যেমন ধাবিত হয়, রাজা রমণীমোহনের সৈন্যগণ বিদ্রোহিদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তদ্রূপ ধাবিত হইল। শিবিরোপরি বিজয়পতাকা উড্ডীন দেখিয়া রণজয়-সূচক বাদ্য বাজিতে লাগিল। সেনা ও সেনাপতিগণ, রণশ্রান্তি শান্তি করিয়া শান্ত-প্রকৃতি-অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে শিবিরে প্রবিষ্ট

হইয়া, রাজার বিয়োগজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মহিষী নৃপতির মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুটী নেত্র হইতে অজস্র অশ্রুধারা নির্গত হইয়া রাজার অঙ্গ ধৌত করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে বোধ হইল, যেন অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী পৃথিবীর অন্তস্তাপে উত্তাপিতা হইয়া সহস্রমুখী হইলেন। রাণী শোকমোহে মুগ্ধা হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হা নাথ! আমাকে অনাথিনী করিয়া একাকী কোথায় গমন করিলে? আমি তোমার মুখারবিন্দের মধুর সম্ভাষণ না শুনিয়া একবারে দশ দিক শূন্য দেখিতেছি। অনিবার্য্য শোক আমার শরীর জর্জ্জরীভূত ও হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। একবার গাত্রোত্থান কর, আমার সহিত কথা কহ, এবং আমাকে বাহু-লতা দ্বারা বদ্ধ করিয়া আলিঙ্গন কর। আমার তাপিত তনু শীতল হউক।" রাজ্ঞী এইরূপ কহিতে কহিতে শোকমোহে মুগ্ধা হইয়া বাহুলতা দ্বারা পতিকে বেষ্টন করিয়া ধূলায় বিলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণানন্তর নৃপজায়া জ্ঞানপ্রাপ্তা হইয়া কহিলেন, "হা জীবিতেশ্বর! জগদীশ্বর আপনার প্রতি প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়াছেন। আপনি বিপক্ষভয়ে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিলে পারত্রিকে পরমেশ্বরসমীপে দণ্ডনীয় হইবেন, আমি এই ভয়ে আপনাকে যুদ্ধপক্ষাবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। আপনি সম্মুখ-সঙ্গ্রামে শরীর ত্যাগ করিয়া পরম পিতার

হৃহবাসের পাত্র হইলেন। কিন্তু আমাকে শোক-সাগরে পতি-নিধনরূপ কলঙ্ক-তরঙ্গোপরি যাবজ্জীবন ভাসমান রাখিলেন।”

রাজ্ঞী এইরূপ বিলাপ করিয়া পতিসহগামিনী হইতে ইচ্ছাবতী হইয়া, চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। সৈন্তেরা চন্দনকাষ্ঠ আহরণ করিয়া সমাধিকুণ্ড প্রস্তুত করিল। পতিপ্রাণা সুশীলা পতির সহমরণে একান্ত উদ্‌যোগিনী হইলেন। চিতারোহণ করিতে যান, এমন সময়ে প্রধান সেনাপতি ধূম্রাক্ষ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন “মাতঃ! পিতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন কি আপনিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? আমরা কাহাকে আশ্রয় করিব? কে আমাদিগকে প্রতিপালন করিবে? আমরা কাহার জন্য বহুপ্রাণী নিধন করিয়া রণজয়ী হইলাম? আপনি না-থাকিলে অগত্যা পুনর্ব্বার আমাদিগকে পরাধীন হইতে হইবে। কিন্তু আমরা কখনই পর-নিগ্রহ সহ্য করিতে পারিব না, এই জ্বলন্ত-চিতারোহণ করিয়াই প্রাণত্যাগ করিব। তজ্জন্য আপনিই ঈশ্বরসমীপে দণ্ডনীয়া হইবেন।” কিন্তু রাণী ইহাতে নিবৃত্তা না হওয়ায়, সেনাপতি পুনর্ব্বার কহিলেন, “মৃত ভর্ত্তার অনুগামিনী হইলেই যে তাঁহার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হয়, তাহা নহে। যেহেতু মানবমাত্রেই আপন আপন কর্ম্মানুযায়ি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এবং সহমৃতা হইলেই যে পতিব্রতা-ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, অন্য-প্রকারে হয় না, এরূপ নহে, বরঞ্চ ইহাতে আত্মহত্যা-মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। পতিব্রতা সহস্রপ্রকারে স্বকীয় পতিব্রতা-ধর্ম্ম প্রতিপালন ও পতিভক্তি প্রকাশ করিতে

পারেন। সতীদিগের পতির প্রিয়কার্য্য-সাধন ও যথার্থরূপে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিলেই পতিব্রতা-ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইতে পারে; অনুমরণ-ধর্ম্মাপেক্ষা জীবিত-ব্রহ্মচর্য্যব্রত সহস্রাংশে উৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই।" প্রধান সেনাপতির এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী পতির সহমরণে নিবৃত্তা হইলেন। রাজার অন্ত্যেষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইলে, মহিষী উক্ত স্থানে জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ এবং যুদ্ধবিবরণ তাহাতে ক্ষোদিত করাইলেন। অনন্তর রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রধান মন্ত্রীর হস্তে রাজকার্য্য সমর্পণ করিলেন।

রাজ্ঞী মন্ত্রি-হস্তে রাজ্য-ভার সমর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু আপনি বিশেষ সতর্কতা ও পরিশ্রমপূর্ব্বক সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এটী কেবল তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জন ও জ্ঞানপরিমার্জনের ফল। অবিদ্যাবতী সাধারণ রমণীকর্ত্তৃক এতদ্বৃহৎকার্য্য কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। তিনি রাজকার্য্যালোচনানন্তর পতির পাদুকা-দ্বয় পূজা করিতেন, এবং পতিকে ধ্যানপূর্ব্বক হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত করিয়া, ভক্তি-কুসুম ও শ্রদ্ধা-চন্দন তদীয় পদযুগে সমর্পণ করিতেন। পতির প্রেমে তদ্গতচিত্তা হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেন, নাথ! আর কত দিনের পর আমাকে আপন সহবাসিনী করিবেন? আমি কঠোর বিরহ-যাতনা সহ্য করিতে পারি না। অনন্তর পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়া কহিতেন, হে অন্তর্যামিন্! আমার অন্তরের ভাব তুমি সকলই জান, তথাচ প্রার্থনা করিতেছি, আমার মৃত্যু হইলে আমি যেন আমার স্বামীর সহবাসিনী হইতে পারি।

স্ত্রীজাতি এরূপ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতনিষ্ঠা হইলে, পরাশরমতানুসারে বিধবার দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করা প্রয়োজন রাখে না। বস্তুতঃ দ্বি-স্বামিনী অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বিনী সহস্রাংশে গুরুতরা ও দেবতার ন্যায় পূজনীয়া তাহার সন্দেহ নাই।

রাজা রমণীমোহন, একটী করভকে শিশুকালাবধি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার আহার ও স্নানাদি করাইতেন এবং সময়ে সময়ে গাত্র-কণ্ডূয়ন করিয়া দিতেন। যে যাহাকে স্নেহ করে, সেই তাহাকে ভালবাসে। আপ্যায়িত করিলে পরও আপনার হয়, এবং অনাপ্যায়িত হইলে আপনও পর হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আদর করিলে বন-বিহারী পশু পক্ষীও অনুগত হয়। রাজা হস্তিশাবককে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন, হস্তিশিশুও তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। তিনি যে স্থানে যাইতেন, ছায়ার ন্যায় প্রায়ই অনুগামী হইত। বিশেষতঃ করিশাবক যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে নৃপতির অবগাহন-সময়ে, বৃহদ্দন্তোপরি মণিমণ্ডিত সিংহাসন ধারণ করিয়া অবনীনাথের অপেক্ষা করিত। অমরনাথের ঐরাবতারোহণের ন্যায় অবনীপতি গজারোহণ করিয়া স্নানার্থ গমন করিতেন।

যুদ্ধে রাজার প্রাণ-বিয়োগ হইলে ঐ মাতঙ্গবর, শোকোন্মত্ত হইয়া ব্যাধ-তাড়িত কুরঙ্গের ন্যায় ধাবিত হয়। হস্তিপ সাধ্যানুসারে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিল, বারণ কিছুতেই বারণ না মানিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর বিজয়চন্দ্রকে বৃক্ষান্তরালে দেখিতে পাইয়া, মৃতনৃপতিকে জীবিত

স্থানে তাঁহাকে কর-বেষ্টন করিয়া শিরে ধারণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। করিবর নগর প্রবেশ করিলে, নাগরীয় জনগণ, ঐরাবতারোহণে বাসবের আগমন বিবেচনায়, হস্তীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মহিলাগণ গৃহকার্য্যে নিরতা ছিল, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র, পাককারিণী দর্ব্বী, ও বেশকারিণী অঞ্জনালক্ত, করে করিয়া রাজপথে দণ্ডায়মানা হইল। একচিত্তে কোন রমণী বেণীবন্ধন করিতেছিল, অর্দ্ধবন্ধন না হইতেই বাম-বক্র-গ্রীবায় বামহস্তে অর্দ্ধবেণী-গ্রন্থি ধারণ করিয়া গবাক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল, গ্রন্থাবশিষ্ট কেশগুলি মুখোপরি পতিত হওয়ায়, একটী আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল, হঠাৎ বোধ হয় যেন চন্দ্রমা নীরদজালে অর্দ্ধাবৃত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

রাজমন্ত্রী প্রজাগণের আবেদন-পত্র পাঠ এবং রাজমহিষী যবনিকার অন্তরাল হইতে তাহা শ্রবণ করিতেছেন, এই কালে দন্তিবর পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ বিজয়চন্দ্রকে রাজসিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া সেনাগজগণের সহিত মিলিত হইল। তৎকালে বিজয়চন্দ্র অচৈতন্যাবস্থায় ছিলেন। দেখিয়া, মীনাহুতি-রহিত নিস্তব্ধ নীর হঠাৎ আন্দোলিত হইলে তন্নিবাসী জন্তু যেমন বিচলিত হয়, সভ্যগণ সেইরূপ সচকিত হইয়া উঠিলেন। রাজমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ বিজয়চন্দ্রকে ব্যজন করিতে লাগিলেন, ভৃত্যেরা বারি আনিয়া তাঁহার চক্ষে ও মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিল। রাজবৈদ্য বিজয়চন্দ্রের চৈতন্যসম্পাদন জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। এবংবিধ শুশ্রূষায় তিনি অবিলম্বেই পুনর্ব্বার চৈতন্যাশ্রয় করিলেন। স্বাস্থ্যাবস্থায় জিজ্ঞাসিত

হইলে, মন্ত্রীর নিকট আত্মপরিচয় আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করিয়া, বসন্তের নিমিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তৎকালে বিজয়চন্দ্র শোকে ও তাপে অত্যন্ত ভগ্নচিত্ত ও উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, এবং এরূপ দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে, এক-পদ-গমনেও মোহ উপস্থিত হইত। সুতরাং তিনি স্বয়ং অনুজের অন্বেষণে অশক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ অনবরত অনুজচিন্তায় নিরত রহিল। রাজসচিব বসন্তকুমারের অন্বেষণার্থ বিজয়চন্দ্রের প্রদর্শিত পথে শত শত ভৃত্যকে দ্রুতগামী অশ্বারোহণে প্রেরণ করিলেন। পরতাপার্দ্র সারদ্বাজ মুনিবর বসন্তকুমারকে আপন ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং অন্বেষণকারী ভৃত্যেরা ইতস্ততঃ বিস্তর তত্ত্ব করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বিমর্শমনে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। বিজয়চন্দ্র সহোদরের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া হৃদয়বিদীর্ণকর বাক্যে নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বিলাপ শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী ও অন্তঃপুরিকাগণ, মন্ত্রী ও সভাস্থ সভ্য সমুদায়, অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সমীপস্থিত তরুলতা সকল, ফল পুষ্প পত্র বিক্ষেপ করিয়া, যেন শোকচিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজমন্ত্রী স্বয়ং বিজয়চন্দ্রের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিলেন। প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া নানাপ্রকার শাস্ত্রীয়ালাপে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিজয়চন্দ্রের বাক্‌পটুতা ও শাস্ত্রপারদর্শিতা দেখিয়া তাঁহাকে একজন অসাধারণ পণ্ডিত বিবেচনায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

প্রভাতীয় দীপশিখা যেমন ক্রমশঃ স্তিমিতভাব প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ হয়, শোকরূপ দীপ্ত শিখাও তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ হইতে থাকে। বিজয়চন্দ্র ভ্রাতার শোক ক্রমে বিস্মৃত হইয়া শরীরের স্বাস্থ্য জন্য পুষ্পোদ্যান প্রভৃতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজতনয়া বিমলা, তাঁহার বিমল রূপে ও নির্ম্মল গুণে নিতান্ত অনুরক্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রীস্বভাব-সুলভ লজ্জাবশতঃ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বুদ্ধিমতী মহিষী কন্যকার ভাবাবলোকনেই সমস্ত বুঝিয়াছিলেন। এবং তিনি বিজয়চন্দ্রের দর্শনদিনাবধিই তনুজাসম্প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই বস্তু পরস্পর অনুরূপ মসৃণ না হইলে যেমন সম্যক্‌রূপ যোগ হয় না, তদ্রূপ বর কন্যা উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রীতি সঞ্চারিত না হইলে, মিলন সুখকর হয় না। ইত্যাদি বিবেচনায়, বিমলার প্রতি বিজয়চন্দ্রের, ও বিজয়চন্দ্রের প্রতি বিমলার, প্রীতি অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে উভয়ের অনুরাগাবলোকনে আপ্ত ও আত্মজনদিগের আমন্ত্রণ করিলেন। আমন্ত্রিত অমাত্যগণ নিরূপিত দিবসে সভাস্থ হইলেন। বেশকারিকা রাজবালাকে সুসজ্জিত করিলে, বিমলরূপিণী বিমলা সপ্ত সখী সঙ্গে সপ্ত-চন্দ্র-বেষ্টিত বৃহস্পতি গ্রহের ন্যায়, সপ্তবর্ণসমবেত ইন্দ্রধনুর ন্যায়, সভা-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া, সজ্জনের মনোরঞ্জন এবং বিষয়-বিলাসীর চিত্ত-চকোর হরণ করিলেন। বর কন্যা সভায় উপস্থিত হইলে, পুরোহিত উভয়ের প্রতি উভয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলেন। তদনন্তর শাস্ত্র

কন্যা প্রতিজ্ঞাসূত্রে বদ্ধ হইলে, রাজ্ঞী বিজয়চন্দ্রকে কন্যারত্ন সম্প্রদান করিলেন। সভ্যগণ উভয়ের সম্মিলনে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বিধাতা এক রত্নেই অন্য রত্ন সম্মিলন করিয়া থাকেন। যেমন ইন্দ্রের অঙ্কে ইন্দ্রাণী ও বিষ্ণুর অঙ্কে কমলা শোভমানা হন, তদ্রূপ বিমলা বিজয়চন্দ্রের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া শোভমানা হইলেন। যদ্রূপ স্বর্ণ-গুণিকায় নীলকান্তমণি গ্রথিত হইলে, উভয়েরই উজ্জ্বলতা ও গৌরব বৃদ্ধি হয়, বিজয়চন্দ্র ও বিমলার মিলন হওয়ায় তদ্রূপ উজ্জ্বলতা ও গৌরব বৃদ্ধি হইল। এইরূপে বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইলে, বরকন্যা বাসরগৃহে প্রবেশ করিলেন। বাসরমণ্ডপ অপূর্ব্ব মণিমণ্ডিত, হীরক-খচিত ও ইন্দ্রধনুসদৃশ চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হওয়ায়, যথার্থই বাসব-বাসর-সদৃশ হইয়াছিল। অন্তঃপুরচারিকাগণ, নানাপ্রকার বাদিত্র-বাদনে, সুগীতি-কীর্ত্তনে ও সুমধুর বাক্যকৌশলে মহিলা-মণ্ডপ আমোদিত করিয়া সমস্ত যামিনী জাগরণ করিল। বিজয়চন্দ্র বাদয়িত্রী ও গায়িকার নিপুণতায়, এবং উৎপরীক্ষিকার বাগ্মিতায় পরম পরিতুষ্ট হইলেন। সুখ-বিভাবরী বোধ হয় যেন শীঘ্রই বিভাত হইল।

এইরূপে বিবাহ-ক্রিয়া-কলাপ সমুদায় সম্পাদিত হইলে রাজ্ঞী প্রজাগণের অনুমত্যনুসারে বিজয়চন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি রাজা হইয়া বিশেষ পরিশ্রমপূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুদ্ধানল একবারেই নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছিল। অতএব তিনি প্রজার হিতার্থেই সমুদয় সময় অতিবাহিত

করিতে লাগিলেন। যে যে প্রদেশে জলকষ্ট ছিল, তথায় সরোবর খনন ও পয়োনালী প্রস্তুত করিয়া দিলেন; রাজপথ সমুদায় পরিষ্কৃত, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মালয়, ও অতিথিশালা স্থাপন এবং কারালয়ে শিল্পকার্য্য প্রচলিত করিলেন। বিজয়চন্দ্র স্বয়ং কারালয়ে উপস্থিত হইয়া বন্দীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিমলা স্ত্রী-কারালয়ে উপস্থিতা হইয়া, শিল্পবিদ্যা শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে অনুরক্তা হইলেন। যেমন জনশ্রুতি আছে, স্পর্শমণি স্পর্শ করিলে লৌহ স্বর্ণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ দুরন্ত দস্যুদল ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎপথের পান্থ হইতে লাগিল। ইহাতে বন্দীগণের সংখ্যা দিন দিন ন্যূন হইয়া কারাগার ক্রমে শূন্যাগার হইয়া উঠিল। সস্ত্রীক বিজয়চন্দ্রের এইরূপ দেশহিতকর কার্য্যে রাজ্যস্থ সমস্ত মনুষ্যই তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় পূজা করিতে লাগিল।

এইরূপে বিজয়চন্দ্র বিদ্যাবতী প্রিয়তমার সহবাসে একাসনে উপবিষ্ট হইয়াই, এক সময়ে, কখন ইতিহাস আলোচনাপূর্ব্বক দেশ-বিদেশের মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা, কখন ভূবিদ্যা আলোচনা করিয়া দেশবিদেশ-ভ্রমণ, কখন ভূতত্ত্ববিদ্যা পরিশীলন করিয়া অবনীগর্ভে গমন, কখন জ্যোতিঃশাস্ত্র আলোচনা করিয়া অন্তরীক্ষে বিচরণ, কখন পদার্থবিদ্যা ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরের প্রেমসমুদ্রে নিমজ্জন করিতে লাগিলেন। এতাদৃশ সুখের সন্নিধানে ইতরেন্দ্রিয়-সুখ কত অকিঞ্চিৎকর, যাঁহারা বিদ্যাবন্তার্য্য,

তাঁহারাই জানিতে পারেন। নতুবা যেমন পতিবিলাসিনী পতিসহবাস-জনিত সুখ কুমারীকে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, তদ্রূপ বিদ্বদ্ভার্য্য আপন হৃদয়গত সুখরাশি অবিদ্বদ্ভার্য্যকে প্রকাশ করিয়া বলিতে সমর্থ হন না।

এক দিন বিজয়চন্দ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া উদ্যানের তরুরাজির স্বতঃসিদ্ধ শোভা সন্দর্শন করিতেছেন, এমত সময়ে বিমলা নিকটবর্ত্তিনী হইয়া সুমধুর সম্ভাষণে কহিলেন, হৃদয়বল্লভ! বনরাজি, পশু ও দ্বিজজাতির স্বাভাবিক শোভা বিলোকন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যদি আপনার অভিলাষ হয়, তবে চিত্ততোষ বিপিনে আমার পিতার যে প্রমোদ-মণ্ডপ আছে, তথায় কিছুকাল অধিবাস করিয়া স্বভাব-শোভা সন্দর্শন করি। বিজয়চন্দ্র প্রণয়িনীর সৎপ্রবন্ধে তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলেন। এবং পর দিন উষা-সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া মহিষীর নিকট বিদায় লইয়া অত্যল্প অনুযাত্রীর সহিত সস্ত্রীক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। বিজয়চন্দ্র বীথী-দেশ দিয়া রথারোহণে গমন করিতেছেন, আরণ্যকগণ স্বতঃসিদ্ধ-সংস্কার-বশতঃ তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিমলা অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা কহিতে লাগিলেন, "দেখ নাথ! আপনাকে আগন্তু দেখিয়া বনস্পতি ফল, পুষ্পবতী পুষ্প প্রসব করিয়া, গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারদ্বারা গন্ধ বহন করিয়া, ময়ূর-ময়ূরী পক্ষপুট বিস্তার দ্বারা নৃত্য করিয়া, এবং হরিণীগণ চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া, উপহার প্রদান করিতেছে। আপনি অনুকম্পাপূর্ব্বক রাজভক্ত প্রজাগণের স্বতঃসিদ্ধোপহার গ্রহণ করুন।" বিজয়চন্দ্র ঈষ-

হাস্য করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! ইহারা কেহই রাজভক্ত নহে, সকলেই চোর ও প্রবঞ্চক। ঐ দেখ, রম্ভাতরু ত্বদীয় উরু, দাড়িম্ব পয়োধর, হরিণী নয়নযুগল, চমরী কেশজাল, ভুজঙ্গিনী বেণীবন্ধন, ময়ূরী অম্বর, মরালিনী গমন, পিকবর বচন, খঞ্জনী নৃত্য, যূথী জাতী অঙ্গরাগ ও সৌগন্ধ, হরণ করিয়া, আমাকে বঞ্চনা করিতেছে।" বিমলা হাস্য করিয়া কহিলেন, এইজন্যেই আমি আপনাকে প্রিয় সম্বোধন করিয়া থাকি। এবংবিধ মধুরালাপে তাঁহারা প্রমোদ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

বিজয়চন্দ্র বিপিনবিহারিগণের বিবিধ বিলাস বিলোকন করিতে করিতে নিত্য নূতন সুখানুভব করিতে লাগিলেন। একদা অপরাহ্নে অকস্মাৎ তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হওয়ায় তিনি নিতান্ত অসুস্থ হইলেন। কি নিমিত্ত তাঁহার এরূপ দশা হইল, তন্নিবন্ধন নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, এই কালে নিদ্রা তাঁহার নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে একবারে বিচেতন করিল। পতিপ্রাণা বিমলা পতিকে অসুস্থ দেখিয়া তাঁহার চৈতন্যাপেক্ষায় অঙ্কদেশে পদযুগল স্থাপনপূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিশীথসময় উপস্থিত হইল। দিবাচরগণ নিদ্রায় বিচেতন হওয়ায়, রাত্রিচরগণ ভীষণ শব্দ করিতে বহির্গত হইয়া নিঃশব্দে ইতস্ততঃ আহারান্বেষণ করিতে লাগিল। ভূমণ্ডল ঝিল্লীরবে শব্দায়মান এবং গগনমণ্ডল নিস্তব্ধ ও তারকামালায় খচিত হইল। দীপশিখা ক্রমশঃ স্তিমিতভাব অবলম্বন করিল। এই ঘোর যামিনী-কালে বিজয়চন্দ্র স্বপ্নে অবলোকন করি-

লেন, যেন বসন্তকুমার তরুতলে পতিত হইয়া জলের জন্য 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতেছে। অমনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। উত্তাপে বস্তুমাত্রই তরল হইয়া বিস্তৃত হয়। শোকো-ত্তাপে তাঁহার পূর্ব্ব দুঃখ-সিন্ধু নবীভূত হইয়া একবারে উচ্ছলিত হইল। তিনি অমনি শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইলেন এবং 'বসন্ত রে বসন্ত!' এই শব্দ করিয়া দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হই-লেন। পতিপ্রাণা বিমলা পতির তদবস্থা অবলোকন করিয়া প্রথমতঃ চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর কারণজিজ্ঞাসু হইয়া প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় অগত্যা অনুগমন করিলেন। দৌবারিক কর্ম্মচারী ও দাসীগণ ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল, সুতরাং তাহারা তৎকালে কিছুই জানিতে পারে নাই, এবং রাজ-তনয়া বিমলাও কাহাকে আহ্বান করিতে অবকাশ পান নাই।

বিজয়চন্দ্র ক্রমে ক্রমে নিবিড়ারণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, রাজদুহিতা বিমলাও ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহাদিগের সেই সময়ের ভাব নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন শান্তি-দেবী ক্রোধ-সিংহের পীড়নে পীড়িতা হইয়া ধর্ম্মের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন। পুরুষজাতি সবল, বালাকুল সহজেই অবলা; তাহাতে আবার কণ্টক কঙ্করে বিমলার পদতল ক্ষত বিক্ষত হওয়ায় রক্তপাত হইতে লাগিল। সুতরাং তাঁহার গতি ক্রমশই মন্থর হইয়া আসিল। এই অবকাশে বিজয়চন্দ্র তির্য্যক্ পথে গমন করায় প্রিয়তমার অদৃষ্ট হইলেন। পতিপ্রাণা বিমলা পতিকে দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আহ্বান করিতে করিতে দ্রুত গমন

করিতে লাগিলেন। পথশ্রান্তি-যাতনা অপেক্ষা পতির অদর্শন-যাতনা সমধিক বোধ হওয়ায়, ভয়াকুল-কুরঙ্গী-নয়নোপম তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল।

বিমলা ক্রমে ক্রমে এইরূপ গমন করিয়া এক ত্রিশির বর্ত্মে উপনীতা হইলেন। বিমলাকে পথ-প্রদর্শন করিতেই যেন এই সময়ে রজনী প্রভাত হইল। মন্দ মন্দ বায়ু-সঞ্চরণে বৃক্ষপত্র হইতে নিশির শিশিরবিন্দু স্খলিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন তরুমণ্ডলী সকল বিমলার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছে। বৃক্ষবাসী বিহঙ্গ সকল মধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইল, যেন বনবাসী তরুগণ বিমলার শোকে শোকান্বিত হইয়াই করুণ-স্বরে রোদন করিতেছে। প্রাতর্ব্বায়ু সেই শব্দ বহন করিয়া বিপিন-বিহারী ধরাশায়ী নিদ্রিত জীবদিগকে মৃদুমন্দভাবে বলিতেছে—জাগরিত হইয়া বিমলাকে আশ্রয় প্রদান কর; যেন তাহারা সেই শব্দ শ্রবণেই ক্রমে ক্রমে গাত্রোত্থান করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিল। বিমলা ত্রিশির বর্ত্মে দণ্ডায়মানা হইয়া যূথভ্রষ্ট চিত্রাঙ্গিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া পতিগমন-পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; এবং আকুল হইয়া আরণ্যকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে বৃক্ষ-বনস্পতে! হে গুল্ম-লতে! হে পশু-পক্ষি! হে বনদেবতে! আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার পতির গমন-পথের প্রদর্শক হও।" উষার তুষাররাশি দূর্ব্বাদলে উজ্জ্বল মুক্তার ন্যায় বিকীর্ণ ছিল। তাহার উপর দিয়া গমন করায় বিজয়চন্দ্রের পদাঙ্ক হইয়াছিল। বিমলার দুঃখে দুঃখিত

হইয়া সেই পদাঙ্ক বিজয়চন্দ্রের গমন-পথ প্রত্যক্ষবৎ দেখাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি ভ্রম-বশতঃ বিবেচনা করিতে না পারিয়া বিপরীত-পথাবলম্বিনী হইলেন। সুতরাং পতির সহিত তাঁহার সম্মিলনের আর সম্ভাবনা রহিল না। তিনি মণিহারা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় স্খলিত-বেণী-বন্ধনে, কুরঙ্গহারা কুরঙ্গিনীর ন্যায় চঞ্চল-নয়নে, মাতঙ্গহারা মাতঙ্গিনীর ন্যায় বিচলিতচরণে, বারংবার প্রিয়-পতি-সম্বোধনে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অপরাহ্ণ সময় উপস্থিত হইল। তখন শোক ও ভয়ে একবারে জড়ীভূতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "হে জগদীশ্বর, তুমি জলে স্থলে শূন্যে সর্ব্বত্র সমানভাবে বিরাজমান রহিয়াছ, কেবল আমারই অজ্ঞান-বশতঃ দেখিতে পাই না। এই নিবিড়ারণ্যে তুমি আমার পতির নিকটেও রহিয়াছ এবং আমাকেও রক্ষা করিতেছ। অতএব অনাথিনীর প্রার্থনা,—আমার সতীত্ব এবং পতির জীবন রক্ষা কর।" এইরূপ কহিতে কহিতে গমন করিলেন। পরে একটী মণিমণ্ডিত মন্দির দেখিয়া জনবাস বিবেচনায় তদন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জনশূন্য স্থান। উক্ত মন্দিরের প্রান্ত দেশ দিয়া একটী পর্ব্বত-নির্ঝর বনান্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং মন্দির হইতে নির্ঝর-নীর পর্য্যন্ত একটী সোপানও নির্ম্মিত আছে। নিতান্ত অবসন্না বিমলা নীর-নিকটবর্ত্তি অধিরোহণে উপবিষ্টা হইয়া "হে করুণাময় জগদীশ্বর! রক্ষা কর" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; বোধ হইল, যেন তাঁহার সেই রোদন-শ্রবণে মহীধর করুণার্দ্র হইয়া নির্ঝরিণী-রূপে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে।

এ দিকে প্রমোদমন্দিরবাসী পরিচারকগণ প্রাতঃকালে বিজয়চন্দ্র ও বিমলাকে দেখিতে না পাইয়া আশ্চর্য্য বিবেচনায়, কতকক্ষণ তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিল। এবং ইতস্ততঃ অরণ্যাভ্যন্তরে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

বৎসগণ! মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর। এক্ষণে পুনর্ব্বার বসন্তকুমারের কথা আরব্ধ হইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

একদা সারদ্বাজ মুনি আশ্রম-তরুতলে কুশাসনে উপবেশন করিয়া বনবাসিনী মুনি-মহিলাদিগকে পতিব্রতা-ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন, বৃহস্পতি-চক্রের সপ্ত-চন্দ্র সদৃশ, বসন্তকুমার ও অন্যান্য ঋষিপুত্রেরা মুনিরাজকে পরিবেষ্টন করিয়া, তদীয়-বদন-বিগলিত বিমল বাক্যাবলী দ্বারা হৃদয়কোষ পূর্ণ করিতেছেন। অকস্মাৎ একটী মৃগশাবক তথায় উপস্থিত হইয়া, আম্র বৃক্ষাশ্রিত মাধবীলতাকে বারংবার আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহাকে পাতিত করিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া বসন্তকুমার স্বীয় বয়স্যাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে! ঐ দেখ পিতার উপদেশের গুণে আশ্রমবাসিনী লতাও পতিব্রতা হইয়াছে; হরিণশিশু বৃক্ষবাহিনী মাধবীলতাকে বারংবার আকর্ষণ করিয়াও বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। তচ্ছ্রবণে সারদ্বাজ মুনিবর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেম, বসন্ত! মৃগশাবকটীকে বন্ধন করিয়া দূরে রাখ, নতুবা ও মাধবীকে আরও উৎপীড়ন করিবে। বসন্তকুমার মৃগশিশুকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলেন; এই কালে আনন্দনগরাধিপতি আনন্দময় নৃপতির দূত আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং মুনিরাজের পদদ্বয়ে প্রণতিপূর্ব্বক, তাঁহার হস্তে একখানি লিপি অর্পণ করিল।

তিনি আগ্রহাতিশয়-সহকারে পাঠ সমাপন করিয়া হর্ষোদ্গত-বচনে বসন্তকুমারকে কহিলেন, বৎস! মহারাজ

আনন্দময় বিশেষ কোন পরামর্শ জন্য আমাকে লিপি দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন। আমি তদীয় সৌজন্যগুণে আবদ্ধ আছি, সুতরাং বিপন্ন পুত্রের আহূত পিতার ন্যায়, তথায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছি। অতএব অদ্য নিশাবসানে নরনাথকে আশীর্ব্বাদ করিতে গমন করিব। আনন্দনগরী, দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায়, ভারতের অলঙ্কার স্বরূপ। যদি দেখিতে তোমার অভিলাষ থাকে, তবে আমার সহচর হইলে বাসনা পূর্ণ হইবে। মুনিবর এই কথা বলিয়া সায়ংসন্ধ্যা-বন্দনে তটিনী-তট-বিহারে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই, প্রবল বায়ুর বিশ্রামকালের ন্যায়, দশ দিক নিস্তব্ধ করিয়া ক্রমান্বয়ে শান্তিসুখদায়িনী রজনী উপস্থিতা হইল। বসন্ত-কুমার রাজপুত্র বটেন, কিন্তু শৈশব কাল হইতে আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়াছেন, সুতরাং লোকালয়ের আচার ব্যবহার কিছুই জানেন না, এক্ষণে শয়নাসন গ্রহণ করিয়া নগরের আকৃতি ও রাজার প্রকৃতি প্রভৃতি নানাপ্রকার নাগরিক ভাব চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রার ক্রোড়শায়ী হইলেন।

রজনী প্রভাতে সারদ্বাজ মুনি আহ্বান করিলে, বসন্ত-কুমার, পর্য্যটকদিগের দেশ-দর্শনের ন্যায়, আনন্দনগর-পরিদর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মুনি-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার ভ্রূ-নস স্পন্দন হইতে লাগিল। তিনি পরিণয়ের মাঙ্গলিক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আশ্রম-তরুকে উদ্যান-লতা আশ্রয় করিবে এ নিতান্ত অসম্ভব; অথবা অঘটন-ঘটনই বিধাতার কার্য্য। যথাকালে রাজধানীতে উপস্থিত

হইয়া রাজবর্ত্মের দুই পার্শ্বে দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিতে লাগিলেন। ধনাঢ্য বণিক্‌দিগের শোভনোত্তম হর্ম্ম্য, প্রাচীনগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মমন্দির, দুর্গ প্রভৃতি অলঙ্কারে আনন্দনগর মনোমোহন রূপ ধারণ করিয়াছে। ললনারা শ্রীমতী, সুমতি, লজ্জাবতী ও অতিসুশীলা। অত্রত্য জলবায়ু স্বাস্থ্যকর; ভূমিখণ্ড অত্যুর্ব্বর ও নানাজাতীয় ফল-পুষ্প-শস্যে পরিপূর্ণ। বসন্তকুমার রাজধানীর এইরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই স্থান আনন্দ-নগর নামে বিখ্যাত, বাস্তবিক ইহা আনন্দময়ই প্রত্যক্ষ হইতেছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নগর অতি বিরল।

ভারদ্বাজ মুনিবর, ভগবান্ রামচন্দ্রের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের ন্যায় নরেন্দ্র-সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা, নির্ব্বাসিত জনের অকস্মাৎ প্রিয়সমাগমের ন্যায় আনন্দিত হইয়া মুনিরাজকে প্রণাম প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন। তিনি বসন্তকুমারের সহিত একাসনে উপবেশন করিলেন। রাজা তপোধনের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি সমস্ত মঙ্গল বলিয়া, প্রতিপ্রশ্নে রাজ্যের কুশল অবগত হইলেন। রাজা বসন্তকুমারকে ঋষিবেশধারী এবং স্বাগত ঋষির সহিত একাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, ইনি ঋষি-প্রিয়শিষ্য অথবা কোন তেজস্বী তপস্বীর পুত্র হইবেন, এই বিবেচনায় মহর্ষিকে তদীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বসন্তকুমারের সবল শরীরকান্তি, আজানুলম্বিত কোমল

বাহুযুগল, প্রশস্ত ললাটদেশ, ঈষদ্রক্ত বিশাল নেত্রদ্বয়, অসীম-সাহস-পূর্ণ মুখশ্রী, গম্ভীরাকৃতি, উদার প্রকৃতি এবং বাক্য-বিন্যাসে রসনার পটুতা ও সাহসিকতা দেখিয়া ক্ষত্রিয়-ভ্রমে বারংবার তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গগনমণ্ডলের ভাব পরিদর্শনে বহুদর্শী নাবিকেরা যেমন ঝটিকার ও বৃষ্টিপাতের নির্ণয় করে, তদ্রূপ সারদ্বাজ মুনি বসন্তকুমারের প্রতি রাজাকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া, তদীয় মানস বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বসন্তকুমার রাজার নিকট পরিচিত হন, তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল না। রাজা পাছে জিজ্ঞাসা করেন, এই ভয়ে তিনি পূর্ব্বেই তাঁহাকে আপন আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভূপতি কহিলেন, ভগবন্! আমার দুহিতা সুকুমারী উদ্বাহযোগ্যা হইয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, তুল্য-গুণ-রূপ সুযোগ্য ভাজনে সম্প্রদান করিব। কিন্তু অমাত্য তদ্বিষয়ে দোষ কীর্ত্তন করিয়া আমাকে এককালে নিরুৎসাহ করিয়া-ছেন। বস্তুতঃ সম্প্রদান ও স্বয়ংবর এ উভয়ের তারতম্য কিছুই স্থির হইতেছে না। তজ্জন্য আমি আপনাকে আহ্বান করিয়াছি, আপনি যাহা স্থির করেন, তাহাই আমার কর্ত্তব্য।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! অমাত্য উদ্বাহবিষয়ে যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত বটে; কেননা পরিণয় পরিণামে তাদৃক্ সুখাবহ না হইয়া বরং অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, পিতা মাতা, কুটিল শাস্ত্রকারদিগের মতাবলম্বী হইয়া, তনয়া কন্যাকাল

প্রাপ্ত না হইতেই, আপন মনোমত পাত্রে সম্প্রদান করেন। দুহিতা পরিণেতার প্রতি অনুরক্তা হইলে কোন কথাই থাকে না। কিন্তু যদি দম্পতীর ভিন্নাভিপ্রায়বশতঃ পরস্পর প্রণয় না হয়, তাহা হইলে যে কি অসুখের কারণ, তাহা অন্যের উপলব্ধি করিবার সাধ্য কি? যে দম্পতীর পরস্পর মানসানৈক্য, তাঁহারাই ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

ধর্ম্ম-শাস্ত্রবেত্তারা লিখিয়াছেন, কন্যা যেপর্য্যন্ত পতিমর্য্যাদা ও পতির সেবা শুশ্রূষা সম্যগবগতা না হইবেন, জ্ঞানবান্ পিতা তদবধি আপন দুহিতার বিবাহ দিবেন না। যদি সুকুমারী বিদ্যাবতী এবং পতিমর্য্যাদা জ্ঞাত হইয়া থাকেন, তবে দময়ন্তী ও সাবিত্রী প্রভৃতি রাজতনয়াদিগের ন্যায়, আপন অনুরূপ বরে স্বয়ংবরা হন সেই ভাল। নতুবা মহারাজ স্বেচ্ছানুসারে যে কোন পাত্রে সম্প্রদান করিলে, পরিণামে অসুখের কারণ হইতে পারে সন্দেহ নাই। কত শত পরিবারের মধ্যে দেখা যাইতেছে, এইরূপ সম্প্রদান হেতু, স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত অথবা স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিরক্তা হন, তজ্জন্য কত অনর্থের মূলোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব মহারাজ! সম্প্রদান বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিয়া স্বয়ংবরোদ্যোগ পাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।

রাজা কহিলেন, আপনার যে অভিপ্রায়, তাহাই আমার প্রামাণ্য ও কর্ত্তব্য। সম্প্রতি প্রার্থনা, সুকুমারীর স্বয়ংবর পর্য্যন্ত আপনি অত্র অবস্থান করুন, তাহা হইলে আমাকে পরমাপ্যায়িত করা হয়। মুনিবর কহিলেন, মহারাজের এই অভ্যর্থনায় আমি সম্মত হইলাম।

অনন্তর রাজা মন্ত্রোদ্যানে ঋষিরাজকে বাসস্থান প্রদান

করিতে অনুচরদিগকে অনুজ্ঞা করিলেন। মহর্ষি বসন্তকুমারের সহিত নিরূপিত বাসস্থানে গমন করিলে, রাজা কহিলেন, অমাত্য! এ ক্ষণে শুভ দিন নির্ণয় করিয়া দেশদেশান্তরীয় নৃপতি ও বুধগণকে আহ্বানহেতু স্বয়ংবরসূচক নিমন্ত্রণ-পত্রীর সহিত ভট্টদিগকে প্রেরণ কর, এবং দুর্গপ্রান্তরে স্বয়ংবরার্থ সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিতে কর্ম্মকরদিগকে নিয়োজন কর। প্রজেশ এই আদেশ প্রদান করিয়া অবরোধে গমন করিলেন। অমাত্য আনুপূর্ব্বীক সকল কর্ম্মের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ আনন্দময় যে উদ্যানে সারদ্বাজ মুনির উপনিবেশ নিরূপিত করিয়া দিলেন, সেই উদ্যানটী রাজান্তঃপুরসংলগ্ন উত্তর ভাগে স্থাপিত। তাহার চতুর্দ্দিক ইষ্টক-নির্ম্মিত দৃঢ় প্রাচীরে আবদ্ধ; পূর্ব্ব দিকে একটী প্রবেশদ্বার ও মধ্যস্থলে বৃহৎ পুষ্করিণী। সেই সরোবরের মধ্যদেশস্থ আশ্চর্য্য কৌশলসম্পন্ন দ্বিতল অট্টালিকা অপূর্ব্ব শোভার আকর। তাহা দেখিলে বোধ হইত, একখানি স্ফটিক-ফলকে সৌধশিখর চিত্রিত রহিয়াছে। ঐ সরোবরের নির্ম্মল সলিলে অট্টালিকার প্রতিচ্ছায়া পতিত হইলে, বোধ হইত, নির্ম্মলাকাশে সৌধমালা নির্ম্মিত হইয়াছে; অথবা অভিমন্যু-বধে সপ্ত রথীর ন্যায়, ব্যূহবদ্ধ হইয়া দেবতারা ব্যোমযান-আরোহণে শূন্যপথে উড্ডীয়মান হইতেছেন। বায়ুপ্রভাবে যখন সেই সরসী-সলিলে তরঙ্গ উঠিত, তখন আবার বোধ হইত, যেন সসাগরা সপ্তদ্বীপাধিপতি সগর রাজার অর্ণবপোত গভীর সমুদ্র-কল্লোলে বিচলিত হইতেছে। ঐ অট্টালিকার অগ্রি-

রোহণী, চন্দ্রালোক-পতিত নির্ম্মল জল-তরঙ্গ-তুল্য, বিচিত্র-শোভান্বিতা ছিল। রাজা এই অট্টালিকায় উপবেশন করিয়া সারদ্বাজ মুনির সহিত রাজ্যসংক্রান্ত মন্ত্রণা ও ধর্ম্মালাপ এবং শুভকার্য্যোপলক্ষে সপরিবারে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। কোন কোন সময় সারদ্বাজ মুনিও ঐ দেবদুর্ল্লভ গৃহেই, রাজান্তঃপুরিকাদিগকে পতিব্রতা-ধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন। বস্তুতঃ ঐ উদ্যানটী রাজার মন্ত্রোদ্যান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অন্তঃপুর-সংযুক্ত গুপ্ত দ্বার দিয়া পুরবাসিনীগণ যদৃচ্ছাক্রমে উদ্যান-বিহারে আসিতেন। সুতরাং রাজার অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উদ্যানে গমন করিতে পারিতেন না। সৌধগর্ভ সরোবরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থলভাগে, শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি নানা বর্ণের পুষ্প-পাদপ, এবং অম্ল-মধুরাদি নানারস-সংযুক্ত ফলবান্ বৃক্ষ যথানিয়মে আরোপিত থাকায়, মন্ত্রোদ্যান যার পর নাই সুরম্য হইয়াছিল। বসন্তকুমার মুনিরাজের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সরোগর্ভস্থ সৌধ-শোভাবলোকনে চমৎকৃত ও বিমোহিত হইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ সারদ্বাজ, মন্ত্রোদ্যানে রাজার যে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ক্রমান্বয়ে বসন্তকুমারকে তাহার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিন গত হইল।

একদা আনন্দময় নৃপতির কুমারী সুকুমারী, উমা ও চন্দ্রিমা দুই সহচরী সমভিব্যাহারিণী হইয়া, কুমুদ ও কোকনদ পরিবেষ্টিত নলিনীর ন্যায়, যামিনীযোগে শয়নালয়ে নিদ্রিতা আছেন। নিশীথসময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি

চন্দ্রিমাকে জাগরিতা করিয়া কহিলেন, সখি চন্দ্রিমে! স্বপ্নে কি আশ্চর্য্য দেখিতেছিলাম, আহা! চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাহার কিছুই দেখিতেছি না, জলবিম্ব-প্রায় কোথায় লুক্কায়িত হইল। চন্দ্রিমা চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, সুকুমারি! কি স্বপ্ন দেখিতেছিলে, যদি গোপন করিবার না হয়, তবে বল শুনি। সুকুমারী কহিলেন, সখি! যে বলে ঈশ্বরকে জানিয়াছি, সে যেমন ঈশ্বর-তত্ত্বের কিছুই জানে না, তদ্রূপ যে হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া সখীগণের নিকটে মনোগত ভাব প্রকাশ না করে, সে সখ্যভাবের মধুর-রসাস্বাদনে বঞ্চিত আছে। আমি কি কখন তোমাকে কিছু গোপন করিয়াছি? চন্দ্রিমা কহিলেন, না তা নয়; কোন কোন রমণীরা বলেন, লোকে এরূপ স্বপ্নও দেখিয়া থাকে, তাহা প্রকাশ করিলে তাহার আপনারই অমঙ্গল হয়; তাই তোমায় ভাই! 'যদি গোপন করিবার না হয় তবে বল', এরূপ বলিয়াছি। সুকুমারী কহিলেন, সে সকল অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের বাক্যে বিশ্বাস করিতে নাই। আমি স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি অবিকল তাহাই বলি, শ্রবণ কর। সখি! আমি যেন তোমাদের সঙ্গে উপবনে গিয়াছিলাম, তোমরা যেন সহকার-তরুতলে মাধবীলতা-চ্ছায়াতে বিশ্রাম করিতে বসিলে, আমি একাকিনী সরোবর-তটবর্ত্তিনী হইয়া দেখিলাম, একটী পরম সুন্দর পুরুষ ভ্রমণ করিতেছেন। অকস্মাৎ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়ায় বোধ হইল, অনঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাইয়া দেশভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন, অথবা কুমুদবন্ধু প্রণয়িনী কুমুদিনীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া আকাশ ছাড়িয়া ভূতলে প্রকাশ পাইয়াছেন এবং কুমুদিনীকে

প্রমোদিনী করিতে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন। এই বিষম ভ্রম দূরীকরণ ইচ্ছায় অনিমিষচক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিলাম। চন্দ্রিকাতুল্য তাঁহার অঙ্গের অমল কোমল প্রভায় আমার হৃদয়-কুমুদ প্রসন্ন এবং নয়ন-চকোর সুধা-পিপাসু হইয়া অনিমিষ হইল; কাজেই আমি তাঁহার নিকট-বর্ত্তিনী হইলাম। সেই পুরুষোত্তম আমাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, সুন্দরি! তুমি কে? কিনিমিত্ত এ থানে আসিয়াছ? তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে আমি লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ধরা খনন করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে উত্তর-দানে পরাঙ্মুখী দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এইরূপ বাক্য শ্রবণে আমি জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি আনুপূর্ব্বীক পুরাবৃত্ত বিস্তার করিয়া বলিতেছিলেন, এই কালে নিদ্রাভঙ্গ হইল। হায় সখি! সেই পূর্ণেন্দু কোথায় লুকাইল? নয়নচকোর জাগরিত হইয়া আর দেখিল না। সখি! তোমরা স্বচক্ষেই দেখ আমার নয়ন তাঁহার দর্শন-বিরহে ব্যাকুল হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! মনঃষট্পদ মধুমত্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গেই গিয়াছে। এ কি বিপরীত! ভৃঙ্গ-বিরহে হৃদয়-নলিনী বিদীর্ণ হইতেছে! দেখ চন্দ্রিমে! আমি কি আপন ধনে আপনি চোর হইলাম।

চন্দ্রিমা কহিলেন, সুকুমারি! বৃথা স্বপ্ন দেখে কেন ক্ষিপ্ত হইয়াছ? স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? ছি! ছি! লোকে ইহা জানিতে পারিলে, কি না কলঙ্ক-সম্ভাবনা? ও কথায়

আলোচনা হইতে ক্ষান্ত হও। উমা কহিলেন, চন্দ্রিমে! সুকুমারীর স্বপ্নের মর্ম্ম কিছু বুঝেছ? চন্দ্রিমা কহিলেন, না সখি, আমি ত কিছুই বুঝি নাই, তুমি কি বুঝিয়াছ বল শুনি। উমা কহিলেন, সুকুমারী সর্ব্বক্ষণ উত্তম বর ভাবনা করে, কাজেই স্বপ্নেও তাহাই দেখেছে। সুকুমারী কহিলেন উমে! আমি ত স্বপনে দেখিয়াছি, তুমি জাগিয়াই নিত্য নূতন বর দেখ। সে যাহা হউক, সখি! তোরা কলঙ্কের শঙ্কা করিতেছিস্ কেন? স্বপ্ন কখন সত্য নয় বটে, কিন্তু যদি কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে অঘটন ঘটনই হয়, তবে ছি! অভিসারিকার ন্যায় আমি তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইব কেন? স্বয়ংবরা হইলেও আমার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে।

চন্দ্রিমা কহিলেন, সুকুমারি! তুমি যা ভাবিয়া এই কয়েকটী কথা কহিলে, আমি সে ভাবের একটী কথাও তোমাকে বলি নাই। তবে কি না ভাই! আমরা কুমারী, কি করিতে শেষে কি হবে, বিবেচনা করিয়াই আমাদের চলা উচিত। দেখ, যে সকল স্ত্রী বিদ্যাবিষয়ে একবারে বিরত, তাহারাও অনায়াসে সতী-ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে। বিশেষ আমরা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতেও সমর্থা হইয়াছি। যদি আমাদেরই কুমতি হয়, তবে কি নারীকুলে আর বিদ্যানুশীলন থাকিবে? অনেকেই বিবেচনা করিবেন, স্ত্রীজাতি বিদ্যা শিক্ষা করিলেই দুশ্চরিত্রা হয়। এমন কি, অনেক দেশে এরূপ প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে যে, তাঁহারা স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা অতিগর্হিত বিবেচনা করেন; কিন্তু এ কেবল তাঁহাদিগের বুঝিবার ভ্রান্তি, যে স্ত্রী আপনা-আপনি

আপনাকে রক্ষা করে, সেই সুরক্ষিতা। নতুবা মূর্খ করিয়া গৃহে রুদ্ধ করিলে, তাহাতে সুরক্ষিত হওয়া দূরে থাক, বরং মহানর্থের মূল হইয়া উঠে।

উমা কহিলেন, সখি চন্দ্রিমে! তুমি সুকুমারীকে কি প্রবোধ দিতেছ। যেমন বধিরের নিকট আশুতোষিণী গীতি-গান এবং অন্ধের নিকটে চিত্ততোষ নৃত্য করিলে কোন ফলোদয় হয় না, সেইরূপ স্মররাজ-শর-মোহিনীকেও উপদেশ দিলে বিফল হয়। বরং নিবারণ করিলে পতঙ্গের দীপাশ্রয়ের ন্যায়, সে বারংবার মন্মথের মনোমত কার্য্য করিতেই তৎপর হয়। সুকুমারী হাস্য করিয়া কহিলেন, উমে! এ তোমার পক্ষে, অন্যের পক্ষে নয়।

চন্দ্রিমা কহিলেন, সুকুমারি! তুমি ও ক্ষেপার কথায় কাণ দিও না। আমাদের আর্য্য আচার্য্য গল্পচ্ছলে অশিক্ষিত ও শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণের ভাবগতি যেপ্রকার বর্ণন করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে তাহাই শুন। অশিক্ষিত রমণী-গণের অন্তঃকরণ ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশার ন্যায় অন্ধকারময়, এবং শিক্ষিত মহিলাগণের অন্তঃকরণ শারদী পূর্ণিমার নিশা-সদৃশ, শোভমান ও নির্ম্মল দিবসের ন্যায় আলোকিত। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা, কুসংস্কারের বাধ্য হইয়া, ভূতপ্রেতাদি নানাপ্রকার আশঙ্কায় প্রতিপদক্ষেপণে ভয়ে অভিভূতা হয়; শিক্ষিত রমণীগণ তাহা দেখিয়া হাস্য করেন। অশিক্ষিত রমণীগণ, যেমন রসে মীন নষ্ট হয়, তদ্রূপ পরপ্রলোভনে আপনারা নষ্ট হইয়া থাকে; দণ্ড ও ভূত-ভয় দেখাইয়া অনেকে যেমন ইহাদিগকে কলঙ্কিত করে, সেইরূপ আবার

অবাস্তবিক ধর্ম্মোপদেশ দিয়াও ঘোর কলুষে নিমজ্জন এবং অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। শিক্ষিত মহিলাগণ সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ অন্তর্যামী ঈশ্বর ব্যতীত কাহাকেও ভয় করেন না; সুতরাং ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অধার্ম্মিকেরা মৃত্যু ও দণ্ড-ভয় দেখাইয়া ইহাঁদিগের নিকট যেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে না, সেইরূপ অর্থ কি ধর্ম্ম-প্রলোভনেও অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীরামদয়িতা সীতা যদি অশিক্ষিতা হইতেন, তবে কি রাবণের ভয়ানক দণ্ডভয়ে ও অপরিহার্য্য প্রলোভনে তিনি আপন দৃঢ়তা ও পতিভক্তি অচলা রাখিতে পারিতেন? যাঁহারা দময়ন্তী ও সাবিত্রীর চরিত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষিত মহিলাগণের অন্তঃকরণ কত দূর বলবান্ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। অশিক্ষিত রমণীরা সন্তানগণকে পাপ পথে পদার্পণ করিতে দেখিলেও শিক্ষাভাবে ও অবিহিত স্নেহের অনুরোধে বাধা দিতে পারে না। তাহাতে সন্তানগণের মানস-ক্ষেত্রে যে সকল কুসংস্কার ও পাপাঙ্কুর বদ্ধমূল হয়, তাহা জ্ঞানাস্ত্রের সাহায্যেও সম্যক্ প্রকারে উন্মূলিত হয় না। ত্রিফলা-নির্য্যাস-মসী-রঞ্জিত বস্ত্র যেমন শত ধৌতেও একবারে অকলঙ্ক হইতে দেখা যায় না, তদ্রূপ মাত্রনুকরণ-দোষও শিক্ষকের সহস্রপ্রকার উপদেশেও একবারে বিদূরিত হয় না। জগজ্জীবন বায়ু দোষাশ্রয় করিলে, যেমন জীবগণের জীবনহত্যা হয়, তদ্রূপ অকপট স্নেহের আধার মাতাও কার্য্য-বিশেষে সন্তানের শত্রু হইয়া থাকেন। শিক্ষিত রমণীগণ শিশুকাল হইতে সন্তানগণকে নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়া নীতি ও ধর্ম্মের আধার

করেন। তাঁহাদিগের সন্তানগণের সুকুমার হৃদয়ে শিশুকাল হইতে জননীদত্ত যে ধর্ম্মবীজ বিক্ষিপ্ত হয়, তাহা আচার্য্যের শিক্ষা-সলিলে ক্রমান্বয়ে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে।

চন্দ্রিমার এইরূপ বক্তৃতা শুনিয়া উমা কহিলেন, চন্দ্রিমে! অশিক্ষিত অবলাগণ পাপ-পঙ্কে পদার্পণ করে, আর শিক্ষিতেরা তাহার নিকট দিয়াও যান না, এ কথা বলিও না। বাস্তবিক যিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া পরকালের ভয় না করেন, (শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই) তিনি পাপপঙ্কে পতিত হইয়া ক্রমাগত নিমগ্ন হইতে থাকেন। প্রাণি-বধের নিমিত্ত নিষ্কাশিত হইলে, অতীক্ষ্ণাস্ত্র অপেক্ষা শাণিতাস্ত্র যেমন অধিক ভয়ঙ্কর হয়, সেইরূপ পাপোদ্যত অশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে শিক্ষিত ব্যক্তি মহাভীষণ হইয়া থাকেন। ঈশ্বর অজ্ঞ পাপীকে যেমন ক্ষমা করেন, জ্ঞানী পাপীকে তদ্রূপ ক্ষমা করেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে, (শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই) যিনি পাপ-প্রলোভনে একবার পতিত হইয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মের পথে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তিনি ধন্য।

চন্দ্রিমা কহিলেন, উমে! তা সত্য বটে, কিন্তু অশিক্ষিতেরা যেরূপ সচরাচর প্রতারিত হইয়া পাপ-পথে চলে, শিক্ষিতেরা তদ্রূপ প্রতারিত হন না। বস্তুতঃ অশিক্ষিত শ্রেণীতে যেমন দোষের ভাগ অধিক, শিক্ষিত শ্রেণীতে সেইরূপ গুণের ভাগ অধিক দেখা যায়। তবে যে লোকে শিক্ষিতদিগের গুণাপেক্ষা দোষাংশই অধিক দেখেন, ইহার কারণ এই যে, শুভ্র বস্ত্রে বিন্দু-পরিমাণ মসীও অধিক-

তর উজ্জ্বলতা ধারণ করে। শিক্ষিতেরা লোকপরিবাদ যেমন কণ্টকস্বরূপ বিবেচনা করেন, অশিক্ষিতেরা তাহাকে সেই-রূপ ভূষণ-স্বরূপ ভাবিয়া থাকে। এইনিমিত্ত লোকাপ বাদও তাহাদিগের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। চন্দ্রিমা এই কথা উমাকে কহিয়া তদনন্তর সুকুমারীকে কহিলেন, সুকুমারি! অশিক্ষিত স্ত্রীদিগের চরিত্রের কথা কহিলাম, আবার কুসং-স্কারবিশিষ্ট জাত্যভিমানী নির্দ্দয় পুরুষদিগের কথা শ্রবণ কর; তাঁহারাই অবলা স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রধান বৈরী। যদি তরুণবয়স্ক সরলহৃদয় কোন যুবা পুরুষ বালিকাগণের বিদ্যাভ্যাস-বিষয়ে কোন প্রস্তাব করেন, তবে তাঁহাদিগের ক্রোধের আর পরিসীমা থাকে না, জ্বলন্তানলে ঘৃতাহুতির ন্যায় অগ্নি-অবতার হইয়া রাম রাম, কেহ মহাভারত ইত্যাদি শব্দ করিয়া কাণে হাত দেন। আবার কেহ কেহ বস্ত্রাবরণে অনল গোপন করিবার ন্যায় কৌতুক করিয়া কহেন—এখন কতই হবে; স্ত্রীলোকে বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া রাজসভার সভ্য হইবে; পুরুষেরা তাহাদের পরিচ্ছদ লইয়া অন্তঃপুরে বসিয়া থাকিবে।—এরূপ আপত্তিকারীরা বিদ্যাশিক্ষা যে কি জন্য, তাহার কিছুই জানেন না। কেবল পরের দাসত্ব হেতু বিদ্যা-ভ্যাস, এই কুসংস্কার-মদে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। বিদ্যা কিকারণ শিক্ষা করা আবশ্যক, যাঁহারা ইহার তাৎপর্য্য না জানিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন, অথবা বিদ্বান্ নামে বিখ্যাত হন, তাঁহারাও এইরূপ পুস্তকবাহক চতুষ্পদ, বোধ হয় ইহা বলি-লেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যা অমূল্য ধন ও অভেদ্য সুহৃদ্। বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত বিবেচনা হয়। আপনার

ও অন্যের শুভসাধন করা যায়। ঈশ্বরের মঙ্গলদায়ক নিয়ম জ্ঞাত হইয়া শারীরিক ও মানসিক সুখ-সাধন করিতে পারা যায়। বিশ্বস্রষ্টার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হওয়া যায়। ইহা সেই মূঢ় মনুষ্যেরা না জানিয়া বিপরীতভাবাবলম্বন করিয়াছে।

এইরূপ কথোপকথনে রজনী প্রভাত হইল। দিননাথ পূর্ব্ব দিক্ হইতে উদিত হইয়া অন্ধকারকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বায়সকুল ব্যাকুল হইয়া সভয়ে কা কা ধ্বনি করিতে লাগিল। বসন্তকুমার প্রাতঃসময়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম (ঈশ্বরোপাসনা) সম্পন্ন করিয়া কুসুমবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এই কালে সুকুমারী সহচরীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া পুষ্পচয়নার্থ বৃক্ষবাটিকার দ্বারে উপনীতা হইলেন। চন্দ্রিমা দূর হইতে বসন্তকুমারকে দেখিতে পাইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা সুকুমারীকে কহিলেন, সখি! ঐ দেখ, তোমার স্বপ্ন বুঝি প্রত্যক্ষ হইল। সুকুমারী মুখ উন্নত করিয়া দৃষ্টি করিলেই যেন লজ্জিত হইয়া উভয়েই উভয়ের নেত্র-পুত্তলিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পক্ষপুটদ্বয় নিমিষ পরিগ্রহ করাতে তাঁহাদিগের সেই অভিসন্ধি বিফল হইল। এই সময় স্বপ্নদর্শিত সমুদয় ভাব মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া সুকুমারীর হৃদয়-মন্দির অধিকার করিল। সুতরাং তিনি ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া বসন্তকুমারের পরিচয় গ্রহণ-নিমিত্ত পদে পদে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন। তখন উমা সুকুমারীর গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ দ্বারা কহিলেন, অয়ি অভিসারিকে! আত্মগুণ সকলি বিস্মৃত হইলে। সুকুমারী লজ্জায়

নম্রমুখী হইয়া আর অগ্রবর্ত্তিনী হইতে পারিলেন না, সেই মনোমোহন রূপ মনোমধ্যে ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রতিগমন করিলেন। বসন্তকুমার সুকুমারীর অদর্শনে, চিরপ্রণয়িনীর অদর্শনের ন্যায়, জর্জ্জরীভূত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত প্রতীপদর্শিনীকে দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণ চিরবিরহীর ন্যায় ব্যাকুল হইতেছে। আহা! মনের কি আশ্চর্য্য বিকার!

সুকুমারী নৃত্যমণ্ডপে প্রিয়সখীগণকে ডাকিয়া কহিলেন, সখি চন্দ্রিমে! স্বপ্ন যেন প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু তদ্দর্শিত সমস্ত ভাব বাস্তবিক কি অলৌকিক, তাহা জানিতে মন একান্ত ব্যাকুল হইতেছে। উমা কহিলেন, সুকুমারি! সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশ হইয়া থাকে, এবং কমল বিকসিত হইলে অবশ্যই তাহার সৌরভ বিস্তীর্ণ হয়, তজ্জন্য গৌণ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। ইহা শুনিয়া সুকুমারী স্থির হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে বসন্তকুমারের সেই মনোহর লাবণ্য সর্ব্বক্ষণ প্রত্যক্ষ রহিল। কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে তাঁহাকে দেখা পাইবেন, অহর্নিশ এই ধ্যান, এই জ্ঞান, ক্রমে শরীর শীর্ণ, বিবর্ণ ও দুর্ব্বল করিতে লাগিল।

চন্দ্রিমা সুকুমারীর এইরূপ পূর্ব্বরাগ-সঞ্চার দেখিয়া উমাকে কহিলেন, সখি! আমাদের প্রিয়সখী সুকুমারী পতি-চিন্তা করিয়া দিন দিন শীর্ণা বিবর্ণা হইতেছেন। দেখ পূর্ব্বমত আমাদের সঙ্গে আর আলাপ করেন না, যদি আমরা কিছু কহি, তবে বিরক্তি বোধ করেন। চল দেখি, আজি প্রিয়সখীকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করি, তিনি সর্ব্বক্ষণ

মৌনাবলম্বনে কি চিন্তা করেন। এই বলিয়া উভয়ে স্থকুমারীর নিকট গমন করিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। স্থকুমারী একখানি পুস্তক হস্তে করিয়া পাঠ করিতে করিতে কহিতেছেন, বিদর্ভজে! আপনি বিহঙ্গকর্তৃক প্রতারিত হইয়া নানাপ্রকার যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে; কেননা, পরে পরকে ক্লেশ দিয়াই থাকে। কিন্তু আমি আপনি আপনার ক্লেশের কারণ হইয়াছি। মরালমুখে নল-রাজার গুণ ও যশোবর্ণন শুনিয়া, আপনি অধৈর্য্য হইয়াছিলেন, আমি মনোমোহনের মনোহর মূর্ত্তি স্বচক্ষে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়াছি। অতএব উৎপত্তির প্রভেদ থাকিলেও আপনার অবস্থা যেপ্রকার পাঠ করিতেছি, আমারও অবস্থা অবিকল সেইরূপ হইয়াছে। অনন্তর তিনি—এখন ত আর পাঠ করিতে ভাল লাগে না,—এই বলিয়া নৈষধ ত্যাগ করিলেন। যোগিনীগণের যোগচিন্তার ন্যায় কিয়ৎক্ষণ মৌনবতী থাকিয়া, লেখনী গ্রহণ করিলেন। মনের ভাব কি, এবং তিনি কি নিমিত্তই বা লেখনী সঞ্চালন করিতেছেন, তাহার নিশ্চয় নাই। সুতরাং ঈশ্বরের নাম এবং এ, ও, তা, লিখিয়া, বিরক্ত হইয়া লেখনী পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর বর্ণাধার আনিয়া তূলিকা দ্বারা চিত্র করিতে লাগিলেন। কি চিত্র করিতেছেন প্রথমে তাহার সিদ্ধান্ত না করিলেও, মন্ত্রোদ্যান ও তন্মধ্যস্থ সরোবর প্রভৃতি যেন আপনিই চিত্রিত হইল। তিনি লিখিতে লিখিতে তার পর বসন্তকুমারের সেই মুনিবেশ-যুক্ত মনোহর প্রতিমা লিখিয়া মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিতে দেখিতে কিঞ্চিৎ অন্তরে নিক্ষেপ

করিলেন, এবং মানিনীর ন্যায় বিমুখী হইয়া বসিয়া থাকিলেন। আর দেখিব না ভাবিয়া দুটী নয়নও মুদ্রিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ খণ্ডিতার ন্যায় বিলাপ করিয়া চিত্রপটখানি পুনর্ব্বার নিকটে আনিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনি কি তাপস? না রাজপুত্র? যদি তাপস হন, তবে কেন তপোবনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন? লৌহই আপনি দগ্ধ হইয়া অপরকে দগ্ধ করে, কিন্তু তপস্বীরা স্বয়ং যন্ত্রণা পাইলেও অন্যকে যন্ত্রণা প্রদান করেন না, বরং সুখী করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধু শব্দভেদী শরে বিদ্ধ হইয়াও রাজা দশরথকে অভিসম্পাত করেন নাই, বরং তাঁহাকে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ মুনিবেশধারিন্! আপনি নিরপরাধে কেন কুলকুমারীকে যন্ত্রণা দিতেছেন? এই কি তাপসশ্রেষ্ঠ সারদ্বাজ মুনির উপদেশের, বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের, ও তপোবনস্থ সাধুসঙ্গের ফল? মৃগয়াসক্ত নৃপতিগণ ভয়বিহ্বলা হরিণীর চঞ্চল নেত্র দেখিয়াও যেমন নির্দ্দয় হইয়া তাহার বক্ষে শর নিক্ষেপ করেন, আপনার ব্যবহারও তদ্রূপ দেখিতেছি। ইহাতেই বোধ হয়, আপনি তাপসপুত্র নহেন, রাজপুত্র হইবেন। কিন্তু আপনার পরিধেয় বল্কল ও করস্থ অক্ষমালা প্রভৃতি মুনিসামগ্রী প্রতিবাদ করিয়া আমার এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতেছে। আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া আত্মপরিচয়-প্রদানে সন্দেহ-দুঃখ-সাগর হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিবেন?

সুকুমারী ক্ষিপ্তপ্রায় এইরূপ নানাপ্রকার বাক্য প্রয়োগ

করিতেছেন, এমন সময় চন্দ্রিমা অন্তরাল হইতে কহিয়া উঠিলেন, সুকুমারি! ভাই, তোমার সিদ্ধান্তই অকাট্য। এই কথা শুনিবামাত্র সুকুমারী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চিত্রপটখানি আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। উমা ও চন্দ্রিমা গৃহপ্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার প্রবোধ প্রদানের পর, চন্দ্রিমা সুকুমারীকে কহিলেন, সখি সুকুমারি! তুমি কি অনুশোচনে দিনযামিনী মৌনব্রতী থাক, এবং সময়ে সময়ে উন্মত্তার ন্যায় চিত্তবিকার প্রকাশ কর, তোমার মনের কথা কি? আমরা তোমার সখী, আমাদের কাছে মনের ব্যথা ব্যক্ত করিতে ভয় কি আছে? দীর্ঘকাল গত হইয়াছে, অল্পকাল বাকী, মনোমত বরে স্বয়ংবরা হইলেই মনোরথ পূর্ণ হইবে, তজ্জন্য অনর্থক চিন্তার প্রয়োজন কি?

উমা কহিলেন, চন্দ্রিমে! তুমি আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, যার মনের জ্বালা সেই জানে, দাবানলে বন দগ্ধ হয়, বড়বানল জল দহে, চিতানলে শব দাহ হয়, ইহাই সকলে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, কিন্তু অনিবার্য্য বিরহানল অহরহঃ দেহ দাহ করে, তাহা কেহই দেখিতে পায় না, অথচ করি-ভক্ষিত কপিত্থের ন্যায় শরীর পদার্থশূন্য হয়। পূর্ব্বরাগ-সঞ্চার হওয়ায়, সুকুমারীও করি-ভক্ষিত কপিত্থের ন্যায় হইয়াছেন। সুকুমারী সহাস্যমুখে কহিলেন, উমে! আমার পূর্ব্বরাগ হইয়াছে বটে, কিন্তু তোমার দশম দশা।

অনন্তর সুকুমারী চন্দ্রিমাকে কহিলেন, সখি! আমার মন যাহার জন্য এত ব্যাকুল তাঁহাকে সহজেই পাইতে পারি। কিন্তু তিনি তাপস-পুত্র, কি রাজকুলোদ্ভব, অথবা

সাধারণ মনুষ্য, তাহার কিছু জানিতে না পারিয়া, পরে আমার দশা কি হইবে, এই অনুশোচনায় চিন্তাকুল হইতেছি। চন্দ্রিমা, কহিলেন, সখি! সেজন্য চিন্তা কি? তুমি আপন অনুরূপ বরেই অনুরাগিণী হইয়াছ। আমি এক দিন পুষ্পচয়নচ্ছলে মন্ত্রোদ্যানে গমন করিয়া সারদ্বাজ মুনিকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সবিশেষ কহিলেন, তোমার প্রাণেশ্বর জয়পুরাধিপতি জয়সেন রাজার পুত্র। সুকুমারী এই শুভ সংবাদ শ্রবণে আনন্দিতা হইলেন।

স্বয়ংবর-বাটী প্রস্তুত হইলে, নিরূপিত দিবসে চতুর্দ্দিক হইতে শকট বাজী গজে নৃপতিগণ, পদব্রজে বুধগণ, আগমন করিয়া, সমুচিত সম্মানানন্তর যথাযোগ্য আসনে সকলে উপবেশন করিলেন। সুকুমারী পরিণয়-সূচক বেশে সহচরীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া স্বয়ংবরসমাজে গমন করিলেন। ভূপালগণ সভা-মেঘ-মণ্ডলীতে জ্যোতির্ম্ময়ী তারকামালার সহিত বিদ্যুল্লতা উদিত দেখিয়া, নিমেষশূন্য-লোচনে সুকুমারীর সেই সুরম্য মুখ-চন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সুকুমারী কোন রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না, যথাবিধানে বসন্তকুমারকে বরমাল্য প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রজেশবর্গ বসন্তকুমারের পরিচয় অবগত ছিলেন না। সুতরাং সামান্য লোক বিবেচনায় আনন্দময় নৃপতিকে উপহাস করিতে লাগিলেন। সারদ্বাজ মুনিবর সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া নৃপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে নরেশবর্গ! জগদীশ্বর আপনাদিগের হস্তে অসংখ্য

লোকের ধন, মান, ও প্রাণ রক্ষার ভারার্পণ করিয়াছেন। আপনারা ধর্ম্মাধিকরণের উজ্জ্বল নক্ষত্র; ন্যায় ও অন্যায় বিবেচনা করিয়া অপরাধীর দণ্ডবিধান ও শিষ্ট জনকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া যদি নির্দ্দোষীকে দণ্ড প্রদান করেন, তবে তাহা বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর হয়। বৃক্ষমূলস্থ তরুলতা যেমন যাহাকে আশ্রয় করে, তাহারই রসে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং সূর্য্যালোক রুদ্ধ করিয়া কেবল নিকটবর্ত্তী গুল্মলতার অপকার করে না, পরিশেষে আশ্রয়-বৃক্ষকেও নষ্ট করে; সেইরূপ সন্দেহ মনুষ্যের অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া নানাপ্রকার আন্দোলনে পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং লক্ষিত ব্যক্তির অপকার-সাধন করিয়া, পরিশেষে আশ্রয়কেও নষ্ট করে। অতএব সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তদুৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সন্দেহ কি নিমিত্ত হৃদয়-স্থান অধিকার করিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, তাহাতে আপনার ও অপরের অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। পেচক যেমন সূর্য্যালোক অপেক্ষা অন্ধকারময় কোটরে বসিয়া সকল বিষয় স্পষ্ট দেখিতে পায়, সেইরূপ সন্দেহ মনুষ্যের মনে থাকিয়াই নানাপ্রকার বিষয় স্পষ্ট দৃষ্টি করে। কিন্তু পেচক কোটর পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যালোকে বহির্গত হইলে যেমন কিছুই দেখিতে পায় না, তদ্রূপ সন্দেহ মনুষ্যের অন্তঃকরণ হইতে বহির্গত হইলে অন্ধ হয়। এইনিমিত্ত বলিতেছি, সন্দেহকে অন্তঃকরণে না রাখিয়া বহির্গত করিবে। হে সদাশয় নরেন্দ্রগণ! আপনারা বসন্তকুমারের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছেন; হইতে পারেন; কিন্তু

সেই সন্দেহকে মনোমধ্যে না রাখিয়া, স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসু হইলেই, মহারথ আনন্দময় নৃপতিকে শ্লেষ করিতেন না। বাস্তবিক আপনারা সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া, প্রফুল্ল কমল শৈবালাবৃত দেখিয়া সৌরভ-শূন্য বিবেচনা করিতেছেন। মৃণ্ময় পাত্রে হীরকখণ্ড রাখিলে কখন কি তাহার ঔজ্জ্বল্য হ্রাস হইয়া থাকে? পৃথিবীমণ্ডলের ছায়াতে মনুষ্যগণ যেমন চন্দ্রের কিরণ খর্ব্ব দেখিয়া থাকেন, বাস্তবিক কি তাহার জ্যোতিঃ ধ্বংস হইয়া থাকে? অতএব আপনারা গুণ না জানিয়া কেবল বাহ্যশোভানুরোধে পিকবরকে অবমাননা করিতেছেন। উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিলেই যদি সদ্বিদ্যাশালী ও সৎকুলোদ্ভব হয়, তাহা হইলে কি এ পৃথিবীতে অভদ্র ও মূর্খ থাকিত? অতএব আপনারা সবিশেষ না জানিয়া আনন্দময় ভূপতিকে কেন অনাদর-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন? সুমতি সুকুমারী আপন অনুরূপ বরেই স্বয়ংবরা হইয়াছেন। যেহেতু বসন্তকুমার জয়পুরাধীশ্বর জয়সেন নৃপতির কুমার; দৈবদুর্ব্বিপাকে এই দুঃখের দশায় পতিত হইয়াছেন। অগ্রে পরিচয় না লইয়া কোন ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা ও শ্লেষ করা কি ভদ্রের উচিত হয়? নৃপতিগণ মুনিবরের ঈদৃশ-বাক্য-শ্রবণে নীরব হইয়া ক্রমে ক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। আনন্দময় নৃপতি বিষাদ-সাগরে পতিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আনন্দনীরে ভাসমান হইলেন, কেননা বসন্তকুমারের পরিচয়াভাব যৎপরোনাস্তি বিমর্ষের কারণ হইয়াছিল, এক্ষণে পরিচয় পাইয়া তাঁহার অন্তরে সুখসিন্ধু উদ্বেল হইল।

অনন্তর পৈতৃক-রীত্যনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইলে, সারথার

মুনিবর কহিলেন, মহারাজ! আমি বসন্তকুমারকে শিশুকালাবধি পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছি। অতএব পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত আশ্রমে যাইতে নিতান্ত অভিলাষী হইতেছি। রাজা প্রসন্নান্তঃকরণে গমনোদ্যোগ পাইতে লাগিলেন।

সুকুমারী গমন-সময় উপস্থিত দেখিয়া মাতার অঞ্চল ধরিয়া চঞ্চলনয়নে অব্যক্তস্বরে রোদন করিয়া জননীর অকপট স্নেহময় হৃদয়-সাগর বিচ্ছেদ-তরঙ্গ-মালায় বিচলিত করিলেন। কুমুদিনী যেমন পতিকে মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া ম্লানভাবে মৃণালোপরি আকাশমুখী হইয়া থাকে, সখীরা তদ্রূপ সুকুমারীর বিরহ-বিকারাচ্ছন্ন মুখচন্দ্রমা অনিমিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। মহিষী আপনি হস্ত ধরিয়া কন্যাকে কর্ণিকা-রথে উঠাইয়া দিলেন। বসন্তকুমার রাজা ও রাজমহিষীকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলে, মুনিবর তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা যথাসময়ে তপোবনের সন্নিহিত হইলে, এই শুভ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র মুনিপত্নী সকলে অগ্রগামিণী হইয়া কল্যাণসূচক-বাক্য-প্রয়োগে মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। সারদ্বাজ মুনির পত্নী সুদক্ষিণা আহ্লাদে, এস আমার মা এস, বলিয়া সুকুমারীকে ক্রোড়ে করিয়া কুটীরে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সেই অকলঙ্ক মুখশশী দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, আঃ! পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া আমার চিরসাধ পরিপূর্ণ ও তাপিত প্রাণ শীতল হইল। হায়! ইহা কি কাহারও মনে ছিল, রাজলক্ষ্মী এই দীন দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর পর্ণকুটীরে

উদয় হইবেন। মুনিপত্নী এইপ্রকারে মনঃসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বসন্তকুমার সুকুমারীর সমভিব্যাহারে তপোবনে কিয়দ্দিন অধিবাস করিয়া, আনন্দনগরে প্রতিযাত্রা করিলেন। রাজা আনন্দময় রাজধর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া প্রশান্তচিত্তে ঈশ্বরে মনোভিনিবেশ করিতে একান্ত অভিলাষী হইলেন, এবং জামাতাকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! সাম্রাজ্যেশ্বর হইয়া ন্যায়পরতায় দৃষ্টি রাখিয়া রাজ্যোপভোগ কর। আমার তৃতীয় কাল গত হইয়াছে, চরম কাল উপস্থিত। এখন আর রাজ্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পরকালের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হওয়া আমার পক্ষে উচিত হয় না। মনুষ্যের জীবন নলিনীদলস্থিত-জল-স্বরূপ। না জানি কখন্ কোন্ দিক্ হইতে মৃত্যু-রূপ বায়ু প্রবাহিত হইয়া অমনি বিচলিত করিবে। অতএব তোমাকে রাজ্যাস্পদে অভিষিক্ত করিয়া অবশিষ্ট কাল নিরালয়ে অবস্থিতিপূর্ব্বক মনুষ্যের কর্ত্তব্য-সাধনে অনুরক্ত থাকি, আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

বসন্তকুমার কহিলেন, মহারাজ! রাজকীয় ও সংসারীয় তাবদ্ভার গ্রহণে আমি অঙ্গীকৃত হইলাম, তজ্জন্য মহারাজের অন্যোদ্বেগ কিছুই থাকিবে না, কিন্তু আপনি নিরালয়াপেক্ষা লোকালয়ে অবস্থিতিপূর্ব্বক অভীষ্টসিদ্ধি করিলে, বোধ করি আপনার উদ্দেশ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হইবে না। নৃপতি কহিলেন, না বৎস! তাহাতে বিশেষ কোন হানি দর্শে না বটে, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা ঋষিরা কহিয়াছেন, লোকালয় অনেকপ্রকার কৃত্রিম ব্যবহারপ্রণালীর বশবর্ত্তী, কারণ

সর্ব্বসাকল্যের একরূপ অভিপ্রায় কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং বাধ্য হইয়া কৃত্রিমতা ও কপটতার অনুবর্ত্তী হইতে হয়। অতএব ঋষি সকল নির্ঝরসমীপবর্ত্তী পর্ব্বত-কন্দরে অথবা স্রোতস্বতী-তীরস্থ নির্জ্জন কাননে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নিরুৎকণ্ঠে ঈশ্বরোপাসনা করেন। আমরা দম্পতীও কুলাচার্য্যের আশ্রমে গমন করিয়া নিরুদ্বেগে কাল অতিবাহিত করিব। বসন্তকুমার অগত্যা রাজ্যাস্পদ-গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা বসন্তকুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, আত্মীয় জনগণ স্থানে চিরবিদায় লইয়া সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে আচার্য্যাশ্রমে যাত্রা করিলেন।

রাজা যথাসময়ে তপোবনে উপস্থিত হইয়া তদ্দর্শনে কহিলেন, আহা! তপোবনের কি আশ্চর্য্য মহিমা! কি অনৃশংস অমায়িক ভাব! পতঙ্গগণ নির্ভয়ে বিহঙ্গের কুলায়-কোটরে অবস্থিতি করিতেছে। কিঞ্জুলুক বর্ষাভূর পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। ভুজঙ্গ শিখিপুচ্ছোপরি বিস্তৃত-ফণ হইয়া আতপতাপ নিবারণ করিতেছে। হরিণ শিশু নিঃশঙ্কে কেশরিণীর স্তন্যপায়ী হইয়াছে। আম্রপাদপমণ্ডলী ফলে মুকুলে অবনতশাখা হইয়া বায়ু হিল্লোলে ইতস্ততঃ দোলিত হইতেছে, দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহারা পরমার্থ-রসে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। বিহঙ্গকুল সচ্ছন্দমনে স্বজাতীয় স্বরে জগদীশ্বরের গুণগান করিতেছে। এইরূপে তপোবন-বাসী সকলে একতান হইয়া অনাদি অনন্ত পুরুষের পবিত্র নাম, মহতী কীর্ত্তি, অকলঙ্ক মহিমা, বিচিত্র শক্তি, অপার করুণা ও অকপট প্রেমের চিহ্ন, প্রত্যক্ষ করিয়া বিমলানন্দ-

নীরে নিমগ্ন হইয়াছে। রাজা এইরূপ দেখিতে দেখিতে আচার্য্যাশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

বসন্তকুমার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, অন্তরে সংকল্প-বর্জিত ও বাহিরে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। প্রশস্তচিত্ত শিষ্ট জনগণের প্রতি শিষ্টাচারে, পরদ্রোহী পাপপরায়ণ কলহকারীদিগকে দণ্ডবিধানে, রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত থাকিলেন। একদা তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসরানন্তর নির্জ্জন নিকেতনে বসিয়া, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় সুকুমারী তথায় উপস্থিতা হইয়া কহিলেন, প্রিয়তম! আপনি পতিরূপে বৃত হইয়া পতির কর্ম্ম কি করিলেন? আমি আর্য্যা আচার্য্যানীর নিকট শুনিয়াছি, স্বামী আপন পত্নীকে যত্নের সহিত উপদেশ প্রদান করিবেন। স্বয়ং যে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নির্ম্মল আনন্দ ও নিত্য সুখ সম্ভোগ করেন, আপন স্ত্রীকেও সেই পথের অধিকারী করিবেন। সহধর্ম্মিণীর অন্তঃকরণে যদি কোনপ্রকার কুসংস্কাররূপ কণ্টকীলতা বদ্ধমূল হইয়া থাকে, তবে স্বীয় জ্ঞানাস্ত্রে তন্মূলোন্মূলন করিবেন। স্ত্রী যদি বিদ্যাবিষয়ে একবারে বিরতা ও উদাসীনা থাকে, অনুক্রমে উপদেশ প্রদান করিয়া তদ্বিষয়ের পরিহার করিবেন। যিনি স্ত্রীকে এইরূপে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি যথার্থ পতির ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন। নচেৎ যে স্বামী ইতরেন্দ্রিয়-সুখ-লালসায় অথবা পরিচর্য্যাহেতু পাণিগ্রহণ করেন, তিনি কদাচ স্বামীর ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন না। তজ্জন্য ধর্ম্মসন্নিধানে অবশ্য দণ্ডনীয় হইবেন সন্দেহ নাই।

বসন্তকুমার প্রেয়সীর এরূপ সুকুমার বাক্য শ্রবণে অতি-

শয় প্রীত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ংবদে! তোমার এই প্রশ্ন-সূচক মধুর-বাক্য-প্রভাবে আমার হৃদয়পুণ্ডরীক প্রফুল্ল হইল। স্বামী স্ত্রীকে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতে যত্নবান্ হইলে, অন্যান্য স্ত্রী তাহাতে যত্নবতী হওয়া দূরে থাকুক, বরং বি-রক্তিবোধ করিয়া থাকেন। প্রিয়ে! তুমি যে আপনি এ বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিতা হইয়াছ, ইহা অপেক্ষা সুখকর বিষয় আর কি আছে? প্রথমে কোন্ বিষয় শুনিতে অভিলাষ হয়, বল, আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি। সুকুমারী কহিলেন, প্রিয়ংবদ! স্ত্রীদিগকে প্রথমতঃ পতিব্রতা-ধর্ম্ম জ্ঞাত করান পতির পক্ষে কর্ত্তব্য কি না? বসন্তকুমার সুকুমারীর করগ্রহণ-পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি গুণভূষিতে! তোমার সুচারু-বাক্য-বিন্যাসে আমার মন ক্রমেই দ্রব হইতেছে। অতএব প্রাচীন ঋষিগণ পতিব্রতা-ধর্ম্ম যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিদ্বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

স্বামী স্ত্রীর পরমারাধ্য ও পরম গুরু। এই ভূমণ্ডলে স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর আর অন্য গুরু নাই। স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্টা হইলে, সকল ধর্ম্ম হইতে পতিতা হন। স্ত্রী ছায়া তুল্য স্বামীর অনুগতা, ও সখী তুল্য তাঁহার প্রিয়-কার্য্যসাধনে যত্নবতী হইবেন। সদা প্রিয়বাদিনী ও সদা-চারা, এবং সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহে যত্নযুক্তা হইবেন। কখন প্রলাপবিলাপিনী বা ধর্ম্মকর্ম্মে বিরোধিনী হইবেন না। ভ্রমেও অন্য পুরুষকে মনে স্থান দিবেন না। পতি ভিন্ন অন্যের উপদেশে অবহেলা করিবেন। কেননা, এদেশীয় ছদ্মবেশী অনেক ধার্ম্মিক উপদেশের ছলনায় অনেক

অবলার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। সতী স্ত্রী, যে স্থলে পতি-নিন্দা অথবা অসৎ বিষয়ের আলোচনা হইবে তথায়, কি সখীর আলয়, কি গুরুজনগৃহ, এমন স্থানে তিলার্দ্ধ কালও থাকিবেন না। আপনার অন্তঃকরণে যে সকল ভাবের উদয় হইবে, পতির নিকটে তৎসমুদায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবেন, কদাচ গোপন রাখিবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে পতি যদি জড়, রোগী, অধন অথবা মূর্খ হন, তথাপি পরিত্যাগ করিবেন না। পতি ব্যভিচারাক্রান্ত হইলেও উগ্রবাদিনী না হইয়া সহজ কৌশলে নিবারণ করিতে যত্নবতী হইবেন; নতুবা পুরুষ যেমন ব্যাভিচারিণী পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্ত্রীও ব্যভিচারাক্রান্ত পুরুষকে ত্যাগ করিলে শাস্ত্র বা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অপরাধিনী হন না। সর্ব্বদা পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান, পতি প্রাণ, পতি পরম গুরু, পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতি-সন্তোষই পরম সন্তোষ। সাধ্বী স্ত্রী দেবতাদিগের আদর-ণীয়া। ইনি ইহলোকে পরম সুখ সম্ভোগ করেন এবং পর-কালে স্বর্গবাসিনী হন। ইহা ভিন্ন সকল স্ত্রীই পরকালে নরকগামিণী হয় সন্দেহ নাই।

বসন্তকুমার এইরূপ গুণবতী ও বিদ্যাবতী সতী প্রণয়িনীর সহবাসে, আমোদ প্রমোদ ও কাব্যরস-প্রসঙ্গে নানা রঙ্গে নিত্য নূতন অনুপম সুখে দিন-যামিনী যাপন করিতে লাগি-লেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৎস সকল! পূর্ব্বে কতবার কহিয়াছি, সুখ দুঃখের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না। বসন্তকুমার রাজ্যপদ পাইয়া নিরুদ্বেগে বিরাজ করিতেছেন, অকস্মাৎ রাজ্য-মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ও উল্কাপাত হইয়া দাবদাহস্বরূপ গ্রাম নগর দগ্ধ হইতে লাগিল। মনুষ্য সকল উৎকটব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালের করাল কবলে পতিত হওয়ায়, নগর জনশূন্য অরণ্য হইয়া উঠিল। গৃধিনী ও শিবা-রব জীবিত মনুষ্যের জীবনে সংশয় জন্মাইতে লাগিল। কুলায়-কোটর-বিশিষ্ট অশ্বত্থ বৃক্ষের উচ্চতর শাখা, স্মরণচিহ্নের অত্যুচ্চ চূড়া, কীর্ত্তিস্তম্ভের ধ্বজা, দুর্গোপরিস্থ জয়পতাকা, প্রাসাদের শিরঃস্থ চন্দ্রশালা, এককালে বিশীর্ণ হইয়া ভূতলশায়ী হইল। বিহগকুলের আর্ত্তস্বরে, কুক্কুরের ক্রন্দনে, মনুষ্যের হাহারবে, গ্রাম নগর অমঙ্গল-ধ্বনিতে পূর্ণ হইতে লাগিল।

এই সাংঘাতিক বিপত্তি উপস্থিত দেখিয়া রাজ্যের ভদ্র ও সাধারণ সমাজের প্রজা সমুদায় একত্রিত হইয়া গোপনে সভা করিলেন। তৎকালে এই নিয়ম অতি প্রচলিত ছিল, রাজ্যমধ্যে কোন দৈব দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইলে রাজ্যাধিকারীকে দেশান্তর হইতে হইত। উক্ত সভাতেও এই প্রস্তাব

হইল যে, রাজা আনন্দময় নিজ জামাতাকে রাজ্যাধিকার প্রদানকরণাবধি রাজ্যমধ্যে এই দৈব-দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে, এ ক্ষণে কিছু দিনের নিমিত্ত রাজ-জামাতাকে স্থানান্তর করা কর্ত্তব্য।

সাধারণ সমাজের এই প্রস্তাব বসন্তকুমারের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া বনযাত্রা করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবং নগরস্থ আর্য্যানার্য্য সমুদয় প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া সরলহৃদয়ে ও স্নেহপূর্ণ-বদনে কহিতে লাগিলেন, হে রাজ্যপ্রাণ প্রজাবর্গ! তোমরা রাজ্যের কল্যাণার্থ আমার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা ন্যায়ানুমোদিত না হইলেও লোকরঞ্জন, সন্দেহ নাই। অতএব আমি সন্তুষ্টচিত্তে তৎপ্রতিপালনে যত্নবান্ হইব। কিন্তু প্রস্থানের পূর্ব্বে তোমাদিগকে যে কয়েকটী উপদেশ প্রদান করিতেছি, ভরসা করি, তোমরা তাহা প্রতিপালন করিয়া রাজ্যের কল্যাণ-বর্দ্ধনে আমাকে কৃতার্থ করিবে। রাজ্য দৈব-দুর্ব্বিপাকে উচ্ছিন্ন হইলে, রাজার অদৃষ্ট-দোষে সেই ঘটনা সংঘটিত হয়, প্রমাদ-দূষিত এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বিজ্ঞ লোকেরা প্রাকৃতিক নিয়মানুসন্ধানে দেশের হিতসাধন করেন। কিনিমিত্ত শস্যক্ষেত্র সকল অনুর্ব্বর ও শস্যহীন হইতেছে, কিনিমিত্ত উৎকট ব্যাধি চিকিৎসকের অসাধ্য হইয়া অকালে প্রলয় কালের ন্যায় লোকসংহার করিতেছে, কিনিমিত্ত প্রবল বায়ু উপর্য্যুপরি প্রবাহিত ও বজ্রলেপ নির্ঘাতিত হইয়া রাজ্য-শ্রী ধ্বংস করিতেছে, তোমরা ইহার যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে,

রাজার অদৃষ্ট তাহার কারণ নহে। প্রাচীন নগর সমুদায় বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এইরূপেই অবস্থান্তর গ্রহণ করে। রাজ্যাধিকারী রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন আর রাজ্যমধ্যে দৈব-দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইবে না, তোমরা এই ভ্রমান্ধ হইয়া কদাচ নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখিবে, কোথায় জল, কোথায় স্থল, কোথায় গৃহ, কোথায় উদ্যান, বিকৃত হইয়া জীবের জীবনস্বরূপ বায়ুকে গরলবৎ দুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে; তন্নিবন্ধন এই দৈব-দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ঐ সমুদয় জল ও স্থলাদি সংস্কৃত হইয়া যাহাতে বায়ু সংশোধিত হয় তাহার উপায় করিবে। তাহা হইলে অবিলম্বে দেশের দুরবস্থা বিদূরিত হইবে। বসন্তকুমার এইরূপ সদুপদেশ-পূর্ণ বক্তৃতা করিয়া প্রজাবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রকৃতিবর্গও নানাপ্রকার শিষ্টাচারে রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। বসন্তকুমার বনগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সুকুমারী এই অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণে পতিসন্নিহিতা হইয়া সজলনেত্রে কহিলেন, আয়ুষ্মন্! প্রজার হিতের নিমিত্ত আপনি বনযাত্রা করিতে সম্মত হইয়াছেন, আমিও আপনার অনুগামিনী হইব। বসন্তকুমার কহিলেন, কুল-পালিকে! তুমি রাজার দুহিতা, অতি যত্নের ধন, সুখ বিনা কখন দুঃখের যাতনা জান না, অতএব সবিনয়ে নিবারণ করিতেছি, বনগমনে বাসনা করিও না। তোমার সুকোমল অঙ্গ কখন বন-পর্য্যটনের অসহ্য যাতনা সহিতে পারিবে

না। সুকুমারী কহিলেন, হৃদয়নাথ! পতিই কেবল সতীর একমাত্র গতি ও জীবন-সর্ব্বস্ব, অতএব জীবন-পতি বনে বিদায় দিয়া শূন্য দেহ গৃহে রাখিয়া ফল কি? দেখুন মহারাজ সত্যবানের জায়া সাবিত্রী, ভগবান্ রামচন্দ্রের সীমন্তিনী সীতা, শ্রীবৎসের দয়িতা চিন্তা, নলের ললনা দময়ন্তী পতিসঙ্গে বনচারিণী হইয়া, পতির পদসেবা করিয়া, ইহলোকে ও পরলোকে যশস্বিনী হইয়াছিলেন; অতএব আমিও তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পতিধর্ম্মের পথবর্ত্তিনী হইব, আপনি তাহার অন্তরায় হইয়া আমাকে অনুগামিনী হইতে নিষেধ করিবেন না। গৃহস্থ ব্যক্তি অতুল-ঐশ্বর্য্য-স্বামী হইয়া স্ত্রীবিহীন হইলে, তিনি যেমন গৃহস্থ বলিয়া গণ্য হন না এবং পদে পদে বিপদাপন্ন হন, সেইরূপ, লোকে যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক বনবাসী হইলেও গৃহস্থাখ্যা পরিত্যাগ ও বিপদাশ্রয় করেন না। আমি কি সুখে গৃহে থাকিব? আপনার পদসেবার্থ আপনার সহিত বনবাসিনী হইব। যদি নির্দয় হইয়া আপনি আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করেন, তবে আমি দুঃখভারাক্রান্ত দেহ উদ্বন্ধনে ত্যাগ করিব।

বসন্তকুমার নিরুত্তর হইয়া সারথিকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, সারথে! প্রজাগণের হিতার্থ অদ্য রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আমি বনযাত্রা করিব, ত্বরায় রথ প্রস্তুত কর। সারথি সত্বর প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, মহারাজ! রথ প্রস্তুত, আরোহণ করুন। তিনি সভাসদগণের নিকটে বিদায় লইয়া সুকুমারীর আগমনাপেক্ষায় দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিলেন।

সুকুমারী গমন-সময় উপস্থিত দেখিয়া পুরবাসিনীগণের স্থানে একে একে বিদায় লইয়া ছলছলচক্ষে সখীদিগকে কহিতে লাগিলেন, সখি চন্দ্রিমে! সখি উমে! আমি পতির সঙ্গে বনে যাইতেছি, তোমরা আমাকে বিদায় দাও। সখীরা অকস্মাৎ এই নিদারুণ কথা শুনিয়া সরোদন-বদনে কহিলেন, সখি! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে বল। আমরা তোমার বিচ্ছেদ কখন সহিতে পারিব না, আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চল। সুকুমারী কহিলেন, সখি! আমি দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছি, না জানি কত কষ্টই বা ভোগ করিব: যদি জীবিতা থাকি, তবে কোন না কোন সময় তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হইব; নতুবা জন্মের মত বিদায় হইলাম। সখি! তোমাদিগের আত্মীয় সহ-চর ও প্রজারঞ্জন ভূপতি, আমার অপেক্ষায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, তোমরা আমাকে বিদায় দাও। এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহার দুটী চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। সখীরাও তাঁহাকে সজলচক্ষে বিদায় করিলেন।

দম্পতী রথারোহণ করিলে, সারথি রথ চালাইতে লাগিল। চন্দ্রিমা আর উমা, বরাহ যেপ্রকার হতজ্ঞান হইয়া অগ্নি দর্শন করে, কুরঙ্গ যেপ্রকার ব্যাধগণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে, তাহার ন্যায় রথপানে অনিমিষনেত্রে চাহিয়া থাকিলেন। যখন তাহার ধ্বজা পর্য্যন্ত অদর্শন হইল, তখন উভয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সরোদন-বদনে গৃহে আগমন করিলেন। রথ রাজধানী নগর গ্রাম পশ্চাৎ করিয়া এক বনের সন্নিহিত হইল। বসন্তকুমার কহিলেন,

সুত! আমরা এই স্থান হইতে পদব্রজে গমন করিব, তুমি সংবাদ লইয়া রাজধানীতে প্রতিগমন কর। এই বলিয়া তাঁহারা পতি পত্নী রথ হইতে অবরোহণ করিলেন।

আহা! সেই সময়ের কি আশ্চর্য্য ভাব! ধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া অধর্ম্মের ভয়ে নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জন বনে গমন করিতেছেন, এবং রাজলক্ষ্মী যেন রাজান্তঃপুর হইতে অন্তর্হিতা হইয়া ধর্ম্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছেন! এইরূপে, পতিরতা সুকুমারী পতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। বন্ধুর-ভূমি-প্রযুক্ত বারংবার পদস্খলন হইয়া কঙ্কর ও কণ্টকাদিতে তাঁহার সুকুমার কুসুমদল-সদৃশ পদতল ক্ষতবিক্ষত হইবায়, শোণিতের ধারা কণ্টকচিহ্নের লাবণ্য বৃদ্ধি করিল; মন্থর গমন দেখিয়া পতি পাছে বিরক্তি বোধ করেন, এই ভয়ে তিনি সেই অসহ্য যাতনাও সহ্য করিয়া অশ্রুজল অম্বরে সংবরণ করিতে করিতে পতির অনুগামিনী হইলেন। কিন্তু কিছু দূর গমন করিলে পর কোমলাঙ্গী রাজবালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় ক্রমশঃ অবশ-প্রায় হইয়া আসিল; সুতরাং তখন তিনি বিপরীত-বায়ু-তাড়িত রথপতাকার ন্যায় তরস্বিনী হইয়া অগ্রবর্ত্তী পতিকে কাতরস্বরে কহিলেন, প্রিয়তম! ধীরে চল, আমি দ্রুতগমনে ক্রমেই অক্ষম হইতেছি। বসন্তকুমার অনুব্রজে তাঁহাকে হস্তে ধরিয়া গমন করিতে করিতে কহিলেন, প্রিয়ে! অগ্রেই বলিয়াছি, তুমি দুস্তর বনপথে চলিতে পারিবে না। তখন আমার বারণ শুনিলে না, এখন অতি অল্পক্ষণ চলিয়াই সূর্য্যকরম্লান লতিকার ন্যায় ক্লান্ত হইলে; হায়! ইহার

পর দুর্গম পথে তোমার কি দশা হইবে, তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

এই অবস্থায় কতক দূর গমন করিয়া বসন্তকুমার কহিলেন, প্রিয়ে! এই দেখ তমোময়ী যামিনী চারি দিক অন্ধকার করিয়া আক্রমণ করায় দিনপতি ক্রোধে আরক্ত হইয়াছেন। দিবাবসানের অধিক বিলম্ব নাই, চল এই সময়ে দ্রুত গমন করিয়া আমরা কোন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হই। নতুবা এই বিজন বনে রজনী হইলে বনবিহারী হিংস্র পশুর তীব্র নখরে শরীর বিদীর্ণ হইয়া, আমাদিগের শোণিত পৃথিবী বা বৃকোদরে স্থিতি করিবে। সুকুমারী সভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে তাঁহারা প্রদোষসময়ে এক মুনির আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তথায় আতিথ্যসংকার গ্রহণানন্তর যামিনীযাপন করিলেন, পর দিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পুনর্ব্বার বনপথে চলিলেন।

বৎস সকল! বিপদে পতিত হইলে, বিদ্বান্ ব্যক্তিও বিবেচনাশূন্য হন, এবং বৃহস্পতি-সদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও হতবুদ্ধি হইয়া, বিপরীত ভাব অবলম্বন করেন; নতুবা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র কেন স্বর্ণমৃগানুসারে গমন করিয়া, সহধর্ম্মিণী সীতাকে দুর্জ্জয়-রাবণ-হস্তে সমর্পণ করিবেন? বসন্তকুমার সপত্নীক হইয়া বনভ্রমণ করিতেছেন, এক দিন অকস্মাৎ যেন "অরে প্রাণের ভাই বসন্ত!" এই বাক্যটী তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, তখন বিজয়চন্দ্রের কথা আদ্যোপান্ত যত স্মরণ হইতে লাগিল, তিনি ততই ব্যাকুল হইতে

লাগিলেন, কিন্তু কোন্ দিকে ঐ শব্দ হইল কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; হতবুদ্ধি ও ছন্নমতি হইয়া, প্রিয়তমা সহচরীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে মনে মনে স্থির করিলেন। অনন্তর দম্পতী এক দিবস প্রাতঃকাল অবধি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত বনভ্রমণ করায় অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া, এক অশ্বত্থ বৃক্ষের বিস্তীর্ণ ছায়ায় বসিলেন। অসূর্য্যম্পশ্যরূপিণী স্বকুমারী অনলতাপিত বন-পল্লবিনী তুল্য বিশীর্ণা হইয়া, পতির অঙ্কদেশে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন; এবং জলশূন্য সরোবরের নলিনীর ন্যায় আকাশমুখী হইয়া, পতির আতপ-তাপিত মুখ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, নাথ! যে মুখেন্দু দেখিয়া আমার সুখ সিন্ধু উচ্ছলিত হয়, আজি তাহাতে বিচ্ছেদতরঙ্গ উঠিতেছে কেন? অন্য দিন ত এমন হয় না। আজি অভাগিনীর মন কেন অকথা কহিতেছে? প্রাণ কেন এমন ব্যাকুল হইতেছে? হৃদয় কেন দহিতেছে? অন্তঃকরণ নিমেষকালও স্থির নয়, আমার এ কি হইল? কেন দক্ষিণ চক্ষু নাচিতেছে? প্রাণনাথ! আজি কেন ছলছলচক্ষে বারে বারেই দাসীর মুখ পানে চাহিতেছ? দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছ? কথা কহিতে কহিতে আর কহিতে পারিতেছ না? প্রিয়া বলিতেই ছুটী নয়ন জলে ভাসিতেছে; ভাবে বোধ হয়, বুঝি আমার সর্ব্বনাশ করিবে। এইরূপ কহিতে কহিতে তিনি শ্রান্তিতে মৃতপ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

বসন্তকুমার সুকুমারীকে অতিনিদ্রিত দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাকে পরিত্যাগ করিবার এই এক

সময় উপস্থিত। এইরূপ চিন্তা করত জানুদেশ হইতে প্রেয়সীর মস্তক নামাইয়া অতি ধীরে ধীরে ভূমিতে রাখিয়া, কতক দূর চলিয়া গেলেন। আহা! প্রণয়ের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ, প্রদোষ-কালে চক্রবাক যেমন চক্রবাকীকে সস্নেহ-নয়নে নিরীক্ষণ করে, তিনি প্রত্যাগমন করিয়া প্রেয়সীকে তদ্রূপ সস্নেহনয়নে দেখিতে লাগিলেন। তখন মনে মনে কহিতে লাগিলেন, বিনা দোষে কুলকামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অতি নিষ্ঠুরের কর্ম্ম। আমার অভাবে ইহার দশা কি হইবে; এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এই কালে দুর্ম্মতি আসিয়া তাঁহাকে কহিল, "তুমি কি চিন্তা করিতেছ? তোমার অগ্রজ বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে কখন তাঁহার অন্বেষণ হইবে না, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র চল।" তখন তিনি এককালে হতজ্ঞান হইয়া প্রণয়িনীর নিগূঢ় প্রণয়-পাশ বিমোহাস্ত্রে ছেদন করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সুকুমারী অনাথিনী হইয়া একাকিনী বিজন বনে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। দেখিলে বোধ হয় যেন সৌদামিনী স্থিরমূর্ত্তি হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে ধরণীপৃষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছেন। পতির গমনের পর অর্দ্ধপ্রহরান্তে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চকিতা হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিলেন পতি নিকটে নাই। সেই সময় তাঁহার অন্তঃকরণে কত অমঙ্গল ভাবেরই উদয় হইল। একবার মনে করিলেন, বুঝি অন্তরালে থাকিয়া নাথ আমার মন পরীক্ষা করিতেছেন। আবার মনে করিলেন, আমি ঘোর নিদ্রিত হইয়াছিলাম,

নররক্ত-লোলুপ ব্যাঘ্র তাঁহাকে বধ করিয়াছে। ইহাও মনে করিলেন বুঝি ভারাক্রান্ত বোধ করিয়া নাথ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া আর্য্যপুত্রসম্বোধনে বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না। তখন একবারে হতাশ হইয়া হাহা শব্দে ধরাতলে পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, এবং আপনার নয়নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রে অভাগিনীর নয়ন! আমি তোকে পতির প্রহরী রাখিয়াছিলাম, তুইও কি কাল-নিদ্রা আনিয়াছিলি? রে পরদর্শন-চতুর! তুই চির-পরিচিত অঙ্গবস্তু হইয়াও বিশ্বাসঘাতক হইলি? তোর দোষেই আমি তেজোময় পুত্তলি হারাইলাম, সুতরাং চারি দিক অন্ধকারময় দেখিতেছি; হায়! আজন্ম তোকে সযত্নে রক্ষা করিলাম, তাহার ফল কি শেষে এই হইল! আমি ত ইহা কখন জানি না, আমার অঞ্চল হইতে অমূল্য নিধি অরণ্য-পাথারে খসিয়া পড়িবে। শয়নে স্বপনে কখন কাহারও মন্দ করি নাই, তবে কে আজি আমার শিরোমণি হরণ করিয়া, মণিহারা ফণিনীর দশা করিল। ওরে নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ! আমি তোর ভয়ে রাজ্যপাট পরিত্যাগ করিয়া পতির সঙ্গে বনচারিণী হইলাম, এই বিজন বনেও তুই উপস্থিত হইয়া, আমাকে আপন-অধীনী করিলি! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল, এখন আমার গতি কি হইবে? আমি কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইব? কে আমায় রক্ষা করিবে? হা মাতঃ! হা পিতঃ! হা প্রিয়সখি চন্দ্রিমে! হা উমে! তোমরা কোথায়? আমি অনাথিনী হইয়া, একাকিনী এই

বিজন বন-পাথারে পড়িয়াছি, তোমরা আসিয়া এ দুঃখিনীকে আশ্রয় দাও। হে বনদেবতে! আশ্রয় ও সহায়-হীনা দুঃখিনী অবলার প্রতি সদয় হও, মূর্ত্তিমান্ হইয়া পতির প্রবেশপথ-প্রদর্শক হও, আমি আর পতির বিরহ সহিতে পারি না। হা বিধে! এ বিজন বনে ত আমার কেহই নাই, কেবল তুমিই জাজ্বল্যমান রহিয়াছ। তবে আর কে? তুমিই আমার পতিকে চুরি করিয়াছ। কেননা তোমার এই ব্যবসায়, তুমি কাহাকে কাঁদাও, আবার কাহাকেও হাসাও। যদি বল, ব্যাঘ্র তোমার পতিকে নষ্ট করিয়াছে, তবে তুমিই ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া আমার প্রাণ-পতিকে নষ্ট করিয়াছ। যদি বল, তিনি দুর্ম্মতি হইয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলেও তোমাকেই বলি, তুমিই পতিকে দুর্ম্মতি দিয়াছ। যেরূপে হউক, তুমিই আমার পতিকে লইয়াছ। অতএব তোমাকেই বলি, আমার প্রাণ গেল তাহাতে ক্ষতি নাই, তাঁহাকে নষ্ট করিও না, তিনি যে অতি যত্নের ধন, তাঁহাকে অযত্ন করিও না, বিপদে আশ্রয় দিও, ক্লান্ত হইলে তৎক্ষণাৎ কোলে করিও। এইরূপ রোদন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্য্যাস্তকাল উপস্থিত হইল। তখন তিনি শোকে ও ভয়ে জড়ীভূত হইয়া দুটী হস্ত তুলিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টে কহিলেন, হে পরমেশ্বর! তুমি অনাথবন্ধু, এ অনাথিনী বিপত্তিতে পড়িয়া তোমার শরণ লইতেছে, তুমি ধর্ম্ম রক্ষা কর।

এই অবস্থায় কতক দূর চলিয়া গিয়া দেখিতে পাইলেন, পর্ব্বত-নির্ঝর-নিকটে পরিষ্কৃত-পাষাণ-নির্ম্মিত একটী মনো-

হর মন্দির শোভা পাইতেছে, এবং অলঙ্কৃতা একটী দিব্যাঙ্গনা, সোপানাসনে বসিয়া, হা নাথ! হা নাথ! শব্দে রোদন করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুজল অবিশ্রান্ত পতিত হইয়া, তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-তুল্য নির্ঝর-নীরে মিশ্রিত হইতেছে। দেখিলে বোধ হয়, ভাগীরথী যেন শান্তনু রাজেন্দ্রের বিরহে ব্যাকুলা হইয়া রোদন করিতেছেন। এই চমৎকার ব্যাপার দেখিবামাত্র, সুকুমারীর পতিবিরহানল কতক নির্ব্বাণ হইল। কেননা আত্মসদৃশ দুঃখিত জনকে দেখিলে, আপনার দুঃখের অনেক লাঘব হইয়া আইসে এবং অন্যের দুঃখের কারণ জানিতে মন একান্ত ব্যগ্র হইতে থাকে।

সুকুমারী মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমার যে দশা, বোধ করি, ইহাঁরও সেই দশা হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; ইনিও আমার মত, হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া রোদন করিতেছেন। পরে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়সখি, তুমি রোদন কর কেন? রোদনশীলা রমণী কহিলেন, প্রিয়ভাষিণি! কেন আমাকে সখী বলিয়া ডাকিতেছ? আহা! তোমার মধুর সম্ভাষণে আমার প্রাণ শীতল হইল। সুকুমারী কহিলেন, না আমি আপনাকে সখী বলিয়া ডাকি নাই, আমার দশা আপনার দশাকে সখী বলিতেছে; কেননা আমি যেমন হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া বনে বনে রোদন করিতেছি, আপনিও তদ্রূপ হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া রোদন করিতেছেন। রোদনশীলা রমণী, সুকুমারীকে নিকটে বসাইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার মুখপানে চাহিয়া আমার দুঃখের অনেক লাঘব হইতেছে, বোধ

হর তুমি জন্মান্তরে আমার ব্যথার ব্যথিতা ছিলে, সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেন বনে আসিয়া এই দুঃখের দশায় পড়িয়াছ? আপনার সখী কিংবা জননীর নিকটে দুঃখের কথা কহিলে যেমন অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হয়, সুকুমারী সোপানবাসিনীকে আপনার দুঃখের কথা কহিয়া সেইরূপ রোদন করিতে লাগিলেন। সোপানবাসিনী, সুকুমারীর দুঃখের কথা শুনিয়া আপনার দুঃখ হইতেও অধিক বোধ করিয়া রোদন-বদনে আপন বসনাঞ্চলে সুকুমারীর দুটী চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন, এবং সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ভাল, বল দেখি, তোমার প্রতি আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ হইতেছে কেন? যেন তোমার সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্র ছিলাম, অতি অল্প দিনের জন্য বিচ্ছেদ হইয়াছে। যাহা হউক, আমি তোমাকে ভগিনী সম্বোধন করিব। সুকুমারী কহিলেন, আপনাকে দেখিবামাত্র আমার মনে ভক্তি-রসের উদয় হইয়াছে। এবং ভগিনীর নিকটে দুঃখের কথা কহিলে যেমন দুঃখের লাঘব হয়, আপনার নিকটে দুঃখের কথা কহিবায় সেইরূপ আমার দুঃখের অনেক লাঘব বোধ হইতেছে। অতএব আপনি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল।

অনন্তর সুকুমারী কহিলেন, দিদি! আপনি কিরূপে এই দুঃখের দশায় পড়িয়াছেন, তাহা শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। মন্দিরবাসিনী পতিবিরহিণী কহিলেন, ভগিনি! আমার দুঃখের কথা সামান্য নয় যে সঙ্ক্ষেপে বলিব। তুমি

পতি-বিরহে বনে বনে রোদন করিয়া ব্যাকুল হইয়াছ এবং আমিও অনেক ক্ষণ রোদন করিয়া কাতর হইয়াছি। এস আমরা নির্ঝর-জলে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া মন্দিরে গমন করি। যত দিন পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তত দিন এই নির্জ্জন স্থানেই থাকিব। তুমিও আমাকে কত কথা কহিবে এবং আমিও তোমাকে কত দুঃখের কথা কহিব। এই বলিয়া দুজনেই নির্ঝর-নীরে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরবাসিনী কহিলেন, ভগিনি! আমার দুঃখের কথা শুন।

বিজয়পুরাধিপতি রমণীমোহন নামে অতি পুণ্যশীল রাজা ছিলেন। আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা, আমার নাম বিমলা। আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন পিতা সম্মুখ-সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করেন। মাতা কেবল আমাকে অবলম্বন করিয়া পতিবিরহ বিস্মৃত হইলেন, প্রধান মন্ত্রী রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। আমার কন্যাকাল গত হইলে, মাতা ঘর-জামাতার জন্য অনেক যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহা সংঘটন করিতে পারিলেন না। পরে দৈব-নির্ব্বন্ধ দৈবেই সম্পন্ন করিলেন।

আমার পিতা মৃগয়ায় গিয়া কয়েকটী হস্তী ধৃত করেন, তাহার মধ্যে একটী হস্তী তাঁহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, হস্তিটী প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত। বিশেষতঃ সে পিতার স্নানকালে দন্তে সিংহাসন ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিত। পিতা প্রায় প্রত্যহই তাহাতে উঠিয়া স্নান করিতে যাইতেন, এবং স্বহস্তে

তাহার গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিতেন। এইহেতু হস্তী তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল। পিতার মৃত্যু হইলে হস্তী অত্যন্ত শোকান্বিত হইয়া উন্মত্তের প্রায় বনে গমন করে। অমাত্য তাহাকে নিবারণ করিতে অনেক যত্ন পাইলেন, সে বারণ কোন রূপেই বারণ মানিল না। পরে কয়েক বৎসর গত হইল হস্তী দৈবাৎ একদিন সুন্দরকান্তিযুক্ত একটী পুরুষকে করবেষ্টন করিয়া সভায় উপস্থিত হইল। দেখিয়া সকল লোক একেবারে বিস্ময়াপন্ন। ভগিনি! তুমি যে বলিলে, তোমার পতি বসন্তকুমারের অগ্রজ বিজয়চন্দ্র জল আনিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই, বোধ হয় ইনিই তোমার পতির অগ্রজ হইবেন।

তাহার পর হস্তী করবেষ্টিত পুরুষকে পিতার সিংহাসনে স্থাপিত করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক ব্যস্ত হইয়া অনেক শুশ্রূষা করায়, তিনি চৈতন্য পাইলেন। পরে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে, তোমার পতি যেমন জয়পুরাধিপতি জয়-সেন রাজার পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন, ইনিও সেইরূপ পরিচয় দিলেন, এবং যে যে দুরবস্থা হইয়াছিল তাহাও বিশেষ করিয়া কহিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ বসন্তকুমার পিপাসায় কাতর হইয়া মৃতবৎ হইলে, তিনি তাঁহাকে একাকী বিজন বনে রাখিয়া জলান্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, হঠাৎ মত্ত মাতঙ্গ তাঁহাকে করবেষ্টন করিয়া সভায় উপস্থিত করিয়াছে। বসন্তকুমার বিজনবনে একাকী পতিত রহিয়াছেন—এইমাত্র কহিতেই তিনি ভ্রাতৃশোকে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার চক্ষু দুইতে অনর্গল অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। অমাত্য

এই পরিচয় পাইয়া বসন্তকুমারের অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে তূর্ণগতি তুরঙ্গারোহীদিগকে প্রেরণ করিলেন। ভগিনি সুকুমারি! তোমার বাক্যানুসারে বোধ হইতেছে, সারদ্বাজ মুনি বসন্তকুমারকে পূর্ব্বেই আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং প্রেরিত অশ্বারোহী দূতগণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই সংবাদ শ্রবণে আমার পতি বিজয়চন্দ্র এককালে হতজ্ঞান হইলেন। ক্রমে তাঁহার আরোগ্যের সহিত শোকাপনোদন হইতে লাগিল। মাতা তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও রূপে সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় করে, শুভ দিনে আমাকে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি প্রজাবর্গের সম্মতিক্রমে রাজা হইয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

আমি এক দিন ইচ্ছাবতী হইয়া কহিলাম, প্রাণপতে! চিত্ততোষ-বিপিনে আমার পিতার এক প্রমোদমণ্ডপ আছে, যদি ইচ্ছা হয় তবে চলুন, তথায় কিছু কাল বাস করিয়া বনচরগণের স্বাভাবিক অবস্থা দর্শন করি। তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া আমার সঙ্গে তথায় গমন করিলেন। নানারূপ কৌতুকে কিছুকাল গত হইল। পরে এক নিশি তিনি অকস্মাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া "প্রাণের ভাই রে বসন্ত!" এইমাত্র কহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আমি অনেক বার জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার কথায় উত্তর না দিয়া উন্মত্তের ন্যায় বনাভিমুখে চলিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। অনন্তর তিনি দ্রুতবেগে কোন দিকে চলিয়া গেলেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া আমি বনে বনে রোদন করিতে করিতে চলিলাম। কিছু

দিন পরে এই স্থান পাইয়া, পতির বিরহ-বাসরে বাস করিতেছি।

বিমলা আপনার দুঃখের কথা সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, ভগিনি! তোমাকে যথার্থই ভগিনী সম্বোধন করা হইয়াছে। কেননা দুজনের পরিচয়ে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, তোমার পতি আমার পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এরূপ কহিয়া দুজনেই রোদন করিতে লাগিলেন। রজনীও প্রভাতা হইল।

প্রত্যূষে বনমধ্যে কল কল শব্দ হইতে লাগিল, ক্রমে ঐ শব্দ নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, বিমলা শুনিতে পাইলেন, "হায় কি হল রে! এত পর্য্যটন করিলাম কোন স্থানে ইহাঁদের অন্বেষণ পাইলাম না, ইহাঁরা কোথায় গেলেন!" কেহ কহিতেছে "এই নিদারুণ কথা শুনিলে মহিষীর কি দশা হইবে, তাহা মনে করিতেই বুক বিদীর্ণ হইতেছে, তাঁহার সবে মাত্র এক কন্যা-রত্ন অবলম্বন। তিনি কন্যা-জামাতাকে তিলার্দ্ধ কাল না দেখিলে, বৎস-হারা গাভীর ন্যায়, ব্যাকুলা হন। ভাল অমাত্য মহাশয়! এই যে মন্দিরটা দেখা যাইতেছে ঐ খানে একবার গমন করুন দেখি, কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় কি না।" এই বলিয়া সকলেই মন্দিরাভিমুখে আগমন করিল। বিমলা কহিলেন, ভগিনি সুকুমারি! আর ভয় নাই, আমাদের অন্বেষণে সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অমাত্য আসিয়াছেন। এই বলিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইলেন। অমাত্য দূর হইতে দেখিয়া দ্রুতবেগে নিকটে আসিয়া কহিলেন, "হাঁ মা! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা

পতি পত্নী উভয়ে কি জন্য হিংস্রজন্তুর আবাস বন পর্য্যটন করিতে আসিয়াছিলেন? যদি এই মন্দির দেখিতে আসিয়া থাকেন, তবে কেন পরিচারকদিগকে সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। এ ক্ষণে মহারাজ কোথায়?" বিমলা যে ঘটনা হইয়াছিল, সমস্ত কহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অমাত্য সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎসে! আর রোদন করিও না, আমি সত্বরই তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া আনিতেছি। অনন্তর, সুকুমারীর দিকে বারংবার দৃষ্টি করায়, বিমলা অমাত্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া, সুকুমারীর সহিত যেরূপে তাঁহার পরিচয় হয়, সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। অমাত্য কহিলেন, বিমলে! আকার প্রকারে বোধ হইতেছে, ইনি আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী। যাহা হউক, মহিষী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, চলুন শীঘ্র শীঘ্র রাজধানীতে গমন করা যাউক। পরে এক সঙ্গে সকলেই গমন করিলেন।

যথাসময়ে সকলে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, মহিষী বিশেষ সংবাদ পাইয়া জামাতৃ-শোকে অতিশয় কাতরা হইলেন। অনন্তর বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরে অনেকের সম্মতিতে নিরূপিত হইল, বিমলা ও সুকুমারীর পুনর্ব্বার বিবাহ-ঘোষণা, পত্র দ্বারা, সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যাউক। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার যদি জীবিত থাকেন তবে ঘোষণা শ্রবণমাত্র, অবশ্যই বিজয়পুরে উপস্থিত হইবেন। দূতগণ ঘোষণা-

পত্র গ্রহণ করিয়া নানা দেশ-দেশান্তরে গমন করিতে লাগিল।

নৃপতিগণ পতঙ্গপালের ন্যায় চারি দিক্ হইতে আসিয়া সমারূঢ় হইলেন। সারদ্বাজ মুনি ও রাজা আনন্দময়, সস্ত্রীক বসন্তকুমারের বন-যাত্রার সংবাদ পাইয়া নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন, অতএব স্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহারাও সস্ত্রীক বিজয়পুরে উপস্থিত হইলেন। অধিক কি, এই কৌতুক দেখিতে রাজা জয়সেনও বিজয়পুরে উপস্থিত হন। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার, বিমলা ও সুকুমারীর পুনঃ পরিণয় হইবে, পরস্পর বিভিন্ন দেশে এই সংবাদ শ্রবণে যারপরনাই উদ্বিগ্ন হইয়া, বিজয়পুরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সহসা সভাপ্রবেশ না করিয়া দুইজনেই বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কেননা তৎকালীন সেই দুঃখের দশা দেখিয়া সভাপ্রবেশকালে দ্বারী পাছে অপমান করে, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে এই আশঙ্কা হইয়াছিল। চিনিবার সাধ্য নাই, তথাচ দুজনে পরস্পর মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন, এবং অপরিচিত সম্ভাষণে প্রণয়ের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বসন্তকুমার কহিলেন, মহাশয়! ইতস্ততঃ বিবেচনা করিতেছেন কেন? বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া আর কি ফল আছে, আসুন সভামণ্ডপে প্রবেশ করি। বিজয়চন্দ্র কহিলেন, ভাই! সমাজের নিয়ম অবগত না হইয়া তাহাতে হঠাৎ গমন করা উচিত হয় না। বসন্তকুমার আর বিলম্ব না করিয়া অগ্রেই সভাপ্রবেশ করিলেন। দৌবারিক বিজয়চন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সেই দীন বেশ

এবং শ্মশ্রুশ্রেণী দেখিয়া সন্দিহান হইয়া কহিল, আপনিও সভায় যাইতে পারেন, বারণ নাই। বিজয়চন্দ্র দৌবারিকের কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন, এ আমাকে চিনিয়া থাকিবে, ভয়ে প্রকাশ করিতেছে না, এই চিন্তা করিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক অপরিচিত বিদেশীয় লোকের পশ্চাদ্ভাগে বসিলেন।

বিমলা কর্ণীগৃহ হইতে পতিকে চিনিতে পারিয়া সুকুমারীকে অঙ্গুলী-সঙ্কেত দ্বারা দেখাইয়া কহিলেন, ভগিনি! আমার পতি সভায় উপস্থিত। কিন্তু তোমার পতি আসিয়াছেন কি না, জানিতে না পারিয়া আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইতেছে। সুকুমারী কহিলেন, দিদি! তিনিও আসিয়াছেন, এই বলিয়া যবনিকার অন্তরাল হইতে দুজনেই দুজনের স্বামিকে দেখাইতে লাগিলেন।

নৃপতিগণ সভারূঢ় হইলে, কি প্রবন্ধে তাঁহাদিগকে বিদায় করা যাইবে, তদুপায় পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বিমলা ও সুকুমারী আপন আপন পতির নিকটে তাঁহাদিগের পূর্ব্বাবস্থা যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তদনুসারে রাজা জয়সেনের পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবধি এই সভা পর্য্যন্ত সমুদয় বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। এ ক্ষণে বিমলা তালবৃন্ত-ব্যজনিকার করে সেই পত্রিকা প্রদান করিয়া কহিলেন, বৃন্ত-ব্যজনিকে! অমাত্যকে সভামধ্যে এই পত্রিকা পাঠ করিতে বল। বৃন্তব্যজনিকা পত্র প্রদান করিলে, অমাত্য উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন।

বৎসগণ! তোমরা নিদ্রালস্যে নিতান্ত কাতর হইয়া

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ক্রমেই অন্যমনস্ক হইতেছ; বর্ণনীয় প্রস্তাব আর অধিক নাই, জাগরিত থাকিয়া কিয়ৎকাল মনোনিবেশ কর। আমি অবিলম্বেই প্রবন্ধটী উপসংহার করিতেছি। বিমলা ও সুকুমারী যাহা রচনা করিয়া প্রবন্ধাকারে পরিণত করেন, তাহা পুনরুল্লেখ করিলে, বিজয়-বসন্তের জন্মবৃত্তান্ত হইতে এই সভা পর্য্যন্ত সমুদায় বর্ণন করিতে হয়। অতএব তাহা কেবল দ্বিরুক্তি মাত্র। তোমরা মনে মনে স্মরণ করিয়া অনুভব কর। এ ক্ষণে পত্রপাঠে যে ফল ফলিত হইল, বিস্তারপূর্ব্বক আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ কর।

পত্রিকার কিয়দংশ পাঠ হইলে প্রথমতঃ নৃপতি জয়সেন রোদন করিতে লাগিলেন, পরে বিজয়চন্দ্র, তদন্তে বসন্তকুমার। অমাত্য সুকুমারীর দুঃখবিষয়িণী বক্তৃতা করুণস্বরে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা আনন্দময় নৃপতি, সংসার বাসনা পরিত্যাগ করিয়াও অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। সারদ্বাজ মুনি তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই ক্রন্দনই তাঁহাদিগের পরস্পর সকলেরই পরিচয় প্রদান করিল। বিজয়চন্দ্র বাহুযুগল দ্বারা বসন্তকুমারের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ঘনীভূত শোকসাগর অন্তস্তাপে নবীভূত হইয়া উঠিল। বসন্তকুমারও অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে অগ্রজকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সভ্যগণ অকস্মাৎ কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রথমতঃ আশ্চর্য্য বোধ করিলেন; পরে পত্রিকার শেষাংশ পঠিত হইলে, সকলেই রাজা জয়সেনকে ভৎর্সনা করিয়া

গৃহে গমন করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে নৃপতি জয়সেন, বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারকে নিকটে বসাইয়া সরোদনে-বদনে কহিলেন, পিতা মাতা অশেষ দোষী হইলেও পুত্রের পরিত্যাজ্য নয়। সহোদরদ্বয় পিতাকে বন্দনাতে সান্ত্বনা করিয়া, মুনির সহিত রাজা আনন্দময়কে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের অনুরোধে আপন আপন সহধর্ম্মিণীর সহিত রাজা রমণীমোহনের অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ জনক জননী ও সারদ্বাজ মুনিকে সমাগত দেখিয়া সুকুমারীর আনন্দধারা বহিতে লাগিল। এই-রূপ পরস্পর সম্ভাষণে ও পরিচয়-গ্রহণে দিনমণি অস্তমিত হইল। যামিনীযোগে বিমলা ও সুকুমারীর পতি-সমাগমে দুঃখের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিল। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার পরস্পর আপন আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনায় স্বস্বসহধর্ম্মিণীকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর সারদ্বাজ মুনি ও রাজা আনন্দময় বিজয়পুরে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার শান্তাকে দেখিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া সহধর্ম্মিণী সহিত জয়-পুরে গমন করিলেন।

শান্তা তাঁহাদিগের আগমনসংবাদ পাইয়া দরিদ্রের স্বর্ণলাভ ও অন্ধের নয়নপ্রাপ্তির ন্যায়, আহ্লাদিতা হইল। তৎকালে তাহার জরাবস্থা, চলৎশক্তি ছিল না, তথাচ যষ্টিতে নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। দম্পতীদ্বয় রথ হইতে অবরোহণ করিয়া শান্তাকে প্রণাম ও সম্ভাষণপূর্ব্বক অন্তঃপুরে বিমাতার সম্ভাষণে চলিলেন। রাজ্ঞী প্রণত পুত্র-

দিগকে সলজ্জবদনে "আয়ুষ্মান্ হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং বধূদ্বয়কে সাদরে নিকটে বসাইয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার এইরূপে দুঃখের তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল জয়পুরে অবস্থিতির পর, স্বস্বশ্বশুর-রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। জয়সেন রাজার পরলোক হইলে, স্বস্বশ্বশুরদত্ত রাজ্য পৈতৃক রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া কিছুকাল মর্ত্তালোকে সুখ-সম্ভোগ পূর্ব্বক, শাপান্তে স্বস্থানে গমন করিলেন।

মহর্ষি এইরূপে উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, বৎস সকল! শুনিলে ত, এই এক দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হেতু গন্ধর্ব্বপতিরা পতি পত্নী কত দুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণ অথবা যে কোন জাতি হউক না কেন, মনে ক্লেশ পাইয়া কোন অভিসম্পাত করিলে তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে, তোমরা গিয়া শয়ন কর, এই বলিয়া তিনি আপনিও শয়ন করিলেন।

সমাপ্ত।